- ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-২
- ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় 'যুবসংঘে'র অবদান
- সমাজ সংস্কারে 'যুবসংঘে'র ভূমিকা
- তাওহীদের ডাক : এক অনন্য পত্রিকা
- জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত সমূহ
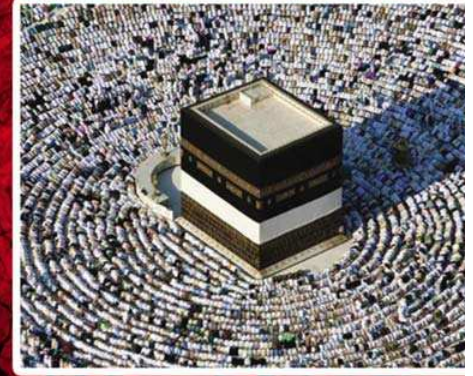
সাক্ষাৎকার : হজ্জ সফর
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

ক্বিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে বান্দার উত্তম চরিত্র (তিরমিযী)।
উত্তম চরিত্র

সফল কর্মীর আচরণবিধি
মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন

অস্থিতিশীল বাংলাদেশ
উত্তরণের পথ

তাওহীদের ডাক

১৫তম সংখ্যা

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৩

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সম্পাদক
মুযাফফর বিন মুহসিন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
নূরুল ইসলাম
নির্বাহী সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
সহকারী সম্পাদক
বযলুর রহমান

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২
০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও ইমাম অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

জাহেলী মতবাদের বলি মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ :

বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ। ১৯৪৭ সালে মুসলিম চেতনার উপর যেমন পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে, তেমনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামক ছোট্ট রাষ্ট্রটি স্বাধীন হয়েছে মুসলিম চেতনার উপর। কিন্তু স্বাধীনতার বয়স ৪২ বছর হলেও দেশের মানুষ স্বাধীন হয়নি এবং মুসলিম চেতনারও বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। কারণ বৃটিশ প্রণীত আইনে দেশ পরিচালিত হওয়ায় পরাধীনতার অভিশাপে বাংলাদেশ আজ পর্যুদস্ত, সাম্রাজ্যবাদী রাক্ষসদের অসহায় খোরাক। ফলে প্রতিনিয়ত মানুষ মরছে, অঙ্গহানি হয়ে পুঙ্গত্ব বরণ করছে, পরিবার ধ্বংস হচ্ছে, অবরোধ, হরতাল ও নানা কর্মসূচীর কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অফিস-আদালত, কল-কারখানা, প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের মুখে পড়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। হতদরিদ্র মানুষগুলো ক্ষুধার তাড়নায় একমুঠো খাবারের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। তাদের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে যাচ্ছে। এর মূল কারণ বস্তাপচা জাহেলী গণতন্ত্র, ঘৃণিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, পরিত্যক্ত জাতীয়তাবাদ, অধঃপতিত সাম্যবাদ প্রভৃতি। এ সমস্ত শিরকী মতবাদ মুসলিমদের জন্য তো নয়ই, কোন মানুষের জন্যও সুখকর নয়।

এদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ মুসলিম। তারা আল্লাহ প্রদত্ত এলাহী বিধানে বিশ্বাসী। মহান আল্লাহ তাদের স্রষ্টা হিসাবে তিনিই জানেন কোন্ বিধান মানুষের জন্য কল্যাণকর। তাই বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য তিনি ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করেছেন। যার স্বরূপ তুলে ধরার জন্য নাযিল করেছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ চূড়ান্ত সংবিধান পবিত্র কুরআন। সেটা প্রয়োগ করার জন্য মনোনীত করেছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে। তাই কোন মুসলিম নর-নারী উক্ত আসমানী বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের ইচ্ছামত কোন কিছু করতে পারবে না। যদি কেউ তা লংঘন করে তবে সে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবে। সে নিজের ধ্বংস নিজেই নিশ্চত করবে *(আহযাব ৩৬)*। রাসূল (ছাঃ) উক্ত মিশন কার্যকর করার জন্যই ২৩টি বছর সংগ্রাম করেছেন *(ছফ্ফ ৯)*। এরপরও বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণে পরিষ্কার ভাষায় বলে গেছেন, যতক্ষণ তোমরা দুইটি বস্তু আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টি বস্তু হল, পবিত্র কুরআন ও নবীর সুন্নাত *(হাকেম হা/৩১৮, সনদ ছহীহ)*। তাছাড়া সত্তাগত দিক থেকেও মুসলিমদের জন্য ইসলামী আদর্শ ছাড়া অন্য কোন আদর্শ শোভা পায় না। হিন্দুদের ধুতি, পৈতা, মরণত্তোর পুড়িয়ে ফেলা মুসলিম ব্যক্তির জন্য যেমন আদর্শ হতে পারে না, তেমনি হিন্দু সেজে ছালাত আদায় করা, ছিয়াম পালন করা, কা'বা ঘরে হজ্জের নিয়ত করা শোভা পায় না। তাই মুসলিম ব্যক্তির জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম, ইযম ও মানব রচিত কোন বিধান শোভা পায় না। তাই তার জন্য এলাহী বিধান মেনে নেওয়া ছাড়া কোন বিকল্প পথ থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মানুষ মাত্রই ইসলামী আদর্শের উপর জন্মগ্রহণ করে এবং উক্ত মর্মে রূহ জগতে আল্লাহ্‌র কাছে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে *(রূম ৩০; বুখারী হা/১৯৮৫; আ'রাফ ১৭২)*। সুতরাং তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সে শান্তিপূর্ণভাবে কখনোই বসবাস করতে পারবে না, পদস্খলিত হবেই। আর যদি অঙ্গীকার পূর্ণ করে তবে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের যুগের ন্যায় আবার শান্তিময় যুগের আগমন ঘটবে ইনশাআল্লাহ। যেভাবে দীর্ঘদিন পরে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর যুগে ইসলামের পুনর্জাগরণ সাধিত হয়েছিল।

অতএব একথা স্পষ্টভাবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে, মানব রচিত থিওরি ও দর্শনের মধ্যে মানুষের জন্য কোন প্রকার কল্যাণ নেই। যদিও এ সমস্ত আধুনিক মতবাদ সৃষ্টিই হয়েছে দেড় থেকে দুইশ' বছরের মধ্যে। এরই মাঝে বহু অসার দর্শনের অকাল মৃত্যু ঘটেছে। ভবিষ্যতে আরো যত থিওরি সৃষ্টি হবে সেগুলোরও ধ্বংস অনিবার্য। কেবল ইসলামই অক্ষত থাকবে ইনশাআল্লাহ। মুসলিম হিসাবে আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও বিধান প্রত্যাখ্যান করে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ঔষধ খাওয়ার কারণে দুর্গন্ধময় গলিত লাশ বহন করছে। ঐ সমস্ত বিদেশী প্রভুদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী চলার কারণে সমগ্র দেশ আজ নৈরাজ্যের অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়েছে। রাজনীতির নামে পাশ্চাত্যের মরণ ব্যধিতে সংক্রমিত হয়েছে। এজন্য দায়ী মূলতঃ বিদেশী ক্রীড়নকদের রসদপুষ্ট অসভ্য রাজনীতিবিদরা; অশিক্ষিত ও উন্মাদ পাতি নেতারা। তারাই দেশকে পিছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এক্ষণে জনগণের দায়িত্ব হল এ সমস্ত দেশদ্রোহী মোড়লদেরকে চিরদিনের জন্য অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা, শিরকী মতবাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলা। বর্তমানে প্রচলিত জঘন্য ও নোংরা রাজনীতি ঘৃণাভরে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলা। দেশকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুক্ত করা। পুনরায় নির্ভেজাল ইসলামী চেতনায় ফিরে আসা, যে ইসলামের অনুশীলনের কারণে রাসূল (ছাঃ) অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহেলী যুগকে স্বর্ণযুগে পরিণত করেছিলেন। সে যুগের মানুষই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তারা ইসলামের বিধিবিধান অনুসরণ করেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া যে যুগে বা যে দেশে ইসলামী আইনের অনুশাসন বিদ্যমান ছিল সে যুগ বা সে দেশ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এখনো যে দেশে ইসলামের অনুশাসন যত বেশী সে দেশ তত উন্নত, সভ্য, মডেল। অতএব আমাদেরকে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মেনে জীবন পরিচালনা করতে হবে। তাহলে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত নাযিল করা হবে এবং প্রবৃদ্ধিতে দেশকে সমৃদ্ধ করা হবে। আল্লাহ বলেন, 'জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনয়ন করে এবং আল্লাহভীতি অর্জন করে, তবে তাদের প্রতি আসমান-যমীনের যাবতীয় বরকতের পথ উন্মুক্ত করে দিব' *(আ'রাফ ৯৬)*। আল্লাহ আমাদের এই দেশকে জাহেলী মতবাদ ও বিদেশী রাক্ষসদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করুন। এই দেশকে নির্ভেজাল ব্যক্তিদের লীলাভূমি হিসাবে কবুল করুন-আমীন!!

ইহসান

আল-কুরআনুল কারীম :

১– إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে আছেন, যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং সৎকর্মপরায়ণ’ *(নাহল ১৬/১২৮)*।

২- وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.

‘যারা আমার পথে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন’ *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*।

৩– وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

‘তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত কর না এবং কল্যাণ সাধন করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণসাধনকারীদেরকে ভালবাসেন’ *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*।

٤– وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.

‘আমি যখন বললাম, তোমরা এ নগরে প্রবেশ কর, অতঃপর তা হতে ইচ্ছামত ভক্ষণ কর আর তোমরা যে বল আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তাহলে আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করব। আর অচিরেই আমি সৎকর্মশীলগণকে অধিকতর প্রতিদান দান করব’ *(বাক্বারাহ ২/৫৮)*।

৫– الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ.

‘যারা আঘাত পাওয়ার পরেও আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের সাড়া দিয়েছিল, তাদের মধ্যে যারা উত্তম আমল করেছে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার’ *(আলে-ইমরান ৩/১৭২)*।

৬– فَأَثابَهُمُ اللَّهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ.

‘ফলে তাদের এই উক্তির বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাত দান করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আর এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান’ *(মায়েদা ৫/৮৫)*।

৭– وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.

‘পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয়ভীতি ও আশা-আকাঙ্খার সাথে ডাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রহমত সৎকর্মশীলদের অতি নিকটে’ *(আ’রাফ ৭/৫৬)*।

৮– إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً.

‘তোমরা সৎকর্ম করলে নিজেদের জন্যই করবে এবং মন্দ কর্ম করলে তাও নিজেদের জন্য। অতঃপর যখন পরবর্তী দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি উপস্থিত হল তখন (আমি আমার বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম) তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য’ *(বানী ইসরাঈল ১৭/৭)*।

৯– قالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

‘তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? তিনি বললেন, আমিই ইউসুফ। আর এটা আমার সহোদর ভাই; আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে ব্যক্তি মুত্তাক্বী ও ধৈর্যশীল আল্লাহ সেইরূপ সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান নষ্ট করেন না’ *(ইউসুফ ১২/৯০)*।

১০– وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً وَهذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ.

‘এর পূর্বে মূসার কিতাব অনুসরণযোগ্য এবং রহমত স্বরূপ এসেছিল। আর এ এমন কিতাব (কুরআন) যা আরবী ভাষায়, তার সত্যতা প্রমাণকারী, যা যালিমদেরকে সতর্ক করার জন্য। যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য সুসংবাদ’ *(আহক্বাফ ৪৬/১২)*।

১১– إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ –آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ.

‘সেদিন মুত্তাক্বীরা জান্নাতে ও ঝর্ণার মধ্যে থাকবে, যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দান করবেন আর তা তারা গ্রহণ করবে। নিশ্চয়ই তারা ইতিপূর্বে সৎকর্মপরায়ণ ছিল’ *(যারিয়াত ৫১/১৫-১৬)*।

১২– هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ.

‘উত্তম কাজের পুরস্কার উত্তম (জান্নাত) ব্যতীত আর কি হতে পারে?’ *(আর-রহমান ৫৫/৬০)*।

১৩– وَفَواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ–كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ–إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.

‘যে ফল-মূল তারা কামনা করবে (তা তারা পাবে)। তোমরা মজা করে খাও এবং পান কর, তোমরা যেমন আমল করেছিলে। আর এভাবে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি’ *(মুরসালাত ৭৭/৪২-৪৪)*।

হাদীছে নববী থেকে :

১৪– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِى الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ. قَالَ فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَىٌّ قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلاَهُمَا قَالَ فَتَبْتَغِى الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا.

আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনু ‘আছ (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে হিজরত ও জিহাদের বায়‘আত করার জন্য আগমন করল, যার বিনিময়ে সে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার পিতা-মাতার একজন বা উভয়জন কি জীবিত আছেন? লোকটি বলল, হ্যাঁ, দু’জনই আছেন। তিনি আবার বললেন, তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও? লোকটি বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং তোমারা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর’ *(মুসলিম হা/৬৬৭১; মিশকাত হা/৩৮১৭)*।

১৫– عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ إِنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলামকে উত্তম করে, আল্লাহ তা‘আলা তার পূর্বের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেন। অতঃপর শুরু হয় প্রতিফল;

একটি পুণ্যের বিনিময়ে দশ হতে সাতশ গুণ পর্যন্ত দেয়া হয়; আর একটি পাপ কাজের বিনিময়ে ঠিক ততটুকু মন্দ ফল রয়েছে। অবশ্যই আল্লাহ যদি ক্ষমা করে দেন তবে তা অন্য ব্যাপার *(বুখারী হা/৪১; মিশকাত হা/২৩৭৩)*।

১৬– عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ قَالَتْ جَاءَتْنِى امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِى فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِى غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِى مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) বলেন, একটি স্ত্রীলোক দু'টি মেয়ে সাথে নিয়ে আমার কাছে এসে কিছু চাইল। আমার কাছে একটি খুরমা ব্যতীত আর কিছুই সে পেল না। আমি তাকে ওটা দিলাম। স্ত্রীলোকটি দু'মেয়েকে খুরমাটি ভাগ করে দিল। তারপর সে উঠে বের হয়ে গেল। এ সময় নবী (ছাঃ) এলেন। আমি তাকে ব্যাপারটি জানালাম। তখন তিনি বললেন, যাকে এ সব কন্যা সন্তান দিয়ে কোন পরীক্ষা করা হয়, অতঃপর সে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের পর্দা হবে *(বুখারী হা/৫৯৯৫)*।

১৭– عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِى الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِى الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ .

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! জাহেলী যুগের কাজকর্মের জন্য আমাদের কি পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামী যুগে ভাল কাজ করবে তাকে জাহেলী যুগের কাজ কর্মের জন্য পাকড়াও হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম কবুলের পর অসৎ কাজ করবে, তাকে প্রথম ও পরবর্তীর জন্য পাকড়াও করা হবে *(বুখারী হা/৬৯২১; মুসলিম হা/৩৩৪)*।

১৮– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ لِى أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, যখন আমি ভাল ও মন্দ সম্পর্কে জেনে যাব তখন আমি কী করব? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি তোমার প্রতিবেশীর নিকট থেকে ভাল কিছু শুনে থাক তবে তা ভাল করলে। আর যদি তার নিকট থেকে খারাপ কিছু শুনে থাক, তবে তুমি খারাপ করলে *(ইবনু মাজাহ হা/৪২২৩; মিশকাত হা/৪৯৮৮, সনদ ছহীহ)*।

১৯– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِى قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, মানুষের মধ্যে আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক হক্বদার কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে বলল, তারপর কে? তিনি আবার বললেন, তোমার মাতা। অতঃপর লোকটি বলল, তারপর কে? রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার মাতা। লোকটি আবার বলল, তারপর কে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা *(মুসলিম হা/৬৬৬৪)*।

২০– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَأَقِلَّ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে আবু হুরায়রা! আল্লাহভীরুতা অর্জন কর, তাহলে তুমি মানুষদের মধ্যে থেকে সর্বাধিক ইবাদতগুযার হবে। অল্পে তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হবে। তুমি তোমার নিজের জন্য যা পসন্দ কর, অন্যের জন্য তাই পসন্দ কর, তাহলে তুমি মুমিন হবে। তুমি তোমার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম প্রতিবেশী হও, তাহলে তুমি প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে। আর কম হসো, কেননা অধিক হাসিতে অন্তর মরে যায়' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২১৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫০৬)*।

২১– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তায় পড়ে থাকা একটা কাঁটাযুক্ত ডাল দেখে তা সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজ সাদরে কবুল করলেন অতঃপর তার গুনাহ মাফ করে দিলেন *(বুখারী হা/৬৫২; ৫০৪৯)*।

২২– عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

আবু যার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'তুমি কোন সৎ কাজকে ছোট মনে কর না, যদি তুমি তোমার অপর ভাইয়ের সাথে সহাস্য বদনে সাক্ষাৎও কর' *(মুসলিম হা/৬৮৫৭; মিশকাত হা/১৮৯৪)*।

২৩– عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِى الثَّنَاءِ.

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কাউকে অনুগ্রহ করা হলে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন, তবে সে উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রশংসা করল *(তিরমিযী হা/২০৩৫; মিশকাত হা/৩০২৪, সনদ ছহীহ)*।

মনীষীদের বক্তব্য থেকে :

১. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, 'অঙ্গসজ্জা ও আশা-আকাঙ্খায় ঈমান নেই। বরং অন্তরসমূহ যাকে প্রশান্ত করে এবং আমলসমূহ যাকে সত্যায়ণ করে তা-ই ঈমান। যে ব্যক্তি অসৎ আমল করে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর তা ফিরিয়ে দেন।

২. ওছমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ) অবরুদ্ধ থাকার সময় ওবাইদুল্লাহ ইবনু আদী (রহঃ) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনিই জনগণের ইমাম। আর আপনার বিপদ আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন। এখন আমাদের ইমামতি করছে বিদ্রোহীদের নেতা। ফলে আমরা গুনাহগার হওয়ার আশংকা করছি। তখন তাকে লক্ষ্য করে ওছমান (রাঃ) বলেন, মানুষের আমলের মধ্যে ছালাত হল সর্বোত্তম। কাজেই লোকেরা যখন উত্তম কাজ করে, তখন তুমিও তাদের সাথে উত্তম কাজে অংশ নিবে। আর যখন তারা মন্দ কাজে লিপ্ত হবে, তখন তাদের মন্দ কাজ হতে বেঁচে থাকবে।

সারবস্তু

১. সৎকর্মশীল ব্যক্তি তার সৎকর্মের দ্বারা আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জন করেন।
২. সৎকর্মশীলদের জন্য পরকালে মহান প্রতিদান রয়েছে। তারা ভয় ও চিন্তা থেকে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করবেন।
৩. সৎকর্মশীল ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমতের অতি নিকটে ।
৪. সৎকর্মশীল ব্যক্তির জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের সুসংবাদ রয়েছে।
৫. বয়স, সম্পদ ও পরিবারে বরকত হাছিলের মাধ্যম হল সৎকর্ম।
৬. অন্তরের কদর্য এবং খারাপ বুঝ, ধারণা ও অন্যান্য অনিষ্টতা দূর করার মাধ্যম হল ইহসান।
৭. আল্লাহ তা'আলার ভয়-ভীতি উপলব্ধির মাধ্যম যেমন সৎকর্ম, তেমনি মহান আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশারও মাধ্যম।
৮. সৎকর্ম এমন এক রাস্তা, যা তার সাথীকে ইলম অর্জনের পথ সহজ করে দেয় এবং তাতে জ্ঞানের ঝর্ণা প্রবাহিত করে।

ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-২

-মুযাফফর বিন মুহসিন

(৩) আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রূযীদাতা বলে স্বীকার করা; কিন্তু যাবতীয় ইবাদতের যোগ্য বলে গ্রহণ না করা :

পর্যালোচনা : মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করার মৌলিক উদ্দেশ্য হল, তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্রই দাসত্ব করবে। অর্থাৎ সকল কাজকর্মে আল্লাহ্র এককত্ব প্রমাণ করবে। আরবীতে এটাকে বলা হয় 'তাওহীদে উলূহিয়াহ'। আল্লাহ্র এই মৌলিক অধিকার আদায়ে অধিকাংশ মানুষ ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তারা তাদের দাসত্বকে কিছু আল্লাহ্র জন্য আর কিছু সৃষ্টির জন্য নির্ধারণ করেছে। যেমন মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায়ের সময় আল্লাহকে সিজদা করে। কিন্তু কোন কিছু চাওয়া ও প্রার্থনার জন্য মাযার, খানকা, মূর্তি, কবর, গাছ, পাথর ও তীর্থস্থানে যায়। সেখানে কোটি কোটি টাকা, গরু, ছাগল ইত্যাদি মানত করে। যেমন রাজনৈতিক ব্যক্তিরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও শুভ কাজের সূচনার জন্য প্রতিকৃতি, স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণে যায় এবং ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। এছাড়া নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে বিভিন্ন মাযার ও খানকা থেকে। এভাবে বিভিন্ন জড় বস্তুর পূজা করে থাকে। অথচ ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্র। যাবতীয় প্রার্থনা, ইবাদত, মানত, দু'আ সবই পেশ করতে হবে এক আল্লাহ্র শানে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি এই জন্য যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে' *(যারিয়াত ৫৬)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ 'আমরা আপনার পূর্বে যে রাসূলকেই প্রেরণ করেছি, তাঁর কাছেই অহি করেছি যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২৫)*। এছাড়া আমরা যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করি তখন আল্লাহ্র প্রশংসা ও বড়ত্ব প্রকাশের পর বলি- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি' *(ফাতিহা ৫)*।

উক্ত তিনটি আয়াতে বর্ণিত 'ইবাদত' করার অর্থ হল 'তাওহীদ প্রতিষ্ঠা' করা।[১] অর্থাৎ মানুষ তার জীবনের সকল কর্মে আল্লাহকে একক বলে প্রমাণ করবে। শুধু ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, ছাদাক্বার ক্ষেত্রে নয়; বরং সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান নিঃসঙ্কোচে মেনে নিবে এবং পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করবে। যদি উক্ত ক্ষেত্র সমূহে আল্লাহ্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারি, তবে জানতে হবে তাওহীদকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে ত্রুটি রয়েছে। বুঝতে হবে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' বলে সাক্ষ্য প্রদানে ঘাটতি রয়েছে। এ ধরনের দ্বিমুখী বিশ্বাস যার মাঝে বিদ্যমান রয়েছে তার আক্বীদায় শিরকের সংমিশ্রণ রয়েছে। তার আমল শিরক ও বিদ'আতে নিমজ্জিত। তাই যাবতীয় কাজকর্মে আল্লাহ তা'আলাকে একক গণ্য করা এবং চূড়ান্তভাবে মেনে নেওয়ার বিষয়টিই সর্বাগ্রে পরিষ্কার করতে হবে। নিম্নের হাদীছটি গভীরভাবে উপলব্ধির দাবী রাখে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيْرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوْا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তাদেরকে প্রথম আহ্বান করবে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার একত্বকে মেনে নেয়। যদি তারা তা স্বীকার করে তবে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতকে ফরয করেছেন। তারা যদি ছালাত আদায় করে তবে তাদেরকে জানাবে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা ধনীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। তারা যদি এটা মেনে নেয় তাহলে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করবে। তবে মানুষের সম্পদের মূল্যের ব্যাপারে সাবধান থাকবে ।[২]

উক্ত হাদীছে প্রথম শর্ত করা হয়েছে- আল্লাহ তা'আলার একত্ব প্রমাণ করা। এটা মনেপ্রাণে গ্রহণ করার পর দ্বিতীয়টির প্রসঙ্গ আসবে। কিন্তু তাওহীদকে মেনে নেওয়ার গুরুত্ব যেমন আমাদের মাঝে নেই, তেমনি উক্ত হাদীছের ধারাবাহিকতার অনুভূতিও নেই। কারণ প্রথম শর্ত পূরণ না হলে অন্যগুলো যে মূল্যহীন তার বুঝ আমাদের নেই। ভিত স্থাপন না করে শূন্যের উপরে ভিত গড়ার আমরা চেষ্টা করি না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ 'তাদের প্রতি শুধু আদেশ করা হয়েছে, তারা একমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তারা যা অংশীদার স্থির করে তা থেকে তিনি মহাপবিত্র' *(তওবা ৩১)*। অন্যত্র বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ 'তাদেরকে কেবল আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে শুধু আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং ছালাত আদায় করবে ও যাকাত প্রদান করবে। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন' *(বাইয়েনাহ ৫)*।

(৪) আল্লাহ্র ফায়ছালা প্রত্যাখ্যান করে ত্বাগূতের ফায়ছালা গ্রহণ করা :

পর্যালোচনা : আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা ফায়ছালাই হল চূড়ান্ত ফায়ছালা। আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা। তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন কোথায় মানুষের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই কোন মানুষ আল্লাহ্র আইন ব্যতীত আল্লাহদ্রোহী ত্বাগূতের রচনা করা কোন আইনকে বিশ্বাস করতে পারে না, মানতেও পারে না। উক্ত নির্দেশ কার্যকর করার জন্য আল্লাহ প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জনপদে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

'আমরা প্রত্যেক উম্মতের মাঝে রাসূল পাঠিয়েছি এই জন্য যে, তারা যেন নির্দেশ দেন- তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূতকে বর্জন কর' *(নাহল ৩৬)*।

দুঃখজনক হল, আমরা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু'-এর অর্থ যেমন বুঝি না, তেমনি ত্বাগূতের অর্থও বুঝি না। যতক্ষণ ত্বাগূত বা মানব রচিত মতবাদকে অস্বীকার না করা হবে, তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান না নেয়া হবে এবং তাকে উৎখাত ও প্রতিরোধ করার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত না রাখবে, ততক্ষণ আল্লাহ্র একত্ব প্রমাণিত হবে না।

---

১. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/১৩৫ পৃঃ; তাফসীরে কুরতুবী ১৭/৫৫ পৃঃ।

২. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭২, 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।

সুতরাং প্রচলিত মা'বূদগুলোকে আগে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করতে হবে, নাকচ করতে হবে। তারপর এক আল্লাহকে স্থান দিতে হবে। কারণ বিষের মধ্যে দুধ ঢেলে কোন লাভ নেই। আলকাতরার মাঝে ঘি রেখে কোন ফায়েদা নেই। এ জন্য 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু'-এর অর্থ সে সময় মক্কার মূর্তিপূজারী মুশরিকরা বুঝেছিল। তাই তারা রাসূল (ছাঃ)-কে পাথর মেরেছিল। তারা বুঝেছিল যে, এই বাক্য উচ্চারণ করলে বাপ-দাদার প্রতিষ্ঠিত জাহেলী যুগের ধর্ম আর চলবে না। সব বাতিল প্রমাণিত হবে।

বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ উক্ত বাক্য অনর্গল উচ্চারণ করে। কিন্তু গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন শিরকী ধর্ম ও মতবাদের আইন-কানূন, নিয়ম-নীতি ও আদর্শ মেনে চলছে। অথচ এগুলো সব ত্বাগূতী বিধান ও শিরকের শিখণ্ডী, যা রাজনীতির নামে চলছে। অনুরূপ ছূফীবাদী কুমন্ত্রণা, পীর-মুরীদী ধোঁকাবাজী, মারেফতী শয়তানী, মাযহাবী ফেতনা, তরীক্বার নষ্টামি, ইলিয়াসী ফযীলত, মওদূদী থিওরি ইত্যাদি মতবাদের নীতি-আদর্শ স্রেফ ধর্মের নামে লুকোচুরি। উপরিউক্ত উভয় প্রকার ত্বাগূতী ফায়সালাকে যতক্ষণ অস্বীকার না করবে, ততক্ষণ কেউ আল্লাহ তা'আলার শক্ত হাতলকে ধারণ করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় ভ্রষ্টতা হতে হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ত্বাগূতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন করল, সে সুদৃঢ় হাতলকে শক্ত করে ধরল, যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী' *(বাক্বারাহ ২৫৬)*। অতএব ত্বাগূতকে অস্বীকার করা ছাড়া মুমিনের জন্য অন্য কোন পথ খোলা নেই।

কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় হল, উপরিউক্ত শিরকী ও কুফরী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার পরও অসংখ্য মানুষ নিজেদেরকে ঈমানদার মনে করে। অথচ তারা শয়তানের আনুগত্য করে থাকে। শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে এবং পথভ্রষ্ট করেছে। আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَكْفُرُوْا بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا.

'আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা মনে করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা বিশ্বাস করে- অথচ তারা তাদের ফায়ছালা ত্বাগূতের কাছে কামনা করে। যদিও তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন ত্বাগূতকে অস্বীকার করে। মূলতঃ শয়তান তাদেরকে দূরতম বিভ্রান্তিতে ফেলতে চায়' *(নিসা ৬০)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ 'তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে' *(ইউসুফ ১০৬)*। তাই ত্বাগূতের সাথে আপোস করে ঈমানদার হওয়ার দাবী করে কোন ফায়েদা নেই। বরং ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ أَنْ يَعْبُدُوْهَا وَأَنَابُوْا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ 'যারা ত্বাগূতের পূজা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হয় তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। সুতরাং আপনি আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন' *(যুমার ১৭)*।

(৫) ধর্মীয় জীবন ও বৈষয়িক জীবন বলে দুনিয়াবী যিন্দেগীকে ভাগ করা এবং বৈষয়িক জীবনকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা :

পর্যালোচনা : সমাজের অধিকাংশ রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী মানুষ মনে করে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ধর্মীয় দিক সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, চাকরি, কৃষি, ডাক্তারী ইত্যাদি বৈষয়িক ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে কোন জবাবদিহি করা লাগবে না। অন্যায়, অত্যাচার, প্রতারণা, চুরি-ডাকাতি, আত্মসাৎ, হত্যা, গুম, যেনা-ব্যভিচার, সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, নেশা, মওজুদদারী, মোনাফাখরী প্রভৃতি সব দুনিয়াবী ব্যাপার। এতে কোন জবাবদিহিতা নেই। মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যারা এই আক্বীদা পোষণ করে তারা পাশ্চাত্যের চর, অমুসলিমদের ক্রীড়নক, ইহুদী-খ্রীস্টানদের দালাল, আল্লাহদ্রোহী। শিক্ষিত হলেও তারা নিম্নশ্রেণীর মূর্খ ও সমাজের নিকৃষ্ট প্রাণী, পাপাচারের শিখণ্ডী। তাদেরকে বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ, রাজনীতিক বলাই পাপ। কারণ তারাই দেশকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছে। আল্লাহভীতি, পরকালভীতি, জবাবদিহিতা নেই বলেই ক্ষমতা ও অস্ত্রের বলে যাবতীয় দুর্নীতি, অন্যায় তারাই করে থাকে। সেজন্য এগুলোর বিরুদ্ধে আলোচনা করলেই বলা হয়, এগুলো ধর্মীয় আলোচনায় আসবে কেন? এগুলো তো রাজনৈতিক ব্যাপার। অথচ ইসলামে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাতের বিধান যেমন আছে, তেমনি রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ব্যবসারও বিধান রয়েছে। তারা ঠিকই জানেন যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) হলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ, সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। কিন্তু স্বীকার করেন না। কারণ তাদের অন্তরটা ইবলীস শয়তানের স্বর্গরাজ্য। আল্লাহ বলেন, তাদের চক্ষু অন্ধ নয়, বরং অন্ধ তাদের হৃদয় *(হজ্জ ৪৬)*। এভাবেই নমরূদ, ফেরআউন, হামান, কারূণ, আবু জাহল, আবু লাহাবরা যুগে যুগে জনগণকে শোষণ করেছে। অবশ্য তাদেরও শেষ রক্ষা হয়নি। লাঞ্ছিত হয়ে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। স্বার্থের কারণে মুসলিম জীবনকে উক্ত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা তাদেরই শিক্ষা ও সবক। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يَتَّخِذُوْا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا- أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُهِيْنًا.

'নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও রাসূলগণের সাথে কুফরী করে, তাদের মাঝে পার্থক্য করার ইচ্ছা করে এবং যারা বলে, আমরা শরী'আতের কিছু বিষয়ের প্রতি ঈমান আনব আর কিছু বিষয়কে অস্বীকার করব, এছাড়া যারা মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফের। আর আমরা কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ১৫০-১৫১)*।

মূলতঃ মানুষের জীবনে অনেকগুলো কর্মক্ষেত্র থাকলেও প্রত্যেকটিই পরিচালিত হবে আল্লাহ প্রদত্ত চূড়ান্ত সংবিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে। যেমন একজন মানুষের শরীরের অনেক অঙ্গ-প্রতঙ্গ রয়েছে। প্রত্যেকটির কাজ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলোই পরিচালিত হয় হেড অফিস মাথা থেকে। অনুরূপ একটি দেশে নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হলেও সবকিছুই সংঘটিত হয় একক সংবিধানের আলোকে। যদি কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা সেই সংবিধান বা তার ধারা অমান্য করে, তবে তা হয় দণ্ডনীয় অপরাধ। যদি সাধারণ কোন প্রতিষ্ঠান গঠনতন্ত্র কিংবা সংবিধান ছাড়া না চলে, তবে সমগ্র মানব জাতি সংবিধান ছাড়া কিভাবে পরিচালিত হবে? আর আল্লাহ প্রদত্ত সেই চূড়ান্ত সংবিধান লংঘন করলে কী ধরনের অপরাধ হতে পারে? তাই প্রত্যেক উম্মতের উপর ফরয দায়িত্ব হল, পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানের অনুসরণ করা। আল্লাহ বলেন,

Contents

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ- فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের রাস্তা সমূহের অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তোমাদের নিকট স্পষ্ট দলীল আসার পরেও যদি পদস্খলিত হও, তাহলে জেনে রেখো- আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়’ *(বাক্বারাহ ২০৮ ও ২০৯)*।

উক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামের প্রত্যেকটি বিধানকেই গ্রহণ করতে হবে। কিছু গ্রহণ করব আর কিছু প্রত্যাখ্যান করব তা হবে না। কারণ ইসলাম ছাড়া আর যারই অনুসরণ করা হোক তা হবে শয়তানের অনুসরণ, যা উক্ত আয়াতে পরিষ্কার করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামের বিধান কিছু মানবে আর শয়তান বা ত্বাগূতের কিছু বিধান মানবে, তার পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন,

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ- أُولَئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

‘তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, আর কিছু অংশের সাথে কুফরী করবে? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে তাদের জন্য দুনিয়াবী জীবনে লাঞ্ছনা রয়েছে এবং ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোর শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন। এরাই পরকালের বিনিময়ে দুনিয়াবী জীবনকে খরিদ করে নিয়েছে। অতএব তাদের শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না’ *(বাক্বারাহ ৮৫ ও ৮৬)*।

অতএব মানুষের জীবনের কোন ক্ষেত্রকে আল্লাহ্র হুকুমের আওতামুক্ত করা যাবে না। সে যখন যে ক্ষেত্রে অবস্থান করবে তখন সেই স্থানের শারঈ নীতি নিরঙ্কুশভাবে অনুসরণ করবে। একজন ব্যবসায়ী শরী‘আতের বিধান মেনেই ব্যবসা করবেন। যেমন- (ক) হালাল মালের ব্যবসা করবেন।[৩] চুরি বা আত্মসাৎ করা কোন মালের ব্যবসা করবেন না। কিংবা মদ, গাঁজা, চুয়ানি, ফেন্সিডিল, বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, তামাক, গুলসহ যাবতীয় মাদকদ্রব্য বর্জন করবেন। কারণ এগুলোর ব্যবসা করা পরিষ্কার হারাম।[৪] (খ) সূদী লেনদেন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকবেন।[৫] যেমন শেয়ার বাজার, সূদী ব্যাংক, বীমা, সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত থাকা, জমি বন্ধক নেয়া বা দেয়া, ফল পুষ্ট না হতেই বাগানের পাতা ক্রয়-বিক্রয় করা কিংবা পাঁচ/দশ বছরের চুক্তিতে ফলের বাগান ক্রয়-বিক্রয় করা।[৬] (গ) ঘুষ ও প্রতারণার আশ্রয় নিবেন না, যা বর্তমান ব্যবসার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।[৭] যেমন- মাপে কম দেয়া, খারাপ মালকে ভাল বলে চালিয়ে দেয়া ইত্যাদি (ঘ) মূল্য বৃদ্ধির জন্য কোন মাল মওজূদ রাখবেন না। অর্থাৎ মওজুদদারী নীতি গ্রহণ করবেন না। এটা হারাম।[৮] (ঙ) বাজার মূল্যের অধিক লাভ গ্রহণ করবেন না এবং সুযোগে মূল্য বৃদ্ধি করবেন না। অর্থাৎ মুনাফাখোর বনে যাবেন না। উক্ত নীতির উপর অটল থাকতে না পারলে তিনি এ ধরনের ব্যবসা থেকে ফিরে আসবেন। কারণ এগুলোর ব্যত্যয় ঘটলে আল্লাহ্র বিধানকে লংঘন করা হবে।

অনুরূপভাবে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি শরী‘আতের অনুসরণ করেই রাজনীতির ময়দানে বিচরণ করবেন। মিথ্যা, প্রতারণা ও শঠতার রাজনীতি করবেন না। অর্থ ও নেতৃত্বের নেশায় মানুষ হত্যা করে ক্ষমতা দখল করার জন্য মত্ত হবেন না। সন্ত্রাসীদের মত অস্ত্রের মহড়া দেখিয়ে ত্রাসের রাজ্য কায়েম করবেন না। যেমন- (ক) রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতি অনুসরণ করবেন। এক্ষেত্রে মানব রচিত আধুনিক বা প্রাচীন কোন পদ্ধতি বা থিওরিকে সমর্থন ও গ্রহণ করবেন না। (খ) আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি শারঈ আইন প্রয়োগ করবেন এবং এর পক্ষে জনমত সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ প্রদত্ত আইনের বিরোধিতা করে নতুন কোন আইন রচনা করবেন না। কারণ তিনি আইন প্রণেতা নন; বরং আইনের প্রয়োগকারী মাত্র। মূলতঃ আইন প্রণেতা হলেন আল্লাহ। তাঁর আইনকে উপেক্ষা করে কোন আইন ও বিধান তৈরির অধিকার কারো নেই। এটা করলে আল্লাহ্র অধিকারের উপর হঠকারিতা করা হবে। ঐ শুনুন আল্লাহ্র হুঁশিয়ারী-

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

‘তাদের কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য আইন প্রণয়ন করে, যে বিষয়ে আল্লাহ অনুমতি দেননি? (ক্বিয়ামতের) ফায়ছালার ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে ফায়ছালা হয়েই যেত। নিশ্চয় সীমালংঘনকারীদের জন্য কঠোর শাস্তি বিদ্যমান’ *(শূরা ২১)*। আল্লাহ প্রণীত আইনকে উপেক্ষা করা এবং নতুন আইন রচনা করা কত বড় অন্যায় তা উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

(গ) মুসলিম ব্যক্তি মাত্রই যেন ছালাত আদায় করে সে জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবেন। আল্লাহ তা‘আলা রাজনৈতিক ময়দানে আইন প্রয়োগের ধারাবাহিকতা উল্লেখ করে বলেন,

الَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ.

‘আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করি তবে তারা ছালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ হতে বাধা প্রদান করবে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র ইখতিয়ারে’ *(হজ্জ ৪১)*। অতএব রাজনৈতিক ময়দানে বিচরণকালে ছালাতই হবে প্রধান কর্মসূচী। কারণ যাবতীয় অন্যায়-অশ্লীলতা প্রতিরোধে ছালাতই সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ঔষধ *(আনকাবূত ৪৫)*।

(ঘ) শরী‘আত বিরোধী প্রচলিত যাবতীয় মতবাদ ও দর্শন, নিয়ম-নীতি বাতিল ও উচ্ছেদ করবেন। যার জন্য আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন। هُوَ الَّذِىْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ. ‘তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী

---

৩. মুসলিম হা/২৩৯৩, ‘যাকাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২০; মিশকাত হা/২৭৬০, ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়।

৪. বুখারী হা/২২৩৬, ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১২; মুসলিম হা/৪১৩২, ‘মুসাক্বাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩; মিশকাত হা/২৭৬৬; আবুদাঊদ হা/৩৪৮৮, সনদ ছহীহ।

৫. বাক্বারাহ ২৭৫; মুসলিম হা/৪১৭৭; ইবনু মাজাহ হা/২২৭৪; মিশকাত হা/২৮০৭।

৬. মুসলিম হা/৩৯৯৪; মিশকাত হা/২৮৩৬।

৭. আবুদাঊদ হা/৩৫৮০; তিরমিযী হা/১৩৩৬; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩; মুসলিম হা/২৯৪, ‘ঈমান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৫; মিশকাত হা/৩৫২০।

৮. মুসলিম হা/৪২০৬, ‘মুসাক্বাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/২৮৯২, ‘মওজুদ করা’ অনুচ্ছেদ; আহমাদ হা/৮৬০২; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৬২।

করতে পারেন। যদিও তা মুশরিকরা অপসন্দ করে' *(ছফ্ফ ৯)*। উক্ত আয়াতের হুকুম কার্যকর করার জন্য রাসূল (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন সর্বাগ্রে কা'বা চত্বর থেকে ৩৬০টি মূর্তি অপসারণ করেন।[৯] তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, 'আমার রব আমাকে মূর্তি ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করেছেন'।[১০] আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, ছবি-মূর্তি ও সৌধ নির্মাণ করা যত উঁচু কবর আছে সবগুলো ভেঙ্গে দাও। কোথাও যেন অবশিষ্ট না থাকে।[১১] লাত, মানাত, উযযা, দেব-দেবী, পূর্বপুরুষ, গোত্রপ্রধান ও সমাজ নেতাদের দোহাই দিয়ে প্রণীত আইনকে বাতিল করে বলে দিলেন, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার আনুগত্য কর *(আ'রাফ ৩)*।

অতএব রাজনৈতিক ব্যক্তি যদি উক্ত কর্মসূচী কার্যকর করতে অপারগ হন, তবে প্রচলিত মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ রাজনীতি থেকে ফিরে আসবেন। সেটাই হবে তার জন্য বড় রাজনীতি। কারণ তিনি আল্লাহ্র বিধান লংঘন করে ত্বাগূতের আইন ও বিধানের তাবেদারী করতে পারেন না। মুসলিম হিসাবে তিনি কেন শয়তানী নীতির সামনে মাথা নত করবেন? কেন তিনি নিজের পরকাল হারাবেন?

শরী'আত বিরোধী গঠনতন্ত্র ও সংবিধান সম্পর্কে বিশেষ হুঁশিয়ারী :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হল আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সংবিধান। তাই একে বাদ দিয়ে কেউ যদি পূর্বের কোন নবী ও কিতাবেরও অনুসরণ করে তবুও গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং পথভ্রষ্ট হবে। যেমন-

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ فَسَكَتَ فَجَعَلَ يقْرَأ وَوَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعُوْذُ بِاللَّه مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ رَضِيْنَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسَى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِيْ لَاتَّبَعَنِيْ.

জাবের (রাঃ) বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) একদা তাওরাতের একটি কপি নিয়ে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এটি তাওরাতের কপি। একথা শুনে তিনি চুপ থাকলেন। তখন ওমর (রাঃ) পড়তে শুরু করলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন আবুবকর (রাঃ) ওমরকে বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক! তুমি কি রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারার দিকে দেখছ না? তখন ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মুখের দিকে তাকালেন। অতঃপর বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ হতে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে, তার কসম করে বলছি, যদি আজ মূসা (আঃ) তোমাদের নিকটে আবির্ভূত হন আর তোমরা তার অনুসরণ কর এবং আমাকে পরিত্যাগ কর, তবুও তোমরা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আজ মূসা (আঃ) যদি বেঁচে থাকতেন আর আমার নবুওঅত পেতেন, তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন'।[১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন,

إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيْثَ مِنْ يَهُوْدَ تُعْجِبُنَا أَفَتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا؟ فَقَالَ أَمُتَهَوِّكُوْنَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى؟ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوْسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِيْ.

আমরা ইহুদীদের নিকটে অনেক কাহিনী শুনি, যা আমাদেরকে মুগ্ধ করে। আমরা কি সেগুলোর কিছু অংশ লিখে রাখব? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ইহুদী-খ্রীস্টানরা যেভাবে দিশেহারা হয়েছে তোমরা কি সেভাবে দিশেহারা হবে? অথচ আমি তোমাদের কাছে উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে এসেছি। শুনে রাখ, আজ মূসা (আঃ)ও যদি বেঁচে থাকতেন, তবুও তাঁর আমার অনুসরণ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকত না'।[১৩]

অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপস্থিতিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূরসহ অন্যান্য কিতাব যদি বাতিল হয়ে যায়, তাহলে মানুষের রচনা করা আল্লাদ্রোহী আইন কিভাবে বৈধ হতে পারে? তাই উক্ত সংবিধান বিরোধী যেকোন নীতিমালা, গঠনতন্ত্র, সংবিধান বাতিল বলে গণ্য হবে। আমরা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান প্রত্যাখ্যান করে মানব রচিত মতবাদ গ্রহণের মাধ্যমে তাওহীদে রুবূবিয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারিনি।

আল্লাহ্র অধিকার ও তার গুরুত্ব :

আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ করা বা তাওহীদকে পোক্ত করার জন্য আলোচিত উক্ত তিনটি পর্যায়কে চূড়ান্ত করতে হবে। (ক) তাওহীদে রুবূবিয়াহ (খ) তাওহীদে উলূহিয়াহ, যা বর্তমান আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে এবং (গ) 'তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত' যা প্রথম পর্বে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত তিনটি বিষয় পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করলে আল্লাহ্র অধিকার পূর্ণভাবে আদায় হবে। আর এর পুরস্কার স্বরূপ বান্দা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে এবং জান্নাত লাভে ধন্য হবে। নিম্নের হাদীছটি লক্ষণীয়-

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

মু'আয (রাঃ) বলেন, আমি একদা রাসূল (ছাঃ)-এর গাধার পিছনে ছিলাম। তাকে বলা হত 'উফাইর'। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে মু'আয! তুমি কি জান বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অধিকার কী? আর আল্লাহ্র প্রতি বান্দার অধিকার কী? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক অবগত। তখন তিনি বললেন, বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অধিকার হল, তারা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনকিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্র প্রতি বান্দার অধিকার হল- যে বান্দা আল্লাহ্র সাথে শরীক করবে না তাকে শাস্তি না দেওয়া।[১৪]

---

৯. বুখারী হা/২৪৭৮, ১/৩৩৬ পৃঃ।
১০. মুসলিম হা/১৯৬৭, ১/২৬৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮০০)।
১১. মুসলিম হা/২২৮৭, ১/৩১২ পৃঃ, (ইফাবা হা/২১১২); মিশকাত হা/১৬৯৬, পৃঃ ১৪৮।
১২. দারেমী হা/৪৪৩; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৯৪, পৃঃ ৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫।
১৩. আহমাদ হা/১৫১৯৫; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১৭৪; মিশকাত হা/১৭৭, ১/৩০ পৃঃ, সনদ হাসান, আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৮, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯।
১৪. ছহীহ বুখারী হা/২৮৫৬, 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৬; মুসলিম হা/১৫৩, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১২; মিশকাত হা/২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮।

আল্লাহ তা'আলার অধিকারে যদি একটু ত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে তার ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। অর্থাৎ তাঁর সাথে কাউকে বা কোনকিছুকে শরীক করলে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে। প্রথমতঃ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হবে। এই পাপ কখনো ক্ষমা হবে না। দ্বিতীয়তঃ সারা জীবনে অর্জিত নেকী ধ্বংস হয়ে যাবে। শিরকের পরিণাম সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি দলীল পেশ করা হল -

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا.

'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। তবে তিনি চাইলে ইহা ব্যতীত অন্য পাপ ক্ষমা করতে পারেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করবে সে দূরতম পথভ্রষ্ট হবে' *(নিসা ৪৮ ও ১১৬)*। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বান্দার অন্যান্য যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন, যদি তার সাথে শরীক না করা হয়।[১৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তারা যদি শিরক করে তাহলে তারা যা আমল করেছে সবই বাতিল হয়ে যাবে' *(আন'আম ৮৮)*। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, 'আপনি যদি শিরক করেন তবে অবশ্যই অবশ্যই আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে। আর আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন' *(যুমার ৬৫)*। হাদীছে শিরককে জান্নাত ও জাহান্নামের মূল প্রতিপাদ্য হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। শিরক না করলে জান্নাত, করলে জাহান্নাম।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَانِ مُوجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা বলেন, দু'টি বিষয় অপরিহার্য। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! উক্ত দু'টি বিষয় কী? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি শরীক করে মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১৬] তাই রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেন, لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ 'তুমি কোনকিছুকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা এবং আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়'।[১৭]

অতএব তাওহীদ বা আল্লাহ্র অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। বান্দা সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, পালনকর্তা হিসাবে যেভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তেমনি আইন ও বিধানদাতা হিসাবেও বিশ্বাস করবে। নিজের রুচি মোতাবেক কোন বিধান রচনা করবে না। আল্লাহ মনোনীত চূড়ান্ত জীবন বিধান ইসলামকে বাদ দিয়ে ইহুদী-খ্রীস্টানদের তৈরি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ প্রভৃতি শিরকী মতবাদকে গ্রহণ করা যাবে না। অন্যথা তাওহীদের রুবূবিয়ার মাঝে শিরক প্রবেশ করবে, যা দুধের মধ্যে গোমূত্র বা চোনা ফেলার মত হবে। অনুরূপভাবে মাথা নত করা, সাহায্য চাওয়া, প্রার্থনা করা, দান করা, যবহ, মানতসহ যাবতীয় ইবাদতের জন্য একমাত্র আল্লাহকেই নির্ধারণ করতে হবে। খানকা, মাযার, কবর, গাছ, পাথর, মৃত পীর, শহীদ মিনার, প্রতিকৃতি, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণে শ্রদ্ধা জানানো, সংসদে নীরবতা পালন, পতাকাকে সালাম দেওয়া, কুর্নিশ করা, ভাষা দিবস, শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস ইত্যাদি দিনকে শ্রদ্ধা জানানো ও পূজা করা যাবে না। কারণ এর মাধ্যমে তাওহীদে উলূহিয়ার মাঝে শিরক প্রবেশ করবে। আল্লাহ আমাদেরকে পূর্ণভাবে নির্ভেজাল তাওহীদের আনুগত্য করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

---

১৫. তিরমিযী হা/৩৫৪০, ২/১৯৪ পৃঃ, সনদ ছহীহ, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০৯; মিশকাত হা/২৩৩৬, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়, 'তওবা ও ইস্তিগফার' অনুচ্ছেদ।

১৬. ছহীহ মুসলিম হা/২৭৯, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪২; মিশকাত হা/৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪, 'ঈমান' অধ্যায়।

১৭. আহমাদ হা/২২১২৮, সনদ ছহীহ; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/২০২৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫, 'কাবীরা গোনাহ ও মুনাফেক্বীর নিদর্শন' অনুচ্ছেদ।

ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর অবদান

-আব্দুল হালীম বিন ইলয়াস

ভূমিকা :

আল্লাহ তা‘আলা মানব জাতিকে সুন্দর এই ভুবনে তাঁর ইবাদত করার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন । জীবন পরিচালনার জন্য তিনি অহি-র মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন। সেই সাথে মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিও দান করেছেন। ইচ্ছা করলে সে ইসলামের চিরকল্যাণময় বিধানকে নিজের চলার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে পারে, আবার তা অস্বীকারও করতে পারে। মূলতঃ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ তাদেরকে এ ক্ষমতা দিয়েছেন। তাই নিজের ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে সত্য, ন্যায় ও অহি-র পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় এবং আল্লাহকে ভুলে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়। চিরশত্রু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিজের অজান্তেই ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর উক্ত পথ থেকে অহি-র পথে, অকল্যাণের পথ থেকে কল্যাণের পথে, অন্যায়ের পথ থেকে ন্যায়ের পথে, অসত্যের পথ থেকে সত্যের পথে পরিচালনার জন্যই আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ‘আমরা প্রত্যেক কওমের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই জন্য যে, তারা যেন বলে তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূতকে বর্জন কর’ *(নাহল ১৬/৩৬)*। পৃথিবীতে নবী-রাসূলগণের আগমনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল আল্লাহ্র বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। দুনিয়াবী ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, বিত্ত-বৈভব, ক্ষমতা দখল ইত্যাদি তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের মাধ্যমে নবুওয়তের ধারা সমাপ্ত হয়েছে। ফলে এ দায়িত্ব পড়েছে উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর। মহানবী (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম এবং তৎপরবর্তী একদল হক্বপন্থী কাফেলা পৃথিবীব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনকে উৎসর্গ করে আসছেন। বাংলার পথ ভোলা যুবসমাজের কাছে ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার জন্যই মূলতঃ ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর আগমন। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় **‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’**-এর অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠাকাল

পৃথিবীর বুকে কাল পরিক্রমায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন আহলেহাদীছগণ। নির্ভীকচিত্তে দৃঢ় পদক্ষেপে অহি-র বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় এবং উহার গর্বিত মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় তারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের রূপকার সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ, এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী এবং বাঁশের কেল্লা ইতিহাসের জনক সৈয়দ নেছার আলী তিতুমীর প্রমুখ তার জ্বলন্ত সাক্ষী। অতঃপর এ ঐতিহাসিক সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে শুরু করেছিল এবং মানুষের মধ্যে এ ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে, ছালাতে পায়ে পা মিলানো, রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা, বুকের উপর হাত বাঁধা ও সরবে আমীন বলাই তাদের কাজ। অন্যদের ধারণা ছিল ইসলাম কেবল ফাযায়েলে আমল ও চিল্লার মধ্যেই বন্দী। কারো বিশ্বাস দরগা, খানকা পীর ও বাবার মাযারে ওরস করা, মীলাদ, শবেবরাত ইত্যাদি পালনের মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ। কেউ ইক্বামতে দ্বীনের নামে ব্যালট না হয় বুলেটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি শিরকী মতবাদের মধ্যে কেউ কেউ ছুটাছুটি করছিল। স্কুল, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ও যুবক ছাত্ররা এসব বাতিল ফের্কাবন্দীর লোভনীয় শিকারে পরিণত হয়েছিল। এভাবে মুসলিম জাতি শিরক ও বিদ‘আতের হিংস্র থাবা ও মরণ ফাঁদে পড়ে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল। মানুষ সুন্নাতকে বিদ‘আত এবং বিদ‘আতকে সুন্নাত মনে করছিল। আহলেহাদীছ ছাত্র ও তরুণ সমাজও এসবের বাইরে ছিল না। একদিকে ধর্মীয় দুরবস্থা, অন্যদিকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক বিপর্যয়। এভাবে সর্বদিক দিয়ে মানুষ ছিল মস্তিষ্কপ্রসূত মতবাদের বিষবাষ্পে নিষ্পিষ্ট। ঠিক সেই মুহূর্তে যুবসমাজকে তাওহীদ ও সুন্নাতের পথে পরিচালনার নেক নিয়তে এবং ইসলামের মূল আদর্শ তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন মেধাবী ছাত্র, ত্যাগের আদর্শ, প্রাণোচ্ছল যুবক বর্তমানে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১৯৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী মুতাবিক ২৬ ছফর ১৩৯৮ হিঃ রবিবার প্রতিষ্ঠা করেন হক্বের অতন্দ্রপ্রহরী, বাতিলের ভিত কাঁপানো মারণাস্ত্র, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে খড়গ, মাযহাবীদের অন্তর্জ্বালা ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’। নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এ যুবকাফেলা হক্বের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় শত-সহস্র বাধা পদপিষ্ট করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে তাবলীগী প্রতারণা, কবরপূজারীদের হামলা, মা‘রেফতী শয়তানী, বিদ‘আতী রাজনীতি ও বিজাতীয় মতবাদকে তারা কখনো তোয়াক্কা করেনি। সর্বদা হক্বের পথে দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় অটল ও অবিচল থেকেছে তার দিগ্বিজয়ী আদর্শের পতাকাতলে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

প্রত্যেক সংগঠনের একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। যার মাধ্যমে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ’ল, ‘নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য’।

মানুষের জীবনে আক্বীদাগত ও আমলগত দু’টি প্রধান দিক রয়েছে। এর মধ্যে আক্বীদা বা বিশ্বাসের জগতই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালিত হয়। তাই আগে আক্বীদা সংশোধন করতে হবে। তাহ’লে আমল তদানুযায়ী সংশোধিত হবে। আক্বীদা ও আমল সংশোধনের মাধ্যমে সার্বিক জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিধান অনুসরণের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব। অতঃপর এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে তাওহীদ। সকল নবীই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য মানব জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। ‘যুবসংঘ’-এর কর্মীরা সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে থাকে। তাই ‘যুবসংঘ’ নবী-রাসূলের তরীকায় আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহভীতি মানুষ তৈরীর এক অনন্য প্লাটফরম।

ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ‘যুবসংঘ’-এর অবদান :

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর চারদফা কর্মসূচী রয়েছে। ১. তাবলীগ বা প্রচার ২. তানযীম বা সংগঠন ৩. তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ ৪. তাজদীদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কার। ইসলাম একটি কল্যাণময় ও প্রচারভিত্তিক জীবনব্যবস্থা। তাই ‘যুবসংঘ’ কল্যাণমুখী পরিবার ও

সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ইসলামের বাস্তব ও প্রকৃত রূপ বাংলাদেশসহ পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিতে তাবলীগ বা প্রচারকে প্রথম কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করেছে।

প্রচারেই প্রসার। বেশী বেশী প্রচারের মাধ্যমে কোন আদর্শ সমাজে প্রস্ফুটিত হয়। তাই কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক প্রচার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, উপযুক্ত প্রচার না থাকায় ইসলামের মূল আদর্শ সমাজ থেকে আজ বিদায় নিতে চলেছে এবং বাতিল হক্বের স্থান দখল করে নিচ্ছে। যা যুবকদেরকে ক্ষতির দারপ্রান্তে উপনীত করছে। সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চাই উপযুক্ত প্রচার। ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাই প্রতিটি মুসলিমের আত্মনিয়োগ করা ঈমানী দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, যাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। অন্যত্র বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হবে সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইসলামের প্রচার ও প্রসারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে নির্দেশ প্রদান করেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমার পক্ষ হতে একটি কথা হলেও তা পৌঁছে দাও এবং বনী ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা কর, তাতে কোন দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়'।[১৮] আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে যুবক ও তরুণদের মাঝে এ কাজটিই নিরবচ্ছিন্নভাবে করে চলেছে হক্বের অতন্দ্রপ্রহরী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'। তাবলীগ বা প্রচারের ব্যাপারে 'যুবসংঘ'-এর বক্তব্য হ'ল, 'তরুণ ছাত্র বা যুবসমাজের নিকট তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। তাদেরকে যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত এবং তাক্বলীদী ফির্কাবন্দী হতে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও খোলা মনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজের জীবন ও পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করা। তাদেরকে সঠিক ইসলামী জ্ঞানার্জন এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে উহার পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা'।[১৯] দাওয়াতের পদ্ধতি ও গতি সম্প্রসারণের জন্য 'যুবসংঘ' যে কর্মসূচী ও করণীয় নির্ধারণ করেছে তা নিম্নরূপ :

(ক) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সম্প্রীতি স্থাপন :

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এবং দাওয়াতী কাজে এটিই হল সর্বোত্তম পন্থা। ভূমি তৈরী না করে বীজ ফেললে যেমন ভাল চারা গজায় না, তেমনি বন্ধু সৃষ্টি না করে আন্দোলনের দাওয়াত দিলে তাতে কোন ফল হয় না। তাই একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিঃশর্তভাবে বন্ধু নির্বাচন করে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা স্থাপন করতঃ দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। এদিকেই ইঙ্গিত দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِى الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِى ظِلِّى يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّى.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন বলবেন, আমার সুমহান মর্যাদার কারণে যারা পরস্পর ভালবাসা স্থাপন করেছে, তারা আজ কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার সুশীতল ছায়ার নীচে স্থান দিব, যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না'।[২০] এছাড়া ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে বিশেষ গুণসম্পন্ন বন্ধু নির্বাচন করতে হবে। মহল্লা, গ্রাম, ছাত্রাবাস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরের ছাত্র ও তরুণদের মাঝে দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে হবে এবং মেধাবী, চরিত্রবান, কর্মঠ ও নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন বন্ধু টার্গেট করে এগিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে উত্তম বন্ধু নির্বাচনের গুরুত্ব নিম্নের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً.

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে কস্তূরী বিক্রেতা ও কামারের হাঁপরে ফুঁকদানকারীর ন্যায়। কস্তূরী বিক্রেতা হয়ত এমনিতেই তোমাকে কিছু দিবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিনে নিবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে সুঘ্রাণ অবশ্যই পাবে। আর কামারের হাঁপরের ফুলকি তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পুড়িয়ে দিবে অথবা তার নিকট থেকে তুমি দুর্গন্ধ অবশ্যই পাবে'।[২১] উল্লেখ্য যে, গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতী কার্যক্রম এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। 'আম জনসাধারণের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে খোলামেলা সাক্ষাৎ করতঃ পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে একটি সাধারণ ভাব সৃষ্টি করা যায়। এটি দাওয়াতী কাজে বিশেষ সহায়তা দান করবে এবং জনমনে নির্ভেজাল ইসলাম সম্পর্কে জানবার ও বুঝবার কৌতূহল জাগ্রত হবে। ফলে আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে এবং দাওয়াত কার্যকর হবে ইনশাআল্লাহ।[২২]

(খ) প্রতিদিন বাদ এশা মহল্লার মসজিদে ব্যাখ্যাসহ কুরআন ও হাদীছ শুনানো :

ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে আহলেহাদীছ যুবসংঘের এটি একটি স্থায়ী প্রোগ্রাম। এর মাধ্যমে 'যুবসংঘ' আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অমীয় বাণীসমূহকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এনে দিতে চাই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ, একটি কথা বা আয়াত জানা থাকলেও তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।[২৩] ফলশ্রুতিতে প্রতিনিয়ত মানুষ ইসলামের সঠিক বিধি-বিধান জানতে পারবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে পারবে। আল্লাহ্র কালাম ও নবী (ছাঃ)-এর হাদীছের বরকতে সমাজে নতুন জাগরণের আবহ সৃষ্টি হবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَىُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتِ الدَّائِمُ .

মাসরূক্ব (রাঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট কোন্ আমল সর্বাধিক প্রিয় ছিল? তিনি উত্তরে বললেন, যে আমল নিয়মিত সম্পাদন করা হয়।[২৪]

---

১৮. বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৮, ২/৩ পৃঃ 'ইলম' অধ্যায় ।

১৯. 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কর্মপদ্ধতি, পৃঃ ১।

২০. মুসলিম হা/৬৭১৩; মিশকাত হা/ ৫০০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৮৭, ৯/১৪৪ পৃঃ 'আদব' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র সাথে এবং আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা' অনুচ্ছেদ।

২১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০১০, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৯১, ৯/১৪৫ পৃঃ।

২২. কর্মপদ্ধতি পৃঃ ২।

২৩. বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮।

২৪. বুখারী হা/১১৩২ ও ৬৪৬১; মিশকাত হা/১২০৭, 'ছালাত' অধ্যায়, 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৩৯, ৩/১০৯ পৃঃ।

(গ) তাবলীগী সফরে বের হওয়া :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী টীম প্রেরণ করতেন। তিনি নিজেও ১০ম নববী বর্ষের শাওয়াল মাস মুতাবিক ৬১৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের শেষ কিংবা জুন মাসের শুরুতে প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে বিশ্বস্ত গোলাম যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে ৬০ মাইল দূরে স্রেফ দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তায়েফ অভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি বিভিন্ন গোত্রের নিকট দাওয়াত দেন। অবশেষে তথায় পৌঁছে দাওয়াত দিলে তারা তাঁকে চরমভাবে নিরাশ করেছিল। এমনকি তারা তাঁর পিছনে তরুণদের লেলিয়ে দেয়, যারা তাঁকে মারপিট করে রক্তাক্ত অবস্থায় তাড়িয়ে দেয় এবং তিন মাইল দূরে এক আঙ্গুর বাগানে এসে তিনি আশ্রয় নেন। এখানে বসেই তিনি তায়েফবাসীর হেদায়াতের জন্য প্রসিদ্ধ দো'আটি করেন।[২৫] অনুরূপভাবে ছাহাবীগণও জান-মাল বাজি রেখে দ্বীনে হক্বের তাবলীগে বের হতেন। অনেকেই বিরোধী পক্ষের হাতে শহীদ হয়ে যেতেন। তবুও দ্বীন প্রচারের মহান দায়িত্ব পালন করা হতে তাঁরা বিন্দুমাত্র পিছপা হতেন না। সুতরাং জান-মাল নিয়ে আল্লাহ্র ওয়াস্তে দ্বীনের প্রচারে বের হওয়ার পর মনের মধ্যে যে ত্যাগের অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তা ছাহাবায়ে কেরামের অতুলনীয় ত্যাগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। **'যুবসংঘ'** তাই একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরামের তরীকায় দ্বীন প্রচারের জন্য এ কাজ যথাসাধ্য চালিয়ে যাচ্ছে। তবে দ্বীনের তাবলীগে বের হয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর বক্তব্য রাখার জন্য 'যুবসংঘ' দাঈদের প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

(১) নির্ভেজাল তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বের প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান : তাওহীদে রুবূবিয়াত বা সৃষ্টি ও পালনে একত্ব, তাওহীদে আসমা ওয়াছ-ছিফাত বা নাম ও গুণাবলীর একত্ব এবং তাওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়াত তথা ইবাদত বা উপাসনায় একত্ব। সার্বিক জীবনে এই তিন প্রকার তাওহীদকেই গ্রহণ করতে হবে এবং সেভাবেই আল্লাহ্র উপর ঈমান পোষণ করে জীবন গঠন করতে হবে। এর মাধ্যমে 'যুবসংঘ' ইক্বামতে দ্বীনের অপব্যাখ্যা করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলকেই মূল ইবাদত মনে করে না; বরং নবীদের তরীকায় ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

(২) শিরক ও তার পরিণাম : পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পাপ হ'ল শিরক। যার পরিণামে জাহান্নাম অবধারিত হয় ও জান্নাত হারাম হয়ে যায়।[২৬]

(৩) ইত্তেবায়ে সুন্নাত : ইত্তেবায়ে সুন্নাতের মাধ্যমেই কেবল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা গ্রহণ কর এবং যা হতে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ 'জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার ন্যায় আরেকটি বস্তু অর্থাৎ হাদীছ'।[২৭]

(ঘ) সুন্নাত বনাম বিদ'আত ও বিদ'আতের পরিণতি।

(ঙ) ইত্তেবা ও তাক্বলীদ ও তাক্বলীদের কুফল।

(চ) ইসলামই একমাত্র মানব জীবনের সকল সমস্যার সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান।

(ছ) ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি এবং তার প্রয়োজনীয়তা।

(জ) আহলেহাদীছ আন্দোলন : পরিচিতি ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

(ঝ) আজকের যুবসমাজ ও আহলেহাদীছ আন্দোলন, অভিভাবকদের করণীয় এবং যুবচরিত্র গঠনে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা।

(ঞ) জিহাদ ও তার ফযীলত। জিহাদ ও ক্বিতালের মধ্যে পার্থক্য। জিহাদের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা, আত্মঘাতি হামলা নিষিদ্ধ।[২৮]

দাঈদের গুণাবলী :

'যুবসংঘ' ইসলামের নির্ভেজাল বিষয়গুলো তরুণ ও যুবকদের মাঝে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে কতটা তৎপর তা উপরিউক্ত বিষয়গুলোতে উদ্ভাসিত হয়েছে। সাথে সাথে এই সংগঠনের সদস্য, কর্মী ও দায়িত্বশীল ভাইদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, পার্থিব সুনাম, অর্থোপার্জন ও শ্রোতার মনস্তুষ্টি নয়, বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের জন্যই তাদেরকে শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর ভিত্তি করে বক্তৃতা করতে হবে। তবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে তারা যে সব বিষয়ের উপর খেয়াল রাখবেন সে সম্পর্কেও 'যুবসংঘ' পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। যেমন,

১. ব্যবহারে অমায়িক হওয়া : নম্র, ভদ্র ও উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমেই আদর্শ প্রচারিত হয়। নবী ও রাসূলগণ তাদের অমায়িক ব্যবহারের মাধ্যমেই সমাজের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নয়। তাই দ্বীনের দাঈকে রুক্ষ ও কঠোর মেযাজের পরিবর্তে নম্র ও কোমল মেযাজের হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ 'আল্লাহ্র অনুগ্রহেই আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয়ের হয়েছেন। যদি আপনি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হতেন, তাহলে তারা আপনার নিকট হতে দূরে সরে যেত। অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। আর যখন কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তখন আল্লাহ্র প্রতি ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর প্রতি নির্ভরশীলদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ যাকে কোমলতা হতে বঞ্চিত করা হয়, তাকে কল্যাণ হতে বঞ্চিত করা হয়।[২৯]

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ.

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতাকেই ভালবাসেন। আর তিনি কঠোরতা এবং অন্য কিছুর জন্য যা দান করেন না, তা কোমলতার জন্য দান করেন।[৩০]

২. কথা কম বলা : আরবীতে একটা প্রবাদ আছে, المكثار كحاطب الليل 'বাচাল ব্যক্তি রাত্রির অন্ধকারে কাঠ সংগ্রহকারীর ন্যায়'। অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা ব্যক্তি ও সংগঠনের জন্য ক্ষতিকর। তাই 'যুবসংঘ'-এর একজন দাঈ কম কথা বলবেন এবং কথায় অতিরঞ্জন হতে বিরত থাকবেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ.

২৫. আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১২৬, ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ইক্বামতে দ্বীন পথ ও পদ্ধতি, পৃঃ ১৬।

২৬. মায়েদা ৫/৭২; বুখারী হা/২৬৫৪।

২৭. আবুদাঊদ হা/৪৬০৪; মিশকাত হা/১৬৩ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

২৮. কর্মপদ্ধতি পৃঃ ৪-৫।

২৯. মুসলিম হা/৬৭৬৩; মিশকাত হা/৫০৬৯।

৩০. মুসলিম হা/৬৭৬৬; মিশকাত হা/৫০৬৮।

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, লজ্জা ও কম কথা বলা ঈমানের দু'টি শাখা আর অশ্লীল ও অসার কথা বলা মুনাফিকীর দু'টি শাখা।[৩১]

৩. সর্বদা হাসিমুখে থাকা : এটি একজন নিবেদিত প্রাণ দাঈর উত্তম গুণ ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, মুচকি হাসি ও মিষ্টি কথা, আকর্ষণীয় চাহনি মানুষের হৃদয়কে প্রশান্তির পরশে ভরিয়ে দেয়। ফলে এগুণ সম্পন্ন দাঈর মাধ্যমে দ্বীনে হক প্রচার সহজতর হয় এবং সমাজে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

আবদুল্লাহ ইবনুল হারেছ ইবনু জাযই (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে অধিক কাউকে মুচকি হাসি হাসতে দেখিনি।[৩২] অন্য হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমরা তাকে অনুমতি দাও। লোকটি স্বীয় গোত্রের সবচেয়ে দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। যখন সে বসল, তখন নবী (ছাঃ) তার সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করলেন এবং হাসি মুখে কথা বললেন। অতঃপর লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এই লোকটি সম্পর্কে প্রথমে আপনি খারাপ উক্তি করলেন। আবার তার সাথে হাসি মুখে কথা বললেন কেন? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি আমাকে কখনো অশ্লীলভাষী পেয়েছ? ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদায় ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে মন্দ হবে, যার অনিষ্টের কারণে মানুষ তাকে পরিত্যাগ করেছে।[৩৩]

৪. অহেতুক তর্ক পরিহার করা : আল্লাহ্‌র পথের একজন একনিষ্ঠ দাঈর অন্যতম করণীয় হল বৃথা তর্ক, ঝগড়া ও মারামরি এড়িয়ে চলা। কেননা তর্ক ও ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি করে দ্বীনে হক্ব প্রচার সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ্‌র বাণী, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ- الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 'সফলকাম মুমিন তারাই, যারা ছালাতে রত থাকে ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে এবং যারা অসার বাক্যালাপ হতে বিরত থাকে' *(মুমিনূন ২৩/১-৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 'আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করো না। তাহলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন' *(আনফাল ৮/৪৬)*। হাদীছে এসেছে,

৫. দ্বীনী আলাপে ব্যস্ত থাকা : 'যুবসংঘ'-এর একজন দাঈ অহেতুক ক্রিয়াকলাপ, বাজে গল্প এবং এগুলোর আসর থেকে সর্বদা দূরে থাকবেন। এজন্য তিনি সর্বদা ভাল ভাল আলাপ-আলোচনা, কথা-বার্তা ও দ্বীনী আলোচনায় নিজেকে মশগুল রাখবেন। যেমন হাদীছে এসছে,

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعَ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ... وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ.

আবু শুরাইহ আল খুযাই (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার দু'কান নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছে এবং অন্তর তা হিফাযত করে রেখেছে যে,... যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নিরব থাকে।[৩৪]

৬. আলেমদের সম্মান করা এবং অজানা বিষয় দলীলসহ জেনে নেয়া : দ্বীনী ইলমে পারদর্শী হক্বপন্থী আলেমগণকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া এবং অজানা বিষয়গুলো দলীল-প্রমাণসহ জেনে নেয়া একজন ইসলাম প্রচারকারীর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ 'নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি। বরং তারা (দ্বীনী) ইলমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে পূর্ণ অংশ লাভ করল।[৩৫] দলীল প্রমাণসহ জানার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ- بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ 'তোমরা যারা জান না তারা আহলে যিক্‌রের নিকট থেকে শক্ত দলীল সহ জেনে নাও' *(নাহল ১৬/৪৫-৪৫)*।

৭. সবসময় নিজের ত্রুটিগুলোর কথা স্মরণ করা : একজন দাঈ সর্বদা নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইবেন। কেননা সর্বশ্রেষ্ঠ দাঈ মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দৈনিক ১০০ বার তওবা করতেন।[৩৬] হাদীছে এসেছে

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলূল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন কোন বান্দা পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চায়, তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।[৩৭]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِى وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ.

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বান্দাহ যখন আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করে, তখন তিনি খুবই আনন্দিত হন। তোমাদের মধ্যকার সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক, যার বাহন মরুপ্রান্তরে তার নিকট হতে ছুটে পালায় এমতাবস্থায় যে, এর উপর থাকে তার খাদ্য ও পানীয়। এতে সে হতাশ হয়ে একটি গাছের নিকট এসে উহার ছায়ায় শুয়ে পড়ে। সে তার বাহন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ। এই অবস্থায় সে হঠাৎ দেখে বাহন তার নিকট দাঁড়ানো। অতঃপর সে উহার লাগাম ধরে এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রভু। সে ভুল করেছে আনন্দের আতিশয্যে।[৩৮]

৮. বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ করা : আল্লাহভীরু একজন ইসলামের দাঈ তার বড়দের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন এবং ছোটদের আদর, স্নেহ ও সোহাগ করেন। এসম্পর্কে হাদীছে এসেছে, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের অধিকার সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপ করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩৯]

---

৩১. তিরমিযী হা/২০২৭; মিশকাত হা/৪৭৯৬, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৮৭, ৯/৭১ পৃঃ 'আদব' অধ্যায়, 'বক্তৃতা প্রদান ও কবিতা' অনুচ্ছেদ; ।
৩২. তিরমিযী হ/৩৬৪১; মিশকাত হা/৪৭৪৮।
৩৩. মুত্তাফাকু আলাই, মিশকাত হা/৪৭২৯;।
৩৪. ছহীহ বুখারী হা/৬৪৭৬।
৩৫. তিরমিযী হা/২৬৮২; ইবনু হিব্বান হা/৮৮; দারেমী হা/৩৫১; ছহীহুল জামে' হা/৬২৯৭; মিশকাত হা/২১২ 'ইলম' অধ্যায়।
৩৬. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২১৭,৫/৯৭ পৃঃ।
৩৭. মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৩০ 'দো'আসমূহ' অধ্যায়, 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২২২, ৫/১০০ পৃঃ।
৩৮. মুসলিম হা/৭১৩৬; মিশকাত হা/২৩৩২, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২২৪, ৫/১০০।
৩৯. আবুদাউদ হা/৪৯৪৩; মুসনাদে আহাদ হা/৭০৭৩; ইমাম বুখারী (রহঃ), আদাবুল মুফরাদ হা/৩৫৩, ছহীহুল জামে' হা/৬৫৪০।

(ঘ) তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা :

'যুবসংঘ' তরুণ ছাত্র ও যুবসমাজসহ সর্বস্তরের জনগণের নিকট নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাতের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাপ্তাহিক বৈঠক, তাবলীগী সভা, মাসিক তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করে থাকে। ইজতেমাকে সঠিকভাবে সফল করার জন্য সকলে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। এতে পারস্পারিক সাক্ষাৎ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় এবং দ্বীনের প্রচারে অর্থনৈতিক কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় পরস্পরকে ভালবাসে, কোন সমাবেশে উপস্থিত হয়, পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং নিজেদের মাল সম্পদ ব্যয় করে তাদের জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব হয়ে গেছে।[৪০]

এ ছাড়া প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন যেলা ও এলাকা সম্মেলন সহ বিভিন্ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ইজতেমা বা সম্মেলন সমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন। প্রতিটি সম্মেলনে এ সংগঠন ইসলামের বিধি-বিধানসহ দেশের সার্বিক বিষয় উল্লেখপূর্বক কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা পেশ করে আসছে, যা পরবর্তীতে স্মারকলিপি আকারে সরকারের নিকট পেশ করা হয়। এ সমস্ত সম্মেলনে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম ও বিদ্বানগণ বিষয় ভিত্তিক ও তথ্যবহুল আলোচনা পেশ করেন। ফলে বহু পথ ভোলা তরুণ ছাত্র ও সাধারণ মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে সত্য পথে ফিরে আসছে।

(ঙ) সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম :

জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইসলামী শরী'আতে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। জ্ঞানী ও মূর্খ কখনো সমান নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 'আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বোধ সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' *(যুমার ৩৯/৯)*। আল্লাহ আরো বলেন, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ 'আপনি বলুন, অন্ধ ও চক্ষুমান (জ্ঞানী ও মূর্খ) কি সমান? তোমরা কি চিন্তা ভাবনা কর না?' *(আন'আম ৬/৫০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন'।[৪১] তাই দেশের জ্ঞানী মহলের নিকট দ্বীনের সঠিক বিষয় ও সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য **'যুবসংঘ'** সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করে থাকে।

(চ) বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রচার কার্যক্রম :

পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে আসমানী তারবার্তা অবতীর্ণ হয়েছে তা হল পড়ালেখা ও জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত। আল্লাহ পাক বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ – خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ – اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ – الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ – عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 'পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হতে। পড়, তোমার পালনকর্তার নামে, যিনি বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দান করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না' *(আলাক্ব ৯৬/১-৫)*। মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা ঐ দু'টি বস্তু আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। বস্তু দু'টি হল আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত'।[৪২] তাই দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমতঃ কুরআন ও হাদীছ অধ্যয়ন করা। সেই সাথে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান প্রচারে কার্যকরী ও স্থায়ী পদক্ষেপ হিসাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ প্রকাশনার মাধ্যমে দাওয়াত যত দ্রুত সম্প্রসারিত হয়, অন্য কোন মাধ্যমে তা হয় না। তাই 'যুবসংঘ' প্রকাশনার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিচিতি 'ক' ও 'খ', কর্মপদ্ধতি, সিলেবাস, প্রচারপত্র, রামাযান উপলক্ষে তুহফায়ে রামাযান ও আমাদের আহ্বান, বিভিন্ন প্রোগ্রাম উপলক্ষে পোষ্টার ইত্যাদি ছাপানোর কাজ করে আসছে 'যুবসংঘ'। বর্তমানে **'তাওহীদের ডাক'** পত্রিকা প্রতি দুই মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

(ছ) সামষ্টিক পাঠ ও চা চক্রের আয়োজন করা :

সামষ্টিক পাঠের অর্থ হল একটি সুন্দর ও উপযোগী বই উপস্থিত সকলে মিলে পাঠ করা। প্রত্যেকেই দু-এক পৃষ্ঠা করে পড়া এবং পরিচালকের মাধ্যমে সকলের নিকট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পঠিত বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে নেয়া। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল একটি শিক্ষণীয় উপযুক্ত বই বাছাই করা। বিশিষ্ট খ্যাতনামা দার্শনিক ও গণিতবিদ ওমর খৈয়াম বলেন, Here with a loat of bread beneth the bough a flask of wine, a book of verse and thou, Beside my singing in the wilderness and wilderness in Paradise Enow. 'রুটি মদ ফুটিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে কিন্তু বই খানা অনন্ত যৌবনা, যদি তেমন বই হয়'। **'যুবসংঘ'** এ ধরনের সামষ্টিক পাঠ ও চা চক্রের মাধ্যমে ছাত্র ও তরুণদের মাঝে ইসলামের বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে।

উপসংহার :

ইসলামের মূল প্রচারক আল্লাহ তা'আলা নিজে। তিনি বলেন, أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ 'তারা আহ্বান জানায় জাহান্নামের দিকে আর আল্লাহ আহ্বান করেন স্বীয় নির্দেশে জান্নাতের দিকে এবং ক্ষমার দিকে' *(বাক্বারাহ ২/২২১)*। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন নবী-রাসূলগণ। আল্লাহ তাঁর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার বাহন দিয়ে নবী-রাসূলগণকে মানব জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলগণের পরে যারা এই কাজে আত্মনিয়োগ করবে তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ 'যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটি তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের উত্তম হবে'।[৪৩] তাই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য পথভোলা যুবকদের পরিচালনার এবং আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারের ঐকান্তিক কামনা নিয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তার প্রচার ও প্রসারের কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে অসংখ্য যুবক ও তরুণ ছাত্র ভাই ও বোনেরা এ যুবকাফেলায় যুক্ত হয়ে মুক্তির সন্ধান পাচ্ছে। আল্লাহ আমাদেরকে আমৃত্যু এই হক্বের অতন্দ্রপ্রহরী নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী যুবকাফেলায় শামিল থাকার তাওফীক্ব দান করুন আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

৪০. মালেক, মিশকাত হা/৫০১১, 'আদব' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র শানে এবং আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা' অনুচ্ছেদ বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৯২, ৯/১৪৬ পৃঃ।

৪১. মুত্তাফাক আলাইহ, বুখারী হা/৭১, মিশকাত হা/২০০ 'ইলম' অধ্যায়।

৪২. মুয়াত্তা, মিশকাত হা/১৮৬।

৪৩. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৮০।

তাওহীদের ডাক : এক অনন্য পত্রিকা

-অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম

ভূমিকা :

ইসলামের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'তাওহীদ' বা আল্লাহ্র একত্ব, যা কালেমা তুইয়্যিবায় স্পষ্টভাবে বিঘোষিত হয়েছে। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব মা'বুদ নেই। প্রকৃত মুসলিম হতে হলে তাকে তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বকে স্বীকার করতে হবে। আর সর্বক্ষেত্রে তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বের উপর অটল বিশ্বাস রাখতে হবে। এজন্য তাওহীদই দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ ও পৌত্তলিকতার মর্মমূলে কুঠারাঘাত করে। তাই তাওহীদ হ'ল মুসলিম জাতির প্রাণশক্তি। আর তাই তাওহীদের প্রতি আত্মসমর্পণ করা প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক। সকল মুসলিমকে আত্মসমর্পণ করতে হবে, যেভাবে আল্লাহ পাক আত্মসমর্পনের ভাষা শিখিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 'আপনি বলুন! আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সবই জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ জন্য' *(আন'আম ৬/১৬২)*। এই তাওহীদের দিকে আহ্বান করা প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। **'তাওহীদের ডাক'** পত্রিকাটি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যেখানে একজন মুসলিম ব্যক্তির সকল দিক ও বিভাগের সকল সমস্যার সমাধান পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়। এজন্য পত্রিকাটি সর্ব সাধারণের নিকট একটি গ্রহণযোগ্য পত্রিকা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। **'তাওহীদের ডাক'** পত্রিকার বিভিন্ন অংশ বা দিকের মূল্যায়নে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, এটি একটি অনন্য পত্রিকা। এর বিভিন্ন বিষয়ের গুণগত মান সত্যিই অনন্য। এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার সূচনালগ্নের কিছু স্মৃতি স্মরণ না করে পারছি না।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ১ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন'৮৫। সিদ্ধান্ত হল **'তাওহীদের ডাক'** পত্রিকা প্রকাশ করার। যুবসংঘের তখনকার মুহতারাম কেন্দ্রীয় সভাপতির সম্পাদনায় সর্বপ্রথম পত্রিকাটি প্রকাশিত হল। তখন ঐ পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ের ভেতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি স্থান পায় তা হল 'তাওহীদ ও উহার প্রকারভেদ'। তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ব ভালভাবে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ২য় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণ। তখন কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন বর্তমানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তাঁর সেদিনের সেই ওজস্বিনী ভাষণ আজও আমার হৃদয়কে নাড়া দেয়, তাওহীদকে আঁকড়ে ধরে সামনে এগিয়ে চলার জন্য উৎসাহ দেয়। **'তাওহীদের ডাক'** 'ঈদ সংখ্যা' নামে ২য় সংখ্যা বের হয়েছিল। অতঃপর কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবারও প্রকাশ হওয়া শুরু হয়েছে। বর্তমান তা অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ফালিল্লাহিল হামদ। এবার কিছু গুণগত মান মূল্যায়নের দিক উপস্থাপন করা হল।

আক্বীদা :

পত্রিকাটি মূল্যায়নে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি নযর কাড়ে সেটি হল 'আক্বীদা' বিষয়ক আলোচনা। মুসলমানের মূল বিষয় হল আক্বীদা বা বিশ্বাস। আক্বীদা যদি দুর্বল হয় তাহলে আমলও দুর্বল হবে। এজন্য আক্বীদা বিষয়ক জ্ঞান স্পষ্ট হতে হবে। আর এর সর্বপ্রথম জ্ঞান হল তাওহীদ সম্বন্ধে জ্ঞান। তাওহীদ কী? তাওহীদ কাকে বলে? তাওহীদ কত প্রকার ও কী কী? আর এর যথার্থ জ্ঞান সরবরাহ করে **'তাওহীদের ডাক'**। সুতরাং এটা যে একটি অনন্য পত্রিকা, এতে কোন সন্দেহ নেই।

তাবলীগ :

মুসলিম জীবনে দাওয়াতী কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য একান্ত গুরুত্বপূর্ণ হল 'তাবলীগ'। এ বিষয়ে জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 'আপনি আপনার রবের দিকে আহ্বান করুন, আর আপনি অবশ্যই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৭)*। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের পথের পরিচয় দিয়ে বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 'আপনি বলুন! এটাই আমার পথ, যে পথে আমি ও আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করি, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 'হে রাসূল! আপনি তাবলীগ করুন, যা আপনার রবের পক্ষ হতে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। যদি পৌঁছে না দেন, তাহলে আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষের (দুষ্কৃতি) থেকে রক্ষা করবেন' *(মায়েদা ৫/৬৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ 'উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেয়। হতে পারে উপস্থিত ব্যক্তির চেয়ে অনুপস্থিত ব্যক্তি অধিক জ্ঞানী' *(বুখারী হা/৬৭)*। তিনি আরো বলেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً 'একটি আয়াত জানা থাকলেও তা আমার পক্ষ হতে তোমরা পৌঁছে দাও' *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮)*। তাবলীগের এ বিধান সার্বজনীন। সকল নবী-রাসূলের এ দায়িত্ব ছিল। আর 'তাবলীগ' এ পত্রিকায় সংযোজিত হওয়ায় এটি একটি অনন্য ও অসাধারণ পত্রিকা বৈকি!

তানযীম :

'তানযীম' বা সংগঠন ছাড়া অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে মুমিনের যিন্দেগী হবে জামা'আতবদ্ধ যিন্দেগী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 'তোমরা জোটবদ্ধভাবে শক্ত করে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ 'যারা সীসা ঢালা প্রাচীরের মত সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন' *(ছফফ ৬১/৪)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কেউ আমীরের মাঝে অপসন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করলে, সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে লোক জামা'আত (সংগঠন) থেকে এক বিঘত পরিমাণও আলাদা হয়ে যায়, সে জাহেলী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে *(বুখারী হা/৭০৫৪; মুসলিম হা/৪৮৯৬)*। সুতরাং অত্র পত্রিকায় এ বিষয়ের আলোচনা থাকায় পত্রিকাটির গুণগতমান ও প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার কারণে মুসলমানরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের একনিষ্ঠ আন্দোলানের অনুসারী হতে সক্ষম হবে।

তারবিয়াত :

'তারবিয়াত' বা প্রশিক্ষণ ছাড়া মানুষ কোন জিনিস সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে না। কোন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প কিছুই নেই। সুতরাং সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা অপরিহার্য। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত তথা সমস্ত ইবাদতের ক্ষেত্রে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সঠিকভাবে জানা এবং তা হুবহু বাস্তবায়ন করার প্রশিক্ষণ যরূরী। শুধু জানলে বা বুঝলে চলবে না, বরং সেটা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। আবার জানলাম, বুঝলাম এবং অপরের মাঝে পৌঁছালাম, কিন্তু নিজে আমল করলাম না এটাও বড় অপরাধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা নিজেরাই কর না। তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ' *(ছফফ ৬১/২-৩)*। ইহুদীরা ভাল কাজের আদেশ করত, অথচ নিজেরাই তা করত না। আল্লাহ পাক তাদের ধমক দিয়ে বলেছেন, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 'তোমরা কি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ কর, অথচ তোমরা নিজেরাই তা করতে ভুলে যাও? আর তোমরা কিতাব পাঠ করছ, তারপরও কি তোমরা উপলব্ধি করবে না'? *(বাক্বারাহ ২/৪৪)*। সুতরাং ভালভাবে তারবিয়াত গ্রহণ করে সেটা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। **'তাওহীদের ডাক'** পত্রিকা এ ব্যাপারে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তাজদীদে মিল্লাত :

'তাজদীদে মিল্লাত' বা সমাজ সংস্কার খুবই গুরত্বপূর্ণ বিষয়। একটি সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে এর বিকল্প নেই। সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে হলে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী করতে হবে। অন্য কোন তন্ত্র-মন্ত্রের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। এজন্য প্রকৃত হক্বকে প্রচার এবং প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর এ হক্ব পাওয়া যাবে আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র বিধানে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا '(হে রাসূল) আপনি বলুন! হক্ব আসে আপনার প্রভুর পক্ষ হতে। যার ইচ্ছে ঈমান আনবে আর যার ইচ্ছে কুফরী করবে, নিশ্চয়ই আমি যালিমদের জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি' *(কাহফ ১৮/২৯)*। যারা সমাজ সংস্কার করতে চান তারা হক্বের মাধ্যমে সমাজকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবেন। মানুষকে প্রকৃত হক্বের অনুসারী করার জন্য বোঝাবেন। চেষ্টা করবেন এবং সার্বিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করবেন। প্রকৃত মুমিন সেভাবেই নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। **'তাওহীদের ডাক'** পত্রিকা বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক নিবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, এটি একটি যুগোপযোগী ও উন্নত মানের পত্রিকা। এজন্য **'তাওহীদের ডাক'** পত্রিকার গুণগত মান অত্যন্ত উঁচু।

'তাওহীদের ডাক' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ধারক ও বাহকই শুধু নয়, এতে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও স্থান পেয়েছে মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প ও সাক্ষাৎকার প্রভৃতি। বিভিন্ন দেশের মুসলিমের অবস্থা সম্পর্কেও আমরা অনেক তথ্য অবগত হতে পারি। সমস্ত বিষয়াবলীর ভেতর একটি বিষয় সুস্পষ্ট হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আলোচনা। কোনরকম কল্প-কাহিনী অথবা অলিক আলোচনার কোন স্থান নেই। সবচাইতে বড় বিষয় হল, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন ধর্মের অনুসরারী ব্যক্তি কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারও ইতিহাস জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ কিভাবে মানুষকে সঠিক মানুষে রূপান্তরিত করে সেটা সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। সবকিছু বিবেচনায় **'তাওহীদের ডাক'** পত্রিকা বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠার এক মূর্তিমান অগ্নিস্ফুরণ। যার রশ্মিতে বাতিলের বৃথা আস্ফালন বাষ্পাকারে উড়ে যাবে এবং প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। সত্য সমাগত হলে মিথ্যা দূরীভূত হয়। আর মিথ্যা দূরীভূত হওয়ারই বস্তু।

পরিশেষে বলব, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'** পত্রিকা নির্ভীক সত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। যার বিচ্ছুরিত রশ্মি ভূবনকে আলোকিত করে চলেছে। যার শ্লোগান হ'ল, 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। এখানে কোন পীর, পুরোহিত, অলী, দরবেশ, গাউছ, কুতুব অথবা অতি মানবীয় ব্যক্তিত্ব বলে কোন কথা নেই। শুধু অগ্রাধিকার পাবে পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ, যা বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে গেছেন। তিনি বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা এ দু'টি বস্তু আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্র কিতাব (আল-কুরআন) এবং অপরটি তাঁর রাসূলের সুন্নাত (হাদীছ) *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৬১)*। এজন্য আমরা বলি, আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি। **'তাওহীদের ডাক'** পত্রিকা এ ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথা বলতে পারি যে, একবিংশ শতাব্দীর এ ঘুনেধরা পৃথিবীতে **'তাওহীদের ডাক'** এক অনন্য পত্রিকা। এ পত্রিকার মাধ্যমে মানুষ সঠিক পথের সন্ধান লাভ করুক আল্লাহ্র নিকট আমাদের এটাই একমাত্র প্রার্থনা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সিরাতুল মুস্তক্বীমে পরিচালিত করুন। আমীন!!

[লেখক : কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ]

সফল কর্মীর আচরণবিধি

- অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন

ভূমিকা :

পৃথিবীর প্রত্যেকটি বণী আদম সফলতার অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়। এমন কোন মানুষ নেই যে জীবনে সফলতা চায় না। তবে সকলে একই ধরনের সফলতা চায় না। কেউ চায় অর্থের সফলতা, কেউ চায় জ্ঞানের সফলতা। কেউ স্বাস্থ্যের, কেউ আত্ম-মর্যাদার আবার কেউ চায় ক্ষমতার। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ঘোষণায় সফল একমাত্র তারাই, যারা প্রকৃত মুমিন। তিনি বলেন- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 'নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মুমিনরা' *(মুমিনূন ২৩/১)*। একজন ছাত্র যখন সফলতার শীর্ষে পৌঁছে যায়, তখন পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে অনেকগুলো আচরণ। যা তাকে সফলতার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। আর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অনেকগুলো আচরণের কথা বর্ণিত হয়েছে, যার অনুসরণকারীকে সফল কর্মীদের কাতারে পৌঁছে দিতে পারে। নিম্নে কর্মী পরিচিতি ও সফল কর্মীর আচরণবিধি তুলে ধরা হল :

❖ **কর্মীর পরিচয় :**

যিনি কাজ করেন তিনিই কর্মী। নেতা-কর্মী পরস্পর সাক্ষাৎ হলে তাৎক্ষণিকভাবে উভয়ের মাঝে যে চেতনা বা অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তাকে কর্মী বলে। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে কর্মীর ধারাবাহিকতা চলে আসছে এবং এ ধারাবাহিকতা ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলবে। সরকারী-বেসরকারী, ইসলামী-অনৈসলামী, অফিস-আদালত, কল-কারখানা, স্থলপথ, আকাশপথ ও নৌপথ এক কথায় পৃথিবীর সবকিছুই কর্মী দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আচরণবিধি নির্ধারণ করে। যেখানে কর্মীদের মধ্যে ইসলামের সামান্যতম আচরণ লক্ষ্য করাতো দূরের কথা, বরং অনেক আচরণ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এমতাবস্থায় পৃথিবীর সকল মানুষকে ও সকল কর্মক্ষেত্রের কর্মীদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত আদর্শের দিকে আহ্বানকারী আচরণবিধিই মানুষকে মুক্তির সন্ধান দিতে পারে।

১. বিশুদ্ধ নিয়ত :

বীজ যত উন্নত হয়, ফসল তত ভাল হয়। কর্মীর নিয়ত বা সংকল্প যত ভাল ও সুদৃঢ় হবে, তার কর্মফল ততবেশী সাফল্যের আলো দেখবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে, যার জন্য সে নিয়ত করবে। কাজেই যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকেই হবে। আর যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তাহলে তার হিজরত সে দিকেই গণ্য হবে, যে দিকে সে হিজরত করেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)*।

২. গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতির পূর্ণ অনুসরণ :

পৃথিবীর প্রত্যেকটি সেক্টরে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কর্মপন্থা আছে। স্ব স্ব সেক্টরের নীতিমালা অনুসরণ না করলে কখনোই সফল হওয়া সম্ভব নয়। যেমন বর্তমান অত্যাধুনিক আবিষ্কার হল, কম্পিউটার, যোগাযোগ মিডিয়া মোবাইল বা টেলিফোন। প্রত্যেকটির জন্য একটি গঠনতন্ত্র বা সংবিধান আছে। সেটা অনুসরণ না করলে কম্পিউটার open হবে না। একটেল মোবাইলের কোড নম্বর গ্রামীণ মোবাইলে দিলে বা কোড নম্বর বসাতে ভুল করলে কাঙ্খিত ব্যক্তির সাথে আলাপচারিতায় সফল হওয়া যায় না। তেমনিভাবে আমরা মুসলিম, আমাদের সংবিধান পবিত্র কুরআন। এর পূর্ণ অনুসরণ না করলে প্রকৃত মুসলিম হওয়া সম্ভব নয় এবং পরকালীন মুক্তি পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। অতএব একজন কর্মীর একান্ত কর্তব্য হল, সাংগঠনিক গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতি পূর্ণভাবে মেনে চলা। আর এ গঠনতন্ত্রে কর্মীর যে আচরণবিধি বা গুণাবলী রয়েছে তা নিজের মধ্যে বিদ্যমান রাখা।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা :

প্রত্যেকটি ব্যক্তির প্রতিটি কাজের পিছনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন ব্যক্তি কখনো সফল হতে পারে না। একজন পাইলট যেমন ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রী ভর্তি বিমান নিয়ে বিভিন্ন দেশে একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে যাত্রা করে যথাসময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়। অনুরূপভাবে একজন কর্মীকে অবশ্যই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করা কর্মীদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ্র জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া। এ মর্মে আল্লাহ বলেন- قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 'হে নবী (ছাঃ) আপনি বলুন! নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবই জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত' *(আন'আম ৬/১৬২)*।

৪. সময়ের সদ্ব্যবহার :

প্রকৃতপক্ষে 'সময়' হচ্ছে মানুষের জীবনের এমন এক অমূল্য সম্পদ, যার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন সম্পদের সাথে হতে পারে না। মহান আল্লাহ এ সময় সৃষ্টি করে আমাদের জীবনের প্রতিটিক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন। যাতে সময়ের যথাযথ ব্যবহার করে উভয় জীবনে সফলতা লাভ করতে পারে। বলা হয়ে থাকে Time and tide wait for none 'সময় এবং স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না'। অতএব যারা সময়ের সাথে সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে, তারাই সফলতা অর্জন করেছে। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ Dr. Ebrahim Kazim-এর মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য- 'Throughout our lives, Allah has fixed few examinations few hurdles and obstacles to test and judge our real worth and capability to represent him on earth. So that whoever, emerges successful, will enter Allah's party in the Here-after'. 'আল্লাহ তা'আলা আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই কিছু বাধা-বিপত্তি বা পরীক্ষা নির্ধারণ করে রেখেছেন। যাতে পৃথিবীর বুকে তাঁর প্রতি আমাদের প্রকৃত ঈমান বা বিশ্বাসকে যাচাই করে নিতে পারেন। আর যারা এই পরীক্ষা সমূহে সাফল্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, তারাই পরকালীন জীবনে মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হবে'।

ঘড়ির কাঁটার টিক টিক শব্দে ক্রমাগত সেকেন্ড পার হচ্ছে। অতঃপর মিনিট, ঘণ্টা, সপ্তাহ, মাস তারপর বছর। এভাবেই ক্রমে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি জীবনের শেষ ক্রান্তিলগ্নে। আল্লাহ বলেন- وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ 'মহাকালের শপথ। নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত' *(আছর ১০৩/১-২)*। সুতরাং সময় আল্লাহ প্রদত্ত এক মহা মূল্যবান নে'মত, যা ক্বিয়ামতের দিন মানুষের যাবতীয় কৃতকর্মের সাক্ষ্য বহন করবে।

এজন্য এর সর্বোত্তম ব্যবহারে কর্মীকে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকতে হবে। কারণ প্রতিনিয়তই সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে। অতিক্রান্ত সময় আর কখনও কোনদিন ফিরে আসবে না। উদাহরণস্বরূপ, আজকের দিনটিই পরের দিন গতকালে পরিণত হচ্ছে। যদি সময়কে আলোর গতির সাথে তুলনা হয়, তবে প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাযার মাইল গতিবেগ নিয়ে আমরা আমাদের চূড়ান্ত ঠিকানা মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছি। পরীক্ষার্থী ছাত্রটি যদি পরীক্ষার হলের নির্দিষ্ট সময়টুকু অন্য খেয়ালে ব্যয় করে, তাহলে সে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দুনিয়ার এই পরীক্ষাগারে অজানা আয়ুস্কালের অনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মানুষ যদি তার নিজ কর্ম সঠিকভাবে সম্পাদন না করে, তবে সেও চরম ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হবে। ইহকালে সে যেমন কল্যাণ লাভে ব্যর্থ হবে, পরকালেও তেমনি জান্নাত হতে মাহরূম হবে। সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে উৎসাহ বাণী উপহার দিয়েছেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, দু'টি নে'মতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ উদাসীন। আর তা হচ্ছে- স্বাস্থ্য ও অবসর সময় *(বুখারী হা/৬৪১২; ইবনু মাজাহ হা/৪১৭০; মিশকাত হা/৫১৫৫)*। অতএব সময়ের যথাযথ ব্যবহার করা প্রত্যেক কর্মীর একান্ত কর্তব্য, যা একজন সফল কর্মীর আচরণবিধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণাবলী।

৫. নেতার প্রতি আনুগত্য :

নেতৃত্ব-আনুগত্য বা নেতা-কর্মীর সুসম্পর্ক হ'ল, একটি দেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং দেহে চলমান রক্তের ন্যায়। পৃথিবী সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের পশ্চাতে আছে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও তার অধীনস্থ কর্মীদের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার নেতার আনুগত্য কর। যদি কোন ব্যাপারে তোমাদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে বিষয়টিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক। এটাই কল্যাণকর এবং সর্বোত্তম সমাধান' *(নিসা ৪/৫৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর নেতার কথা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা আবশ্যক। চাই তা কারো পসন্দ হোক বা অপসন্দ হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি আল্লাহ্র নাফরমানীর আদেশ দেন। আল্লাহ্র নাফরমানীর আদেশ দেওয়া হলে তা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার অবকাশ নেই *(মুসলিম হা/৪৮৬৯; নাসাঈ হা/৪২০৬)*। অতএব সফল কর্মীর সর্বোত্তম আচরণবিধি হল যথাযথভাবে নেতার আনুগত্য করা।

৬. পরিশ্রমী হওয়া :

সফলতার পশ্চাতে রয়েছে কঠিন পরিশ্রম। পরিশ্রম ছাড়া সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। যে যতবেশী পরিশ্রম করে সে ততবেশী সাফল্যের দিকে এগিয়ে যায়। অতএব কর্মীর একটি উল্লেখযোগ্য আচরণবিধি হল পরিশ্রমী হওয়া ও শ্রমকে হাসিমুখে বরণ করা । মহানবী (ছাঃ) অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। যার ফলে মাত্র ২৩ বছরের ব্যবধানে সাফল্যের চরম শীর্ষে উপনীত হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا- لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا- وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا.

'নিশ্চয়ই আমি আপনার জন্য এমন একটা বিজয় দান করেছি, যা সুস্পষ্ট। যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটি সমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তার নে'মত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ বিজয়' *(ফাতাহ ৪৮/১-৩)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ- وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ- إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

'যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি বেশী বেশী তওবা কবুলকারী' *(নাছর ১১০/১-৩)*।

৭. সর্বদা আল্লাহ্র উপর ভরসা :

একজন কর্মী সকল কাজে আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে। কারণ তার কাজটি শুরু ও শেষ করা আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কর্মীর কিছু আচরণের বর্ণনা দিয়ে বলেন-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

'আল্লাহ্র রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয়ের হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয়ের হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন। কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত নিবেন, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

মহানবী (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের সময় ক্ষমার যে দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। মহানবী (ছাঃ)-এর প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু প্রতিশোধ না নিয়ে উদারচিত্তে ক্ষমা করে দিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে ক্ষমার নযীর স্থাপন করেন। সুতরাং কর্মীর আচরণে ক্ষমার দৃষ্টান্ত থাকা ও সর্বদা আল্লাহ্র উপর ভরসা করা যরূরী।

৮. নিজেকে মডেল হিসাবে দাঁড় করানো :

আদর্শবান কর্মী সমাজ সংস্কারে এক অন্যতম অনুষঙ্গ। যে জাতির সদস্য সংখ্যা যতবেশী আদর্শবান, সে জাতি ততবেশী উন্নত ও মডেল। আর সর্বোত্তম আদর্শ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। কর্মী যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেই আদর্শের মডেল তাকে হতে হবে। যেমন বিশ্ববাসীর জন্য মডেল আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। অতএব ইসলামী আন্দোলনের একজন সফল কর্মীর আচরণবিধি হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অর্থাৎ রাসূলের ছায়া স্বরূপ।

৯. উন্নত চরিত্র :

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার এই ছোট্ট বিশ্বে সবচেয়ে বেশী সংকট দেখা দিয়েছে উন্নত চরিত্রের। ইংরেজিতে একটি কথা আছে-

'When money is lost, nothing is lost
When health is lost, something is lost
When character is lost, everything is lost'

Contents

যে কর্মী চারিত্রিক সংকট দূর করে নৈতিকতার ভিতকে যত বেশী মযবুত করতে পারবে, সে ততবেশী সফলতার দিকে ধাবিত হবে। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনে নৈতিক ও চারিত্রিক ভিত্তি অত্যন্ত সুদৃঢ় হতে হবে। নতুবা রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

১০. নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করা :

নিজে যেমন কর্মী, তেমনি দায়িত্বশীলও। অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত সচেতনতার সাথে পালন করা একজন কর্মীর দায়িত্বশীলতার পরিচয়। যে কর্মী দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, সে সফল হয়। যে দায়িত্ব অলসতা করে, সে সফলতার আলো দেখতে পারে না, বরং সে সংগঠন ও জাতির জন্য বোঝা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন- أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। সুতরাং তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

'হে রাসূল (ছাঃ)! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা প্রচার করুন। যদি না করেন, তবে আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদা ৫/৬৭)*।

১১. কথা ও কাজে মিল থাকা :

কর্মীর আচরণবিধির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আচরণ হল, কথা ও কাজের মিল থাকা। আল্লাহ বলেন-– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্র কাছে খুবই অসন্তোষজনক' *(ছফ্ফ ৬১/২-৩)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৪৩)*।

১২. আদর্শের উপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকা :

আদর্শ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে। অনাদর্শ মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত। আদর্শ-অনাদর্শ, সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার, হক্ব-বাতিল প্রত্যেকটি বিপরীতমুখী। তাই সরল সোজা পথ থেকে কোনভাবেই বিচ্যুত হওয়া যাবে না। শত বাধার পাহাড় যেন মূল আদর্শ থেকে চুল পরিমাণ টলাতে না পারে। তাই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মীদের আচরণ হবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনের ত্যাগপূত আদর্শ। ইমাম ইবনে তাইমিয়া, শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) এবং বাংলার মানচিত্রে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব-এর উপর ২০০৫-২০০৮ পর্যন্ত যে অত্যাচার নির্যাতন ত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ। তাদেরকে বিন্দুমাত্র আদর্শচ্যুত করা যায়নি।

১৩. কাজ করা ও করানো :

নিজে কাজ করার পাশাপাশি অন্যকে দিয়ে কাজ করানোর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সার্বিক কাজকে দু'টি অংশে ভাগ করে একভাগ নিজের অংশে রাখা এবং বাকী অংশ অন্যদের দিয়ে করানো। যেমন সহকর্মী, কর্মচারী, বন্ধু-বান্ধব, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন এমন পর্যায়ে দ্বিতীয়জনকে কাজ দিয়ে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

১৪. পরিকল্পনা মাফিক কাজ করা :

পরিকল্পনা প্রত্যেক সেক্টরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজের সফলতা প্রত্যাশা করা যায় না। আল্লাহ্র ঘোষণা-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের জন্য সে কী প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন' *(হাশর ৫৯/১৮)*।

পরিকল্পনাকে প্রধান তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। যথা : (ক) কী কাজ করা হবে? (খ) কিভাবে করা হবে? (গ) কত সময়ে করা হবে? কর্মী তার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য কী কী করতে চাই, কোন্ কাজ কত সময়ে করতে চাই, সেটা নির্ধারণ করা। যেমন আমরা সময়কে হিসাব করি বছর, মাস, পক্ষ, সপ্তাহ, ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ড ইত্যাদিতে। আর একজন সফল কর্মীও তার কাজকে সময়ের এসব ধাপের সাথে সমন্বিত করে নিবে।

১৫. ক্যালেন্ডারযুক্ত ডাইরি ব্যবহার করা :

কর্মীর জীবন সময়ের সাথে যুক্ত ও বিভক্ত থাকে। সুতরাং তার কাছে ক্যালেন্ডার সংযুক্ত ডাইরি রাখা অত্যন্ত যরূরী। একজন কর্মীর যে যে তারিখে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী থাকবে, তা চিহ্নিত ও লিপিবদ্ধ করে রাখবে। এ ডাইরি কর্মীর প্রতিদিনের কর্মসূচীগুলো স্মরণ করে দিবে। এছাড়া একটি ইয়ার প্লানার ক্যালেন্ডার সামনে টানিয়ে রাখা যেতে পারে। এর মাধ্যমেও উপকৃত হওয়া যায়।

১৬. তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন :

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি বিন্দু থেকেও ছোট। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে বিশ্ব আজ হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। একজন কর্মী বর্তমান সময়ে এ উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে। একজন কৃষক সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করে ভাল ফসল ফলাতে পারছে না। আবার একই অঞ্চলের অন্য একজন কৃষক কম শ্রমে একই পরিমাণ জমিতে কাঙ্খিত ফলন লাভ করছে। কারণ সে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে। কর্মী তার সহকর্মীর নিকট একটি পত্র পাঠাবে। দেশে যে 'ডাক প্রথা' আছে তাতে রাজশাহী থেকে ঢাকা যেতে দ্রুতগামী সার্ভিসে মিনিমাম একদিন লাগবে। সেখানে যদি তার প্রযুক্তির ব্যবহার জানা থাকে, তাহলে সে ১/২ সেকেণ্ডে পত্রটি ই-মেইল করে কাঙ্খিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছাতে পারে। অতএব বর্তমান সময়ের অত্যাধুনিক আবিষ্কার মোবাইল, কম্পিউটার, ফোন, ফ্যাক্স, ল্যাপ্টপ ইত্যাদি ব্যবহারের দক্ষতা থাকলে কর্মী তার কাজে সফলতা দেখতে পারে।

১৭. সহজ-সরল ভাষায় বক্তব্য :

মানুষের মধ্যে যত ভাল আচরণ আছে তন্মধ্যে অন্যতম হল সুন্দর করে কথা বলা। শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ সুভাষী। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ

(ছাঃ) ছিলেন শ্রেষ্ঠ সুভাষী। তিনি সহজ-সরল ভাষায় ও হৃদয়স্পর্শী কথা বলতেন। ছাহাবায়ে কেরামও সুভাষী ছিলেন। সুন্দর কথা দিয়ে তারা বিশ্ব জয় করেছিলেন। যে সব মনীষী বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তারা সবাই সুভাষী কিংবা সুলেখক। এ মর্মে মূসা (আঃ)-কে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলেন,

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى– فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

‘তোমরা দু’জন ফেরাউনের কাছে যাও। নিশ্বয়ই সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। আর তার সাথে কোমলভাবে কথা বলবে। যাতে করে সে উপদেশ গ্রহণ করে কিংবা ভীত হয়ে যায়’ *(ত্বোয়া-হা ২০/৪৩-৪৪)*। আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ‘মানুষের সাথে ভাল ও সুন্দর কথা বল’ *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। অন্যত্র বলেন- فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ‘তাদের সাথে দয়া, সহানুভূতির সাথে কথা বল’ *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৮)*।

১৮. ধৈর্য ধারণ :

কর্মীর অন্যতম আচরণ হল, পাহাড়সম ধৈর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। ব্যক্তি পৃথিবীতে জীবিত অবস্থায় যেখানেই অবস্থান করুক না কেন তাকে ছবর করতেই হবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অহি-র বিধান তথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাবতীয় বাধা উপেক্ষা করে সামনে অগ্রসর হতে ধৈর্যের বিকল্প নেই। যেমন আমাদের নবী (ছাঃ) ছিলেন ধৈর্যের পাহাড়। তিনি সর্বপ্রকার বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতেন। বিপদ, মুছীবত, দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-নির্যাতন, ক্ষুধা-দারিদ্র, অভাব-অনটন, মানুষের দেওয়া জ্বালা-যন্ত্রণা সবই অকাতরে সহ্য করেছেন। কোন কিছুই তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গতে পারেনি। বরং তা কাজের গতিকে আরো বাড়িয়েছিল। এ মর্মে আল্লাহ্র ঘোষণা-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ– وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ– وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ– الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আর যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত বল না, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল, জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ছবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয় তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাব’ *(বাক্বারাহ ২/১৫৩-১৫৬)*।

১৯. বৈধ পন্থায় আয়-ব্যয় সম্পন্ন করা :

হালাল রূযী উপার্জন করা কর্মীর অন্যতম আচরণ। যা খেয়ে মানুষকে বাঁচতে হয় এবং জীবনের সার্বিক খরচ বহন করতে হয়। রিযিক বৈধ পন্থায় আয় করতে হবে। অনুরূপভাবে বৈধ পথে খরচ করতে হবে। অবৈধ পন্থায় আয় করা বৈধ নয়। তেমনি হালাল জীবিকা অপচয় করাও বৈধ নয়। সার্বিক ইবাদত কবুলের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হল হালাল রূযী। হালাল রূযী থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করতে হবে। কোনভাবে কার্পণ্য করা যাবে না। মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ও শ্রমের মাধ্যমে যে অর্থ সম্পদ উপার্জন করে, সেটাকে আল্লাহ তা‘আলা ‘আল্লাহ্র অনুগ্রহ’ বলে অভিহিত করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘অতঃপর ছালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও’ *(জুম‘আ ৬২/১০)*।

২০. জ্ঞানার্জন :

কর্মী যে বয়সেরই হোক না কেন তার জন্য জ্ঞানার্জনের ধারা অব্যহত রাখা অত্যন্ত যরূরী। প্রতিদিনের সময়সূচীতে আদর্শিক শিক্ষা অর্জন করা যায় এমন বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করে জ্ঞানার্জন করা। বিশেষ করে তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ‘আত, ইত্তেবা ও তাক্বলীদ, ইসলাম ও জাহেলিয়াত ইত্যাদি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা অর্জন করা। আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম যে আয়াত অবতীর্ণ করে পবিত্র কুরআনের সূচিনা করেছিলেন তা হল,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ– خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ– اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ– الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ– عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم.

‘পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না’ *(আলাক্ব ৯৬/১-৫)*। এছাড়াও হাদীছে জ্ঞানার্জন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। অতএব কর্মীকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এটি তার প্রধান আচরণ।

২১. সংগ্রামী মনীষীদের ইতিহাস আয়নার মত স্মরণ রাখা :

কর্মীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ আচরণ হল হক্বপন্থীদের অনুসরণ এবং হক্ব প্রতিষ্ঠায় তাদের ইতিহাসকে আয়নার ন্যায় সামনে রাখা। হক্ব ও বাত্বিলের চিরন্তন দ্বন্দ্বে হক্বকে বিজয়ী করতে অদম্য সাহস, দৃঢ় মনোবল ও সীমাহীন ত্যাগের দৃষ্টান্ত একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ্র ঘোষণা وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ‘তোমরা হীনবল হয়োনা, দুঃখিত হয়োনা, বিশ্বাসী হলে তোমরাই শ্রেষ্ঠ’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*। এক্ষেত্রে ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে, তাওহীদের অতন্দ্রপ্রহরী হয়ে যারা শিরক, বিদ‘আত ও কুসংস্কার মুক্ত পৃথিবী গড়তে অগ্রণী ভূমিকা রেখে গেছেন তাদের কথা প্রণিধানযোগ্য। পৃথিবী আজ তাদেরকে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় করে রেখেছে। অনুসরণীয় ব্যক্তিগণ হলেন- আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী, খালিদ বিন ওয়ালীদ, মূসা বিন নুছায়ের, তারিক বিন যিয়াদ, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানীসহ শাহ ইসমাইল শহীদ, নেছার আলী তিতুমীর প্রমুখ।

তাই বলব, পৃথিবী আজ অন্যায়-অশান্তি, হানাহানি, দ্বন্দ-সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ভেদাভেদ, বিবাদ-বিসম্বাদ, যুলুম-শোষণ, নির্যাতন-নিপীড়ন, শিরক-বিদ‘আত, তাক্বলীদের মহামারী, স্বার্থবাদী দ্বান্দ্বিক রাজনীতি, সূদ ভিত্তিক অর্থনীতির বিষমাখা ছোবলে বিধ্বস্ত। এ অবস্থার অবসানের জন্য প্রয়োজন ইসলামী সমাজ বিপ্লব। আর সেই অনিবার্য বিপ্লবের জন্য চাই আল্লাহ্র কাছে সাহায্যপ্রার্থী নিবেদিত প্রাণ একদল সুদক্ষ কর্মীবাহিনী। সফল কর্মীর আচরণবিধির উপর স্বল্পপরিসরে আলোচনা উপস্থাপন করা হল। মহান আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ, হে আল্লাহ! তোমার যমীনে তোমার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র ও যুবসমাজকে ইসলামী আচরণে সমৃদ্ধ করে দাও। তাদেরকে শক্তি, সাহস ও আসমানী সাহায্য দান কর-আমীন। মহান আল্লাহ্র বাণী,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

‘আপনার পূর্বে আমি রাসূলগণকে তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। সুতরাং মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব’ *(রূম ৩০/৪৭)*। *[চলবে]*

[লেখক : আরবী বিভাগ, হামিদপুর আল-হেরা কলেজ, যশোর ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

সমাজ সংস্কারে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর অবদান

-অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

ভূমিকা :

'সংস্কার' শব্দের অর্থ শোধন, মার্জন ও কোন কিছুর দোষত্রুটি দূর করে তাকে উন্নত করা। সমাজ সংস্কার বলতে বুঝায় সমাজের উন্নতির জন্য তার নানা দোষত্রুটি দূর করা। মানব রচিত থিওরি দিয়ে অধঃপতিত সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়, সম্ভব নয় কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছা। বিশ্ব সংস্কারক বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) নবী হওয়ার পূর্বে নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা দিয়ে প্রায় ২৩ বছর সমাজ সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জাহেলী সমাজের পরিবর্তন আনা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। ৪০ বছর বয়সে নবী হওয়ার পর পরবর্তী ২৩ বছরে নবুওয়তের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন করে বিশ্ববাসীকে যে সমাজ উপহার দেন, তার নযীর বিশ্ব ইতিহাসে আর নেই। এ জন্য জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত টমাস কার্লাইল জাহেলিয়াতের অন্ধকারে মহানবী (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজকে 'জ্যোতির্ময় স্ফুলিঙ্গ'-এর সাথে তুলনা করে বলেন- These Arabs the man mohammad (sm) and that on century is not it a spark.

'তাজদীদে মিল্লাত' বা সমাজ সংস্কার একটি কঠিন কাজ। নবীগণ এই কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। অতএব সমাজ সংশোধনের প্রয়াসে তাঁদের রেখে যাওয়া আদর্শকে সামনে নিয়ে আমাদেরকে অহি-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যেতে হবে। উল্লেখ্য যে, সমাজ পরিবর্তনের জন্য নবীদের পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন শর্টকার্ট রাস্তা নেই। সমাজ পরিবর্তনের পথ ব্যালট নয়, আবার বুলেটও নয়। মূলতঃ দাওয়াত ও জিহাদের পথ ধরেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ যুগে সমাজ সংশোধনের বড় হাতিয়ার হ'ল কথা, কলম ও সংগঠন। জিহাদের এ ত্রি-মুখী হাতিয়ার নিয়ে ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী রোজ রবিবার থেকে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সমাজের পুঞ্জিভূত রসম-রেওয়াজ, শিরক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সমাজ সংশোধনে অত্র সংগঠনের উল্লেখযোগ্য কিছু দিক নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।

তাওহীদের প্রতিষ্ঠা :

ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে 'তাওহীদ'। যার তাওহীদ ঠিক তার সব কিছুই ঠিক। যার তাওহীদে গণ্ডগোল তার সব জায়গায় গণ্ডগোল। বিশেষ করে সার্বিক ইবাদত তাওহীদ ভিত্তিক না হলে বান্দার কোন আমল আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ সংগঠন নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রসারে ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমি জিন ও মানুষকে এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে' (*যারিয়াত ৫১/৫৬*)। আর এ জন্য প্রত্যেক নবীর দাওয়াত ছিল তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র এককত্বের দিকে আহ্বান করা। আল্লাহ বলেন- وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 'অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছি এ জন্য যে, তারা নির্দেশ দান করবেন, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং ত্বাগূতকে পরিহার করবে' (*নাহল ১৬/৩৬*)। ত্বাগূতের সাথে যে কুফরী করে সেই প্রকৃত মুসলিম। আর এটাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন- فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا 'যে ত্বাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করবে, সে এমন এক হাতল আঁকড়ে ধরল, যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়' (*বাক্বারাহ ২/২৫৬*)। এমতাবস্থায় তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[44] যারা বিশুদ্ধমনে তাওহীদের স্বীকৃতি দিবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন- أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ 'ক্বিয়ামতের দিন আমার সুপারিশে ধন্য হবে তারাই, যারা একনিষ্ঠচিত্তে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-কে স্বীকার করবে'।[45] নির্ভেজাল মনে তাওহীদকে স্বীকার করা আল্লাহ্‌র আরশের নৈকট্য লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ عَبْدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন বান্দা নির্ভেজাল মনে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলে, তখন তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। এমনকি সে আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যতক্ষণ সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে'।[46]

অতএব বলা যায়, যে ব্যক্তি তাওহীদ ভিত্তিক জীবনযাপন করবে তার চূড়ান্ত ঠিকানা হবে জান্নাত। অতঃপর কোন ত্রুটির কারণে জাহান্নামে গেলেও ত্রুটি অনুযায়ী শাস্তি ভোগের পর জাহান্নাম থেকে মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ দয়ায় মুক্তি পাবে। চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে না। তাওহীদের মানদণ্ডে বান্দার সার্বিক কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করা হবে। তাই নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গোটা মুসলিম বিশ্বকে তাওহীদমুখী তথা জান্নাতমুখী করার জন্য নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। কবির ভাষায়-

'অবসর কোথায়, কোথায় শ্রান্তি
এখনও কাজ রয়েছে বাকি,
তাওহীদ আজ পূর্ণ কিরণ
দিগ-দিগন্তে দেয়নি উঁকি'।

শিরকের নির্মূল :

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ সংগঠন শিরককে নির্মূল করে তাওহীদের বীজ বপন করার জন্য নিরলসভাবে দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছে। শিরকের বিরুদ্ধে সোচ্চার বক্তব্য ও লিখনী অব্যাহত রেখেছে। আর এটিই হচ্ছে আহলেহাদীছের সবচেয়ে বড় নিদর্শন। তারা শিরকের বিরুদ্ধে আপোসহীন তাওহীদপন্থী আর বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোসহীন সুন্নাতপন্থী। এ দেশের মুসলিমরা ওযূ ভঙ্গের কারণ জানে কিন্তু ইসলাম ভঙ্গের কারণ জানে না। তাওহীদ ও শিরকের সম্পর্ক হল ওযূ ও বায়ু নিঃসরণের সম্পর্ক। যদি কেউ শিরক করে তাহলে সে ঈমানের গণ্ডি তথা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'যদি তারা শিরক করে, তাহলে তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে' (*আন'আম ৬/৮৮*)। শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। মুশরিকের জন্য জান্নাত হারাম। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না। এছাড়া যাকে ইচ্ছা তার অন্যান্য পাপ মাফ করে দিবেন' (*নিসা ৪/৪৮*)। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

---

৪৪. মুসলিম হা/১৪৫, 'ঈমান' অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৭।
৪৫. বুখারী হা/৯৯, 'ইলম' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৫৭৪।
৪৬. তিরমিযী হা/৩৫৯০; মিশকাত হা/২৩১৪; ছহীহুল জামে' হা/৫৬৪৮।

وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ‘নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করবে, অবশ্যই আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন। আর তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। সমস্ত যালেমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না’ *(মায়েদা ৫/৭২)*। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, দু’টি জিনিস অপরিহার্য। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! অপরিহার্য দু’টি বিষয় কী? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে মারা গেল, সে জাহান্নামে গেল। আর যে ব্যক্তি শিরকমুক্ত অবস্থায় মারা গেল, সে জান্নাতে গেল।[৪৭] এজন্য ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে শিরকমুক্ত করার জন্য ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাই দেশবাসীর প্রতি আমাদের বিশেষ দাওয়াত হল- আসুন! শিরক ও বিদ‘আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি। আমাদের শ্লোগান ‘শিরক-বিদ‘আতের মূলোৎপাটন, আহলেহাদীছ আন্দোলন’ ও ‘আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি’। সুতরাং আসুন আমরা যাবতীয় শিরকী কর্মকাণ্ড নির্মূলে নির্ভীক হই। উন্নত ললাট একমাত্র আল্লাহ্‌র দরবারে নত করি। কবির ভাষায়-

‘অসত্যের কাছে কভু নত নহে মম শির
ভয়ে শপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর’।

সুন্নাতের প্রতিষ্ঠা :

ইত্তিবায়ে সুন্নাত রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেমের বাস্তব মাপকাঠি। এর প্রতি মহব্বত করা মুসলিম ব্যক্তির ঈমানের একটি অংশ এবং এটাই প্রকৃত ঈমান।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে আমাকে তার সন্তান সন্ততি মাতা-পিতা এবং পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে বেশী ভাল না বাসবে।[৪৮] ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী ইত্যাদি সার্বিক ক্ষেত্রে যার নেতৃত্ব নিরঙ্কুশভাবে মেনে নিতে হবে তিনিই হলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। আল্লাহ বলেন- وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ‘রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা’ *(হাশর ৫৯/৭)*। সুন্নাতের অনুসারীদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ أَبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার সকল উম্মতই জান্নাতে যাবে। তবে যে অসম্মত সে নয়। জিজ্ঞেস করা হ’ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কে অসম্মত? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করে সে জান্নাতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্য হয়েছে সে অসম্মত।[৪৯] ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কর্মীরা রাসূল (ছাঃ)-কে মহব্বত করে এবং তার সুন্নাতকে মহব্বত করে। তাই মহব্বতের দাবীতে তারা মৃত সুন্নাতকে জীবিত করছে। ছোটখাটো বিষয় বলে তারা কখনো রাসূল (ছাঃ)-এর কোন সুন্নাতকে অবজ্ঞা করে না। গোটা মুসলিম জাতিকে সুন্নাতমুখী করার জন্য তারা অব্যাহত গতিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর মৃত সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করাই হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সে জন্য বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন- إِن الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِيْ ‘ইসলাম অল্প সংখ্যক মানুষের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেছিল। অতিসত্তর সেই অবস্থায় আবার ফিরে যাবে। অতএব সুসংবাদ হল সেই অল্প সংখ্যক লোকদের জন্য, যারা আমার পরে ঐ সমস্ত সুন্নাতকে পুনঃসংস্কার করবে যেগুলো লোকেরা ধ্বংস করেছে’।[৫০] অতএব আসুন, জান্নাত পাওয়ার আশায় সুন্নাতের পথ ধরে এগিয়ে যাই।

বিদ‘আতের নির্মূল :

দ্বীনের সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর বস্তু হল বিদ‘আত। যেহেতু বিদ‘আত পুণ্য ও ছাওয়াবের আশায় করা হয়ে থাকে, সেহেতু বিদ‘আতী ব্যক্তি তা ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবতেই পারে না। অথচ অন্যান্য পাপের ব্যাপারে বোধশক্তি ফিরে পেলে এক সময় সে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে। বিদ‘আতী জাহান্নামী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন- كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِيْ النَّارِ ‘প্রত্যেক বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম’।[৫১] বিদ‘আতী অভিশপ্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ‘যে ব্যক্তি কোন বিদ‘আত আবিষ্কার করল অথবা বিদ‘আতীকে সহযোগিতা করল তার উপরে আল্লাহ, ফেরেশতা ও বিশ্ববাসীর পক্ষ থেকে লা‘নত’।[৫২]

অন্যদিকে যারা দ্বীনকে বিকৃত করেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন অভিশাপ করে তাড়িয়ে দিবেন। যেমন তিনি বলেন, سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِى ‘দূর হয়ে যাও দূর হয়ে যাও, যারা আমার পরে আমার দ্বীনকে বিকৃত করেছিলে’ (ক্বিয়ামতের দিন উম্মতদের বাছাই করে নেওয়ার সময় হঠাৎ পর্দা পড়ার কারণে রাসূল (ছাঃ) যখন জানতে পারবেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তারা তাঁর দ্বীনকে বিকৃত করেছিল, তখন তিনি এ কথা বলবেন)।[৫৩] তাই যে ইবাদত ও সাধনা সুন্নাত মোতাবেক হবে না তা-ই গোমরাহী, তা জাহান্নামের ইন্ধন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন- عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ-تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ‘ক্বিয়ামতের দিন কিছু লোক এমন হবে, যারা আমল করে করে ক্লান্ত হয়ে গেছে কিন্তু জ্বলন্ত আগুনে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে’ *(গাশিয়া ৮৮/৩ ও ৪)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন- قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا- الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ‘হে নবী আপনি বলুন! আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে’ *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ‘যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[৫৪]

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন- إِنَّ كُلَّ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَي عَهْدِ رَسُوْلِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَصْحَابِهِ دِيناً لَمْ يَكُوْنِ الْيَوْمَ دِيْناً- ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যেসব বিষয় ‘দ্বীন’ হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমানেও তা দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে না’ *(আল-ইনছাফ, পৃঃ ৩২)*। অতএব বলা যায় যে, এ সংগঠন গোটা জাতিকে বিদ‘আত মুক্ত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে যে দ্বীন ছিল, সেদিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য অবিরতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই সমাজে প্রচলিত মীলাদ-ক্বিয়াম, শবেবরাত, আখেরী মুনাজাত, দলবদ্ধ মুনাজাত, কুলখানী, চেহলাম, বাড়ী বাড়ী কুরআন পড়া, মৃত্যু ব্যক্তির নামে খানার অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিদ‘আতের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ফালিল্লা-হিল হামদ।

---

৪৭. মুসলিম হা/২৭৯; মিশকাত হা/৩৮।
৪৮. বুখারী হা/১৫; মুসলিম হা/১৭৮; মিশকাত হা/৭।
৪৯. বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩।
৫০. আহমাদ হা/৪১৪২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৭৩।
৫১. ইবনু খুযায়মাহ হা/১৭৮৫; ছহীহুল জামে‘ হা/১৩৫৩। সনদ ছহীহ।
৫২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭২৮।
৫৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৫৫৭১।
৫৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/১৪০।

বিশুদ্ধ দলীলের সন্ধান :

ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হয় বিশুদ্ধ দলীলের উপর। যার ইবাদত দলীলের উপর হবে এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হবে সে ইবাদত আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথা তা গ্রহণীয় হবে না। বরং এইরকম আমল যে করবে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আজ সাধারণ মানুষের মাঝে এ জাযবা সৃষ্টি হয়েছে যে, কোন আমল করার পূর্বে এর পিছনে দলীল আছে কি-না তা জানতে হবে। দলীল থাকলে গ্রহণ করে, না থাকলে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ এটাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ- بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ 'অতএব তোমরা যদি না থাক তবে আহলে যিকরের নিকট থেকে স্পষ্ট দলীল সহকারে জেনে নাও' *(নাহল ১৬/৪৩-৪৪)*। ১৬ বছর যাবৎ **'মাসিক আত-তাহরীক'** দলীল ভিত্তিক লেখনী ও ফৎওয়া দানে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জন :

সংগঠনের দাওয়াতী কাজের বরকত হচ্ছে-যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জন করতঃ ছহীহ হাদীছের উপর আমল করা। এ সংগঠন এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহর ঈমান ও আমলের বিভক্তির মূল কারণ হল যঈফ ও জাল হাদীছ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমলই গোটা মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার একমাত্র পথ। যঈফ ও জাল হাদীছ বর্ণনা করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ।

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

হাফছ ইবনে 'আছিম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মিথ্যুক হিসাবে গণ্য হতে মানুষের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে।[৫৫] অন্যত্র এসেছে, مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. সালামা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে এমন কথা বলল, যা আমি বলিনি সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়।[৫৬] জাল হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতকে সাবধান করে দিয়েছেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, একটি আয়াত আমার পক্ষ থেকে হলেও প্রচার কর। আর বনী ইসরাঈলের কাহিনী বর্ণনা কর, তাতে কোন দোষ নেই। তবে সাবধান! যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা বলবে সে যেন তার নিজের স্থান জাহান্নামে করে নেয়'।[৫৭]

অতএব এ সংগঠন প্রত্যেককে যঈফ ও জাল হাদীছ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সতর্ক করে আসছে। সুতরাং দেশবাসীর প্রতি আমাদের দাওয়াত, আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি। বিশেষ করে বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা, যেলা ও আঞ্চলিক সম্মেলন, মাসিক আত-তাহরীক, **'তাওহীদের ডাক'**সহ বিভিন্ন সাহিত্য ও সাময়িকী এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মুসলিম জাতি আজ যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জন করে ছহীহ হাদীছের দিকে ধাবিত হচ্ছে। *ফালিল্লা-হিল হামদ*।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যুবসংঘ :

আমাদের দেশসহ মুসলিম বিশ্ব আজ পশ্চিমা সংস্কৃতি আগ্রাসনের অসহায় শিকার। অসুস্থ সংস্কৃতি আমাদের যুবচরিত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ঈমান, আক্বীদা ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত আঘাত হানছে। জাতির এই দুর্দিনে 'যুবসংঘ' নকীবের ভূমিকা পালন করছে। নির্ভেজাল তাওহীদের প্রশিক্ষণসহ তাক্বওয়াভিত্তিক সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এ সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষা সংস্কার :

ইলমে অহি তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এ শিক্ষা না থাকার কারণে আজ শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের হাতে কলমের পরিবর্তে অস্ত্রের ঝনঝনানী লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ধর্ষণে সেঞ্চুরী করে আনন্দ উৎসব করছে। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ সন্ত্রাসীদের লালনভূমিতে পরিণত হয়েছে, যা জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। এ লজ্জা থেকে বাঁচতে হলে আসমানী শিক্ষার দিকে ফিরে যেতে হবে। ইসলামের প্রথম বাণী -اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত হতে' *(আলাক্ব ৯৬/১-২)*। উক্ত আয়াতদ্বয় প্রমাণ করে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল দু'টি। প্রথমতঃ রবের পরিচয় জানা। দ্বিতীয়তঃ নিজের পরিচয় জানা। এ সংগঠন শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য কী হবে তা জাতির সামনে উন্মুক্ত করেছে। সে লক্ষ্যে দেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক একমুখী শিক্ষানীতি চালু করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছে।

অর্থনৈতিক সংস্কার :

হালাল রুযী ইবাদত কবূলের আবশ্যিক পূর্বশর্ত। অথচ সূদ-ঘুষ-জুয়া-লটারীর মত হারাম জিনিসগুলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির নোংরা হাতিয়ার। যা সর্বযুগে সকল জ্ঞানী মহল কর্তৃক নিন্দিত। অথচ সেই প্রকাশ্য হারামী অর্থ ব্যবস্থাকে বাংলাদেশের মুসলিম সরকার সর্বদা চালু রেখেছে। অথচ স্বতঃসিদ্ধ কথা হ'ল, যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত, সে দেহ কখনো জান্নাতে যাবে না *(তাবারাণী, আল-আওসাত্ব ৬/১১৩ পৃঃ)*। এ চেতনা থেকেই এ সংগঠনের কর্মী, সাধারণ মানুষ এবং সরকারকে হারাম অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করছে। পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতির প্রতিষ্ঠার জন্য সূদ ও দুর্নীতিমুক্ত অর্থব্যবস্থা চালু করার জন্য জোর দাবী জানিয়ে আসছে।

রাজনৈতিক সংস্কার :

অসুস্থ রাজনীতি দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ধোঁকাতন্ত্র হল 'গণতন্ত্র'। যা মাথা গণনা করে কিন্তু মাথায় কী আছে তা বিচার করে না। গণতন্ত্রের বাজারে পুঁটি মাছ আর ইলিশ মাছের দাম সমান। ভি.সি. আর মুচির ভোটের মূল্য সমান। ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসৎ নেতৃত্ব আজ সমাজ জীবনকে বিষময় করে তুলেছে। শান্তিপ্রিয় সৎ নেতৃত্ব সর্বত্র মুখ লুকিয়েছে। এমতাবস্থায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সুস্থ ধারার রাজনীতি ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সর্বত্র দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালুর জন্য জোরালোভাবে প্রচারণা চালাচ্ছে। অপরদিকে এ সংগঠনে সার্বিক তত্ত্বাবধানে নেতৃত্বের গুনাবলী সম্পন্ন একদল ঈমানদার ও যোগ্য কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায় যে, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' একটি অনন্য দাওয়াতী কাফেলার নাম। সমাজ সংস্কারে এ সংগঠনের অবদান অনস্বীকার্য। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিশুদ্ধ করার জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে এ সংগঠন। ফলশ্রুতিতে একদল নিবেদিত প্রাণ, যোগ্যতাসম্পন্ন যিন্দাদিল কর্মী বাহিনী গড়ে উঠেছে। যারা জীবন ও যৌবনের উদ্দমতা অহি-র স্রোত ধারায় উৎসর্গ করছে। মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে তাওহীদ ও সুন্নাতের এই কিশতী তার যাত্রীদেরকে নিয়ে একদিন মনযিলে মকছূদে পৌঁছবে ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এ কিশতির যাত্রী হয়ে জান্নাতপানে এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন! কবির ভাষায়,

'তুমি উঠে এসো,
উঠে এসো
মাঝি মাল্লার দলে,
দেখবে তোমার কিশতি আবার
ভেসেছে সাগর জলে'।

[লেখক : কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

৫৫. মুসলিম হা/৭; মিশকাত হা/১৪৫৬।
৫৬. বুখারী হা/১০৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৪-৩৫।
৫৭. বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।

জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত সমূহ

-বযলুর রহমান

ভূমিকা :

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁরই ইবাদত করার জন্য *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। পাশাপাশি আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত ভোগ করে তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য। অবশ্য আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য অনেক লোভনীয় বস্তুও তৈরী করেছেন। আর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মুমিন বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন পরকালীন কল্যাণের স্থান জান্নাত। তাই জান্নাতে বান্দার জন্য যে সমস্ত নে'মত প্রস্তুত রয়েছে, সে সম্পর্কে সকলের অবগত থাকা উচিত। উল্লেখ্য বাজারে এ মর্মে অসংখ্য বই পাওয়া গেলেও সেগুলোতে মিথ্যা ও কল্পনার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। অথচ জান্নাতের সঠিক ও বিশুদ্ধ বিবরণ পাওয়া যাবে একমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে। আমরা 'জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত সমূহ' শিরোনামে বিশুদ্ধ তথ্যসূত্র থেকে নির্ভরযোগ্য আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ক. সুসজ্জিত সিংহাসন :

জান্নাতীরা স্বর্ণখচিত সবুজ রঙের রেশমী বস্ত্র দ্বারা তৈরী অত্যন্ত আরামদায়ক সিংহাসনে হেলান দিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসবে। সেখানে মহান আল্লাহ তাদের অন্তর থেকে যাবতীয় হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত করে দিবেন। আল্লাহ বলেন, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ 'আমি তাদের অন্তর থেকে হিংসা দূরীভূত করব। তারা সেখানে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসবে' *(হিজর ১৫/৪৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ، بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. 'তারা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে তাদের আসনে বসবে। তাদেরকে ঘুরেফিরে পরিবেশন করানো হবে স্বচ্ছ সুরাপূর্ণ পানপাত্র, যা অতি শুভ্র এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু' *(ছাফফাত ৩৭/৪৪-৪৫)*। সেখানে উন্নত, সুসজ্জিত, সবুজ রঙের দুর্লভ মখমল এবং নরম কার্পেট হবে তাদের বসার স্থান। উৎকৃষ্ট বিছানা ও কারুকার্য খচিত সুন্দর বালিশ থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. 'সেখানে থাকবে সুউচ্চ আসন আর সংরক্ষিত পানপত্র, সারি সারি বালিশ এবং সম্প্রসারিত গালিচাসমূহ' *(গাশিয়াহ ৮৮/১৩-১৬)*। অতঃপর আসন ও বসার বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন, عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ، مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ. '(তারা) জহরত খচিত আসনসমূহের উপর হেলান দিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসবে' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/১৫-১৬)*। তিনি আরো বলেন, مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ 'তারা সবুজ মসনদ এবং অতি বিরল ও উত্তম গালিচার উপর হেলান দিয়ে বসবে' *(আর-রহমান ৫৫/৭৬)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, উক্ত মসনদ বা তকিয়া হবে খুবই উন্নতমানের ও নকশাযুক্ত। এই মসনদ, বিছানা ও বালিশগুলো জান্নাতী বাগিচা ও পুষ্প বীথির উপর থাকবে। এটাই হবে তাদের বিছানা। কোনটা হবে লাল রং-এর, আবার কোনটা হবে হলদে রং-এর এবং কোনটা হবে সবুজ রং-এর। জান্নাতীদের পোশাকও এরূপ মূল্যবান হবে। দুনিয়ায় এমন কোন জিনিস নেই, যার সাথে এগুলোর তুলনা করা যাবে। এটা হবে মখমলের বিছানা ও গদি বিশিষ্ট, যা অত্যন্ত নরম ও খাঁটি।[৫৮] আল্লাহ বলেন, مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ 'তারা পুরু রেশমের আস্তরণযুক্ত বিছানার উপর হেলান দিয়ে বসবে। আর বাগানদ্বয়ের ফল তাদের কাছাকাছি থাকবে' *(আর-রহমান ৫৫/৫৪)*। জান্নাতীরা দীর্ঘ ছায়াময় স্থানে আসন স্থাপন করবে। এমতাবস্থায় তারা স্ত্রীদের সাথে আনন্দে মত্ত থাকবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ 'এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মত্ত থাকবে। তারা ও তাদের স্ত্রী ছায়াময় পরিবেশে একসাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে' *(ইয়াসিন ৩৬/৫৫-৫৬)*। এমনি করে জান্নাতীরা অত্যন্ত আনন্দ ও উপভোগের সাথে সুসজ্জিত সিংহাসনে উপবেশন করবে, যার বিবরণ পবিত্র কুরআনের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

খ. কিশোরদের আপ্যায়ন :

জান্নাতীদের আশেপাশে চির কিশোররা তাদেরকে আনন্দ দেয়ার জন্য সর্বদা ঘোরাফেরা করবে। তারা সর্বদা কিশোরই থাকবে। তাদের বয়সের কোন তারতম্য হবে না। তারা জান্নাতীদের খেদমতে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে। তারা দেখতে এত সুন্দর ও মনঃপূত চেহারার হবে, যেন বিক্ষিপ্ত মণিমুক্তা। মহান আল্লাহ বলেন, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا 'তাদের মাঝে পরিবেশন করবে চির তরুণ বালকেরা। আপনি তাদেরকে দেখলে বিচ্ছুরিত মুক্তা মনে করবেন' *(দাহর ৭৬/১৯; ওয়াক্বি'আহ ৫৬/১৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. 'তাদের মাঝে (খাদ্য ও পানীয়) পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্রে ও স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে' *(দাহর ৭৬/১৫)*। জান্নাতীদের সেবক ধূলাবালিমুক্ত পরিচ্ছন্ন মোতির ন্যায় হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. ' সুরক্ষিত মুক্তার মত কিশোর সেবকেরা তাদের কাছে সর্বদা ঘোরাঘুরি করবে' *(তূর ৫২/২৪)*।

উল্লেখ্য, জান্নাতের এই কিশোর সেবকরা কি শুধুমাত্র মুসলিম কিশোরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ? আবার অমুসলিম অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু মারা গেলে তাদের স্থান কোথায় হবে? তারা কি তাদের অমুসলিম পিতা-মাতার সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে? অথচ শরী'আত আবশ্যক হওয়ার পূর্বেই তারা মারা গেছে। তাদের অবস্থান কোথায় হবে? এর নিরসন নিম্নের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ ذُنُوْبٌ يُعَاقَبُوْنَ بِهَا فَيَدْخُلُوْنَ النَّارَ وَ لَمْ تَكُنْ حَسَنَةٌ يُجَاوِزُوْنَ بِهَا فَيَكُوْنُوْنَ مِنْ مُلُوْكِ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মুশরিকদের বাচ্চা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম এই মর্মে যে, জাহান্নামে প্রবেশের মত তাদের তো কৃত কোন পাপ নেই। আবার জান্নাতের অধিকারী হওয়ার মতও তাদের কোন কৃত ছাওয়াবও নেই। এমতাবস্থায় তাদের কী অবস্থা হবে? উত্তরে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তারা জান্নাতের সেবক হবে।[৫৯]

৫৮. তাফসীর ইবনু কাছীর ৭/৫০৯-৫১০ পৃঃ, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।
৫৯. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৬৮; তাবারাণী কাবীর হা/৬৯৯৩, সনদ হাদীছ।

গ. পানি ও শরাব আপ্যায়ন :

জান্নাতীদেরকে কিশোররা রূপা ও স্ফটিকের মত পাত্রে স্বচ্ছ পানি ও খাঁটি শরাব পরিবেশন করবে। পানি হবে অত্যন্ত সুস্বাদু। শরাব এমন হবে, যা পান করলে শিরপীড়া ও বিকারগ্রস্ত হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ 'সেখানে তারা একে অপরের মধ্যে শরাবের পেয়ালা আদান প্রদান করবে, যাতে কোন অসার কথা কিংবা পাপ নেই' *(তূর ৫২/২৩)*। তিনি আরো বলেন, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. 'তাদের পরিবেশন করা হবে রূপালী পাত্রে আর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ পানপাত্রে। আর রূপালী ও স্ফটিক পাত্রে পরিবেশনকারীরা তা যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণ করবে' *(দাহর ৭৬/১৫-১৬)*। তিনি আরো বলেন,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ.

'মুত্তাক্বীদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার বর্ণনা : তাতে আছে বিশুদ্ধ পানির নহর, স্বাদ পরিবর্তন হয়নি এমন দুধের নহর, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর ও পরিশোধিত মধুর নহর। সেখানে তাদের জন্য আরো আছে সব রকমের ফল-মূল ও তাদের প্রভুর ক্ষমা। (মুত্তাক্বীরা কি) তাদের মত, যারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এবং যাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করতে দেওয়া হবে, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَعِينٍ- لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ. 'পানপাত্র, জগ ও বিশুদ্ধ পানির পেয়ালা নিয়ে, যা পান করলে তাদের মাথা ব্যাথাও হবে না, নেশাও লাগবে না' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/১৮-১৯)*। জান্নাতবাসীদের কাফূরের গন্ধ বিশিষ্ট শরাব পান করানো হবে। যেমন- إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. 'সৎকর্মশীলরা এমন এক পেয়ালা থেকে পান করবে যাতে সুগন্ধিময় কাফূরের মিশ্রণ থাকবে, সেখান থেকেই আল্লাহ্র বান্দারা পান করবে এবং তারাই সেটা তাদের সুবিধামত প্রবাহিত করবে' *(দাহর ৭৬/৫-৬)*।

জান্নাতে শরাব পানের জন্য অসংখ্য নদী থাকবে। তন্মধ্যে কাওছার অন্যতম, যা হবে স্বর্ণ নির্মিত। এর তীরের কঙ্করসমূহ হবে মণি-মুক্তার এবং মাটি হবে মিশক আম্বরের চেয়ে সুগন্ধিময়। যেমন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কাওছার জান্নাতের একটি নদী, যার উভয় তীর স্বর্ণ নির্মিত। তার পানি মণি-মুক্তার উপর প্রবহমান। আর এটি মিশক অপেক্ষা সুগন্ধিময়, মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্টি ও বরফের চেয়ে অধিক শুভ্র'।[৬০]

জান্নাতে সর্বোৎকৃষ্ট পানীয় হ'ল 'তাসনীম' এবং পরিষ্কার শরাব হ'ল 'রাহীক্ব'। উভয় পানীয়ের আপ্যায়নে জান্নাতবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হবে এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করবে। ফলশ্রুতিতে তাদের মুখ থেকে মিশক আম্বরের সুঘ্রাণ বের হবে। মহান আল্লাহ বলেন, يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَّخْتُومٍ، خِتَامُهُ مِسْكٌ وَّفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ، عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. 'তাদেরকে সীলমোহরকৃত সুমধুর পানীয় পান করতে দেওয়া হবে, যা হবে কস্তুরীর ঘ্রাণ। অতএব এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের পানি। এটি জান্নাতের একটি ঝর্ণা, যেখান থেকে আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করবে' *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/২৫-২৮)*।

জান্নাতে রয়েছে অসংখ্য পানির ঝর্ণা। তাদের মধ্যে 'সালসাবিল', 'কাফূর', ও 'তাসনীম' নামে তিনটি ঝর্ণা মর্যাদার দিক দিয়ে সবার শীর্ষে। আমলের তারতম্যের কারণে জান্নাতবাসীদেরকে এর দ্বারা আপ্যায়ন করানো হবে। যা কখনো শেষ হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ '(সেখানে থাকবে) প্রবহমান ঝর্ণা' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৩১)*। তিনি অন্যত্র বলেন, فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ 'বাগান দু'টিতে আছে দু'টি বেগবান ঝর্ণা' *(আর-রহমান ৫৫/৬৬)*। তিনি আরো বলেন, جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا... 'তাদের প্রভুর কাছে তাদের পুরস্কার হল স্থায়ী জান্নাত, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে...' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৮)*।

'সালসাবিল' ঝর্ণার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا- عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. 'সেখানে তাদের পান করতে দেওয়া হবে আদা মিশ্রিত (ঝর্ণার) পানি। জান্নাতের এমন এক ঝর্ণার নাম 'সালসাবিল' *(দাহর ৭৬/১৭-১৮)*।

'কাফূর' ঝর্ণার পানীয় পান করে জান্নাতবাসীরা আত্মতৃপ্তি অনুভব করবে। যে পানিতে সর্বদা কাফূরের সুঘ্রাণ পাওয়া যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا- عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. 'সৎকর্মশীল ব্যক্তিরা পান করবে এমন পানীয়, যার মিশ্রণ হবে কাফূরের। এটা এমন একটি ঝর্ণা, যা থেকে আল্লাহ্র বান্দারা পান করতে থাকবে। আর এই ঝর্ণাকে তারা যেমন খুশি তেমন প্রবাহিত করতে পারবে' *(দাহর ৭৬/৫-৬)*।

জান্নাতীদের আত্মা ও চক্ষুযুগল পরিতৃপ্ত করার জন্য সেখানে সর্বদা ঝর্ণা ও জলপ্রপাত প্রবাহিত হবে। সেখানে মুত্তাক্বীদের জন্য উত্তম পানীয়ের সাথে তাসনীমের স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানি মিশ্রণ করা হবে। যেমন-আল্লাহ তা'আলা বলেন, فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ 'সেখানে রয়েছে প্রবহমান ঝর্ণাসমূহ' *(গাশিয়াহ ৮৮/১২)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تُشَقَّقُ الْاَنْهَارُ بَعْدُ.

হাকীম ইবনে মু'আবিয়া (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতে পানির সাগর, মধুর সাগর, দুধের সাগর এবং শরাবের সাগর রয়েছে। অতঃপর তাদের থেকে আরও অনেক নদী প্রবাহিত হবে।[৬১] সুতরাং উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতে সাধারণত মোট চারটি নহর রয়েছে। যেমন- (১) পানির (২) মধুর (৩) দুধের ও (৪) শরাবের। যা জান্নাতবাসীরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে পান করবে এবং আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর থাকবে। কোন কমতি থাকবে না।

ঘ. পাখির ভূনা গোশত ও মাছের কলিজা :

জান্নাতবাসীদের জন্য থাকবে তাদের পসন্দমত পাখির গোশত। তারা যখন যেভাবে পাখির গোশত খেতে চাইবে, তখন সেভাবে তাদের সামনে এসে যাবে। আল্লাহ বলেন, وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ 'এবং এমন সব পাখির গোশত দেয়া হবে, যা তারা কামনা করবে' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/২১)*। জান্নাতীদেরকে হাউযে কাওছারে উড়ে বেড়ানো পাখির গোশত খেতে দেওয়া হবে। যাতে তারা পূর্ণ আত্মতৃপ্তি অনুভব করবে।

---

৬০. তিরমিযী হা/৩৩৬১; ইবনু মাজাহ হা/৪৩৩৪; দারেমী হা/২৮৩৭, সনদ ছহীহ।

৬১. তিরমিযী হা/২৫৭১; মিশকাত হা/৫৬৫০; সনদ ছহীহ।

সেখানে তাদের সর্বপ্রথম খাদ্য দেওয়া হবে মাছের কলিজা এবং গরুর গোশত। আর সর্বপ্রথম পানীয় হবে 'সালসাবিল' নামক কূপের পানি।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا الْكَوْثَرُ قَالَ ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فِيهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ قَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذِهِ لَنَاعِمَةٌ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا.

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, 'কাওছার' কী? উত্তরে তিনি বললেন, এটা একটা নদী, যা আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দান করবেন। এর পানি দুধ অপেক্ষা শুভ্র হবে ও মধু অপেক্ষা মিষ্টি হবে। আর সেখানে এমন পাখি থাকবে যাদের গর্দান হবে উটের ন্যায়। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, ঐ পাখিরা খুব আনন্দে আছে। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ পাখিগুলোর ভক্ষণকারীরা তাদের চেয়ে আরো আনন্দে রয়েছে।[৬২] অন্য হাদীছে এসেছে, ' জনৈক ইহুদী রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, যেদিন আসমান ও যমীন পরিবর্তন হয়ে যাবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, পুলছিরাতের নিকটবর্তী এক অন্ধকার জায়গায়। অতঃপর সে পুনরায় প্রশ্ন করল, সর্বপ্রথম কে পুলছিরাত অতিক্রম করবে? তিনি বললেন, গরীব মুহাজিরগণ। পাদ্রী আবার জিজ্ঞেস করল, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম তাদের কী খাবার দেওয়া হবে? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মাছের কলিজা। সে আবার বলল, এরপর কী পরিবেশন করা হবে, তিনি বললেন, জান্নাতে পালিত গরুর গোশত। এরপর ইহুদী প্রশ্ন করল, খাদ্য খাওয়ার পর পানীয় হিসাবে কী পরিবেশন করা হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'সালসাবিল' নামক ঝর্ণার পানি। ইহুদী পাদ্রী বলল, আপনি সত্য বলেছেন...।[৬৩]

৬. আয়তনয়না হূর :

জান্নাতবাসী পুরুষদের জন্য ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট মণিমুক্তা সদৃশ, স্পর্শহীনা, ষোড়শী যুবতী, সমবয়স্কা, চিরকুমারী, সচ্চরিত্রা, সুন্দরী হূর ও রমণীরা থাকবে। তারা মোতির মত শুভ্র ও স্বচ্ছ হবে এবং তাদের রং হবে এমন নিখুঁত, যেন তা সংরক্ষিত স্বর্ণালঙ্কার। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَحُورٌ عِينٌ، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ 'আর সেখানে থাকবে ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হূরেরা, তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/২০-২৩)*। তিনি বলেন, فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، عُرُبًا أَتْرَابًا 'তাদেরকে আমরা করেছি কুমারী, সোহাগিণী ও সমবয়সী' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৩৬-৩৭)*। অতঃপর তিনি বলেন, فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ 'এসবের মধ্যে থাকবে উৎকৃষ্ট ও সুন্দরী রমণীরা' *(আর-রহমান ৫৫/৭০)*। حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ 'তাঁবুতে সুরক্ষিত হূরেরা প্রস্তুত থাকবে' *(আর-রহমান ৫৫/৭২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ 'এমনিভাবে আমরা তাদেরকে সুনয়না সুন্দরী স্ত্রীর সাথে বিয়ে দেব' *(আদ-দুখান ৪৪/৫৪; তূর ৫২/২০)*।

জান্নাতের রমণীরা এত পবিত্র ও নিষ্কলুষ যে, ইতিপূর্বে তাকে কোন মানব বা জিন স্পর্শ করেনি, যা শুধু ঐ জান্নাতীদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে। আল্লাহ বলেন, فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. 'এসবের মধ্যে থাকবে আয়তনয়না রমণীরা, যাদেরকে এই জান্নাতীদের আগে কোন মানুষ কিংবা জিন স্পর্শ করেনি। অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ নে'মতকে অস্বীকার করবে? তারা যেন নীলকান্তমণি ও প্রবাল (সদৃশ)' *(আর-রহমান ৫৫/৫৬-৫৮)*।

হূরেরা ডিমের মধ্যকার লুক্কায়িত শুভ্র ঝিল্লী চামড়ার চেয়েও অধিক সুন্দর, নরম ও মোলায়েম হবে। মহান বলেন, وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ 'তাদের পাশে থাকবে সংযতদৃষ্টি, ডাগরচক্ষু বিশিষ্ট রমণীরা। তারা যেন সুরক্ষিত ডিম' *(ছাফ্ফাত ৩৭/৪৮-৪৯)*। তিনি বলেন, وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. 'তাদের নিকট থাকবে আয়তনয়না সমবয়স্কা রমণীরা, বিচার দিবসে তোমাদের জন্য যা প্রতিশ্রুতি করা হয়েছিল' *(ছোয়াদ ৩৮/৫২-৫৩)*। وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا 'এবং সমবয়স্কা নব্য কুমারীবৃন্দ' *(নাবা ৭৮/৩৩)*।

জান্নাতী রমণীরা সব ধরনের প্রকাশ্য দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকবে। যেমন হায়েয, নিফাস প্রভৃতি। অনুরূপ অপ্রকাশ্য দোষ-ত্রুটি রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। যেমন- وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 'সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/২৫)*। জান্নাতী রমণীদের পরিচয় বর্ণনা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

(১) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَتْهُ رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

(১) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন সকাল ও সন্ধ্যা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। আর যদি জান্নাতী নারীদের মধ্যে কোন নারী পৃথিবীতে উঁকি দিত, তাহলে পূর্বে ও পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে সবকিছু উজ্জ্বল হয়ে যেত ও সুঘ্রাণে ভরপুর হয়ে যেত। তাছাড়া হূরের মাথার একটা উড়না পৃথিবীর সকল নে'মত অপেক্ষা মূল্যবান'।[৬৪]

(২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ وُجُوهِهِمْ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا.

(২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা মধুপূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ঝকঝকে হবে। আর দ্বিতীয় দলটির চেহারা হবে আকাশের কোন উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় আলোকজ্জ্বল। আর সেখানে প্রত্যেককে দু'জন করে স্ত্রী দেওয়া হবে। প্রত্যেক স্ত্রী সত্তর জোড়া পোশাক পরিবধান করে থাকবে। বস্ত্রগুলো এমন সূক্ষ্ম হবে যে, বাহির থেকে তাদের পায়ের গোছার মজ্জা দেখা যাবে।[৬৫]

(৩) عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْحُورَ الْعِينَ لَتُغَنِّينَ فِي الْجَنَّةِ يَقُلْنَ نَحْنُ الْحُورُ الْحِسَانُ خُبِئْنَا لِأَزْوَاجٍ كِرَامٍ.

---

৬২. তিরমিযী হা/২৫৪২; মুসনাদে আহমাদ হা/১৩৫০৫; মিশকাত হা/৫৬৪১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫১৪, সনদ ছহীহ।

৬৩. মুসলিম হা/৭৪২; হাকিম হা/৬০৩৯; ইবনু হিব্বান হা/৭৪২২; ইবনু খুযায়মাহ হা/২৩২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩০৬।

৬৪. বুখারী, তিরমিযী হা/১৬৫১; মিশকাত হা/৫৬১৪ 'জান্নাত ও তার অধিবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

৬৫. তিরমিযী হা/২৫৩৫; মিশকাত হা/৫৬৩৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৩৬; ছহীহুল জামে' হা/২৫৬৪, সনদ ছহীহ।

(৩) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতে আকর্ষণীয় ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হূরেরা সুমধুর কণ্ঠে সংগীত পরিবেশন করবে। তারা বলবে, আমরা সুন্দরী, সতী ও সৎচরিত্রের অধিকারিণী হূর। এতদিন আমরা আমাদের সম্মানিত স্বামীদের অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ ছিলাম।[৬৬]

(٤) عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ إِمَّا تَفَاخَرُوا وَإِمَّا تَذَاكَرُوا الرِّجَالُ فِى الْجَنَّةِ أَكْثَرُ أَمِ النِّسَاءُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ أَوَلَمْ يَقُلْ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّتِى تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِى الْجَنَّةِ أَعْزَبُ.

(৪) মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (রহঃ) বলেন, গৌরব হিসাবে বা আলোচনার বস্তু হিসাবে এই তর্ক-বিতর্ক হয় যে, জান্নাতে পুরুষের সংখ্যা বেশী হবে, না নারীদের সংখ্যা বেশী হবে? তখন আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আবুল কাসেম (ছাঃ) কি বলেননি, প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তারা চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হবে। তাদের পরবর্তী দলটি হবে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়। তাদের প্রত্যেকেরই এমন দু'টি করে স্ত্রী হবে, যাদের পদনালীর মজ্জা গোশত ভেদ করে দৃষ্টিগোচর হবে। আর জান্নাতে কেউই স্ত্রীবিহীন থাকবে না।[৬৭]

চ. শান্তির আওয়াজ :

জান্নাতের মধ্যে জান্নাতবাসীরা কোন প্রকার অশ্লীল ও শালীনতাহীন কথা শুনতে পাবে না। কোন আজেবাজে, মিথ্যা, পাপের কথা ও কাজ সেখানে দৃশ্যমান হবে না। তারা চতুর্দিক থেকে শুধু সালাম আর সালাম তথা শান্তি আর শান্তি আওয়াজ শুনতে পাবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا 'সেখানে তারা কোন মিথ্যা ও অসার কথা শুনবে না' *(নাবা ৭৮/৩৫)*। لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً 'সেখানে তারা কোন অবান্তর কথা শ্রবণ করবে না' *(গাশিয়া ৮৮/১১)*। لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا، إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا. 'সেখানে তারা কোন আজেবাজে কথা কিংবা পাপের কথা শুনবে না, শুনবে শুধু 'সালাম সালাম' (শান্তি শান্তি) আওয়াজ' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/২৫-২৬)*। তিনি আরো বলেন, لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا 'জান্নাতে তারা শান্তি ছাড়া কোন অসার বাক্য শ্রবণ করবে না। তাদের জন্য সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় খাদ্য পরিবেশন করা হবে' *(মারিয়াম ১৯/৬২)*। সেখানে তারা পরস্পরের সাক্ষাতে সালাম বিনিময় করবে এবং প্রত্যেক কথার পরিসমাপ্তিতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে। সেখানে তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করবে। যেমন- دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. 'সেখানে তাদের প্রার্থনা হ'ল سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ (সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা) পাঠ করা। আর পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যম হল সালাম এবং তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি ঘটে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (আল-হামদুল্লি-হি রব্বিল 'আলামীন) বাক্য উচ্চারণ করে' *(ইউনুস ১০/১০)*। করুণাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং সকল ডানওয়ালা বা জান্নাতবাসীদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হবে। যেমন- سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ 'পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদের বলা হবে সালাম' *(ইয়াসিন ৩৬/৫৮)*। তিনি আরো বলেন, فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيمٍ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. 'যদি সে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের একজন হয়, তাহ'লে তার জন্য রয়েছে শান্তি, উত্তম জীবিকা আর সুখের বাগান। আর যদি সে ডানপন্থীদের একজন হয়, তাহ'লে তাকে বলা হবে, তোমার জন্য ডানপন্থীদের পক্ষ থেকে সালাম' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৮৮/৯১)*।

ছ. জান্নাতের বৃক্ষসমূহ :

জান্নাতের মধ্যে নয়নাভিরাম সবুজাভ নান্দনিক দৃশ্যের এক অভূতপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টিতে জান্নাতী বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। জান্নাত বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরাজিতে ভরপুর। মৌসুমের ফলের গাছ সেখানে মওজুদ রয়েছে। তবে খেজুর, আঙ্গুর ও ডালিমের গাছ আছে অধিক পরিমাণে। যেমন আল্লাহর বাণী, فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ 'সেখানে ফল-মূল, খেজুর ও ডালিম রয়েছে (অধিক পরিমাণে)' *(আর-রহমান ৫৫/৬৮)*। তিনি আরো বলেন, حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا 'বাগানসমূহ ও নানাবিদ আঙ্গুর' *(নাবা ৭৮/৩২)*। জান্নাতের বৃক্ষসমূহ কন্টকমুক্ত এবং ফলভারে নুয়ে পড়া। সেখানে বৃক্ষসমূহ সর্বদা পত্র-পল্লব, শস্য-শ্যামল, লম্বা ও ঘন হবে। আর তাদের রং হবে সবুজ কালো মিশ্রিত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ذَوَاتَا أَفْنَانٍ 'উভয় জান্নাতে বিভিন্ন ধরনের পল্লববিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ থাকবে' *(আর-রহমান ৫৫/৪৮)*। مُدْهَامَّتَانِ 'সেখানে ঘন সবুজাভ দু'টি উদ্যান থাকবে' *(আর-রহমান ৫৫/৬৪)*।

চিরসবুজ ছায়ানীড়, সুনিবিড় বৃক্ষলতা শোভিত জান্নাতের বৃক্ষসমূহের ছায়া অনেক দীর্ঘ হবে। যে ছায়া দ্রুতগামী উষ্ট্রারোহী একাধারে শত বছর চলার পরও তা সমাপ্ত হবে না। বৃক্ষগুলো হবে কন্টকহীন পরিষ্কার। জান্নাতের তূবা নামক বৃক্ষের ফলের খোসা দিয়ে তাদের জন্য তৈরী করা হবে পরিধেয় বস্ত্র। মহান আল্লাহ বলেন, فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ، وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ،وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ. 'সেখানে আছে কাঁটাহীন কুলগাছ, সারিবদ্ধ কাঁদিওয়ালা কলাগাছ, সম্প্রসারিত ছায়া, প্রস্রবণ পানি আর প্রচুর ফল-মূল ' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/২৭-৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ.

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়ায় কোন অশ্বারোহী শত বছর চলার পর শেষ প্রান্তে পৌছতে সক্ষম হবে। তুমি যদি পড়তে চাও তবে وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ 'সম্প্রসারিত ছায়া' পড়তে পার।[৬৮]

(٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طُوبَى لِمَنْ رَآكَ وَآمَنَ بِكَ قَالَ طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ثُمَّ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَمَا طُوبَى قَالَ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا.

(২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! যে ব্যক্তি আপনাকে দেখেছে এবং আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তার জন্য কি তূবা গাছের সুসংবাদ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখেছে এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তূবা গাছ তার জন্য। অতঃপর তূবা গাছ, অতঃপর তূবা গাছ। অতঃপর তূবা গাছ তার জন্য, যে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান এনেছে কিন্তু আমাকে দেখেনি। লোকটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, তূবা গাছটি কী? তিনি বললেন, তা হল জান্নাতের একটি বৃক্ষ, যার ছায়া

---

৬৬. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০০২; ছহীহুল জামে' ১৬০২; তাবারাণী আওসাত্ব হা/৬৪৯৭, সনদ ছহীহ।

৬৭. মুসলিম হা/৭৩২৫; মুসনাদে আহমাদ হা/৭১৫২; ইবনু হিব্বান হা/৭৪২০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৩৬।

৬৮. বুখারী হা/৩২৫২; মুসলিম হা/৭৩১৪; ইবনু মাজাহ হা/৪৩৩৫; তিরমিযী হা/২৫২৫; মিশকাত হা/৫৬১৫।

হবে একশ' বছর চলার পথের সমান। তার খোসা দিয়ে জান্নাতবাসীদের পরিধেয় বস্ত্র তৈরী করা হবে।[৬৯]

(٣) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ يَنْفَعُنَا بِالأَعْرَابِ وَمَسَائِلِهِمْ أَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ يَوْمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ شَجَرَةً مُؤْذِيَةً وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً تُؤْذِي صَاحِبَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا هِيَ قَالَ السِّدْرُ فَإِنَّ لَهَا شَوْكًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ) يَخْضِدُ اللَّهُ شَوْكَهُ فَيَجْعَلُ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ ثَمَرَةً فَإِنَّهَا تُنْبِتُ ثَمَرًا تُفْتَقُ الثَّمَرَةُ مَعَهَا عَنِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لَوْنًا مَا مِنْهَا لَوْنٌ يُشْبِهُ الآخَرَ.

(৩) আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বলতেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে বেদুইনদের আগমন এবং প্রশ্ন করা আমাদের জন্য খুবই উপকার হত। একদা এক বেদুইন এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এমন একটি গাছের নাম উল্লেখ করেছেন, যা কষ্ট দেয়। আর আমি দেখছি এই গাছটি জান্নাতে তার অধিবাসীদেরকে কষ্ট দিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, সেটা কোন্ গাছ? সে বলল, কুলগাছ। কারণ কুলগাছে কাঁটা আছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ('কন্টকহীন কুলবৃক্ষ') পাঠ করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ গাছের কাঁটা দূর করে দিয়েছেন। তাতে প্রত্যেক কাঁটার জায়গায় অধিক ফল তৈরী করা হবে। আর প্রত্যেক কুলের বাহাত্তর প্রকারের স্বাদ থাকবে, যেগুলোর রং ও স্বাদ হবে পৃথক পৃথক।[৭০]

জান্নাতের বৃক্ষ দুনিয়ার বৃক্ষের ন্যায় হবে না। এগুলো আকৃতিতে অনেক বড় এবং স্বাদে-গন্ধে হবে অতুলনীয়। উক্ত গাছের মূল বা শিকড় সবুজ পান্নার মত। বৃক্ষের শাখার মূল হবে লাল স্বর্ণের। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلاَّ وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ.

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের প্রত্যেকটির গাছের মূল হবে স্বর্ণ নির্মিত'।[৭১]

(٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ نَخْلُ الْجَنَّةِ جُذُوعُهَا زُمُرُّدٌ أَخْضَرُ وَكَرَبُهَا ذَهَبٌ أَحْمَرُ وَسَعَفُهَا كِسْوَةٌ لأَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا مُقَطَّعَاتُهُمْ وَحُلَلُهُمْ وَثَمَرُهَا أَمْثَالُ الْقِلاَلِ أَوِ الدِّلاَءِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ لَيْسَ لَهُ عَجَمٌ.

(৫) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জান্নাতে সবুজ বৃক্ষের শিকড় সবুজ পান্নার হবে। আর তার শাখার মূলগুলো হবে লাল স্বর্ণের। তা দিয়ে জান্নাতীদের পোশাক তৈরী করা হবে। ঐ খেজুর হবে মটকা বা বালতির ন্যায়, যা দুধ থেকেও শুভ্র, মধু থেকেও মিষ্টি, মাখন হতেও নরম। যা কখনো শক্ত হবে না।[৭২]

জান্নাতে খেজুর বৃক্ষ অর্জনের মাধ্যম :

জান্নাতবাসী বলতেই জান্নাতের অফুরন্ত নে'মতরাজি উপভোগকারী। কিন্তু ব্যক্তি তার দুনিয়াবী জীবনের কৃত কর্মের তারতম্যের ফল স্বরূপ জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে। সে হিসাবে যে বৃক্ষের ফল দুধ থেকেও শুভ্র, মধু থেকেও মিষ্টি এবং মাখন হতেও নরম তা পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার বৈকি। সে বৃক্ষ অর্জনের উপায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্মোক্ত বাণীতে বিবৃত হয়েছে।

(١) عَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

(১) জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ (সুবহা-নাল্লাহিল আযীম ওয়াবি হামদিহি) বলবে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করা হবে।[৭৩]

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الَّذِي تَغْرِسُ قُلْتُ غِرَاسًا لِي قَالَ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ يُغْرَسْ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি একটি বৃক্ষ রোপণ করছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি কী রোপণ করছ? উত্তরে আমি বললাম, আমার জন্য একটি বৃক্ষ রোপণ করছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম বৃক্ষ রোপণের কথা বলব না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তুমি বল سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (সুবহা-নাল্লাহি ওয়াল হামদুল্লা-হি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার)। অর্থ : যাবতীয় প্রশংসা পবিত্রময় আল্লাহ্র জন্য, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই আর তিনিই মহান), তবে প্রত্যেক বার পাঠের বিনিময়ে জান্নাতে তোমার জন্য একটি করে বৃক্ষ রোপণ করা হবে।[৭৪]

জ. অগণিত ফল-মূল :

জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য সেখানে সব ধরণের ফল-মূল পর্যাপ্ত পরিমাণে মওজুদ থাকবে। যা কখনো ফুরিয়ে যাবে না এবং নষ্টও হবে না। দুনিয়ার কুলবৃক্ষগুলো কাঁটাযুক্ত এবং কম ফলবিশিষ্ট। পক্ষান্তরে জান্নাতের কুলবৃক্ষগুলো হবে অধিক ফল বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ কন্টকহীন।[৭৫] আর এ বিষয়ে মহান আল্লাহই সর্বজ্ঞ। আর দুনিয়ার সাধারণ ফলের অবস্থা এই যে, মৌসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়। কেননা কোন ফল গ্রীষ্মকালে হয় আবার কোন ফল শীতকালে হয়। আর মৌসুম শেষ হয়ে গেলে ফলের নাম নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক ফল চিরস্থায়ী, চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়।[৭৬] আল্লাহ বলেন, فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ 'সেখানে ফল-মূল, খেজুর ও ডালিম রয়েছে' *(আর-রহমান ৫৫/৬৮)*। وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ 'আমি তাদেরকে তাদের আকাঙ্খা অনুসারে ফল-মূল ও গোশতের যোগান দেব' *(তূর ৫২/২২)*। أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ، فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ '(সেখানে থাকবে) ফল-মূল, আর তারা সম্মানিত হবে সুখের উদ্যানে (জান্নাতে)' *(ছাফ্ফাত ৩৭/৪২-*

---

৬৯. মুসনাদে আহমাদ হা/১১৬৯১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৮৫; ছহীহুল জামে' হা/৩৯১৮, সনদ ছহীহ।

৭০. হাকিম হা/৩৭৭৮; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৭৪২, সনদ ছহীহ।

৭১. তিরমিযী হা/২৫২৪ 'জান্নাতের গাছের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৬৩১; ইবনু হিব্বান হা/৭৪১০, সনদ ছহীহ।

৭২. ইবনু মাসঊদ আল-বাগাভী (৪৩৬-৫১৬ হিঃ), শারহুস সুন্নাহ (আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরূত ১৪০৩ হিঃ/১৯৮৩ খ্রিঃ) হা/৪৩৮৪, 'ফিতান' অধ্যায়; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/৩৭৩৫।

৭৩. তিরমিযী হা/৩৪৬৪-৩৪৬৫; হাকিম হা/১৮৮৮; মিশকাত হা/২৩০৪; ইবনু হিব্বান হা/৮২৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৪; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/২২৩৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৪২৯, সনদ ছহীহ।

৭৪. ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৭; হাকিম হা/১৮৮৭; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৫৪৯, সনদ ছহীহ।

৭৫. তাফসীর ইবনু কাছীর ৭/৫২৫ পৃঃ।

৭৬. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, সঊদী আরব থেকে মুদ্রিত, অনুবাদ : মাওলানা মহিউদ্দীন খান, তফসীরে মাআরেফুল কোরান, ১৩২৬-১৩২৭ পৃঃ।

৪৩)। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. 'মুত্তাক্বীগণ থাকবে ছায়া ও প্রস্রবণের ঝর্ণার মধ্যে, তাদের রুচিসম্মত ফল-মূলের প্রাচুর্যের সমাহারে। সুতরাং তোমরা তোমাদের কর্মের প্রতিফলস্বরূপ আত্মতৃপ্তির সাথে পানাহার কর' *(মুরসালাত ৭৭/৪১-৪৩)*।

জান্নাতের নে'মতরাজি ভোগ করার জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন হবে না। এ ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতার চরমত্ব উন্মুক্ত থাকবে। হীনমন্যতা ও স্বার্থপরতার উপস্থিতিও বিন্দু পরিমাণ থাকবে না। সব সময় নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে জান্নাতী নে'মত সমূহ। দাঁড়িয়ে, বসে, চলন্ত অবস্থায় যখন খুশি তখনই তা খেতে করতে পারবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. 'প্রচুর ফল-মূল, যা কখনো শেষও হবে না, বাধাপ্রাপ্তও হবে না' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৩২-৩৩)*। وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ '(কিশোররা ঘুরে বেড়াবে) এমন সব ফল নিয়ে, যা তারা পসন্দ করবে *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/২০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا 'জান্নাতের (গাছের) ছায়া তাদের উপর নুয়ে থাকবে এবং তার ফল-মূল তাদের নাগালের মধ্যে নীচে ঝুলিয়ে রাখা হবে' *(দাহর ৭৬/১৪)*। قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ 'যার ফলরাশী অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে' *(হা-ক্বাহ ৬৯/২৩)*। মহান আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا... 'মুত্তাক্বীদের নিকটে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিল তার উদাহরণ এইরূপ, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী এবং সদা সর্বদা বিদ্যমান, যারা মুত্তাক্বী এটা তাদের জন্য...' *(রা'দ ১৩/৩৫)*।

রাসূল (ছাঃ)-কে মি'রাজ রজনীতে যখন সিদরাতুল মুনতাহার নিকট নিয়ে যাওয়া হল তখন তিনি দেখলেন যে, نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ 'জান্নাতের ফল হাজার অঞ্চলের মটকার ন্যায় এবং তার পাতাগুলো হাতির কানের মত'।[৭৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি সূর্যগ্রহণের ছালাত আদায় করেন। ছাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ছালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় আপনি সামনে কিছু ধরার জন্য এগিয়ে যেতে দেখলাম। অতঃপর আবার পিছিয়ে আসতে দেখলাম। তিনি বললেন, আমাকে জান্নাত দেখানো হয় আর আমি একটি আঙ্গুরের থোকা ধরতে যাচ্ছিলাম। আমি যদি তা নিয়ে আসতে পারতাম, তাহ'লে দুনিয়া স্থায়ী থাকা পর্যন্ত তোমরা তা থেকে খেতে পারতে।[৭৮]

জান্নাতবাসীদের জন্য সেখানে কাঁদি কাঁদি কলাগাছ থাকবে। যে কলা নিম্ন থেকে উপর পর্যন্ত সাজানো থাকবে। আল্লাহ বলেন, وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ 'সারিবদ্ধ কাঁদিওয়ালা কলাগাছ' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/২৯)*। উল্লেখ্য, উক্ত আয়াতে طَلْحٌ শব্দের অর্থ একটা বিরাট গাছ, যা হিজাযের ভূ-খণ্ডে জন্মে থাকে। এটা কন্টকময় বৃক্ষ। এতে কাঁটা অত্যধিক বেশী থাকে। আর مَنْضُوْدٌ শব্দের অর্থ কাঁদি কাঁদি ফলযুক্ত গাছ। আরবরা এই গাছগুলোর গভীরতা ও মিষ্টি ছায়াকে খুবই পসন্দ করত। বাহ্যিকভাবে এই গাছ দুনিয়ার গাছের মতই হবে, কিন্তু কাঁটার স্থলে হবে মিষ্ট ফল। জাওহারী (রহঃ) বলেছেন, এই গাছটিকে طَلْحٌ ও বলে এবং طَلْعٌ ও বলে। আলী (রাঃ)ও অনুরূপ মন্তব্য করেন। তবে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এটা কুলের গুণবিশিষ্ট হবে। অর্থাৎ ঐ গাছগুলো কন্টকহীন এবং অধিক ফলদানকারী হবে। ইয়ামানবাসী কলাকে طَلْحٌ বলে এবং হিজাযবাসী مَوْزٌ বলে, যা লম্বা ও সম্প্রসারিত ছায়ায় থাকবে।[৭৯]

ঝ. জান্নাতের সুগন্ধি ও খোশবু :

জান্নাত সুগন্ধিময় ও বিচ্ছুরিত খোশবুতে ভরপুর। পৃথিবীর সুগন্ধির সাথে যার তুলনা চলে না। উক্ত সুগন্ধি ও খোশবু এত সুন্দর ও হৃদয় আকৃষ্টকারী হবে, যা বহুদূর থেকে তার গন্ধ পাওয়া যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। যদিও জান্নাতের সুগন্ধ চল্লিশ বছরের দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যায়।[৮০]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যের পিতাকে পিতা বলে দাবী করে, সে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৫০০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকে পাওয়া যায়।[৮১] অন্য হাদীছে এসেছে, জেনেশুনে অন্যকে নিজের পিতা বলে আহ্বানকারী ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম।[৮২] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ৭০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকেও তার সুগন্ধি পাওয়া যাবে।[৮৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন যিম্মী মানুষকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুবাসও পাবে না। যদিও তার সুগন্ধি ৪০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকে পাওয়া যায়।[৮৪] উপরোক্ত হাদীছ সমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, জান্নাতের সুগন্ধি ও খোশবু এত সুন্দর ও সুগন্ধময় যে, ৫০০ বছর, ৭০ বছর, ৪০ বছরের মত দূরবর্তী স্থান থেকেও তার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এত নে'মত সম্ভারে ভরপুর সুগন্ধময় জান্নাত দান করুন। আমীন!! *[ক্রমশঃ]*

---

৭৭. বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/৪২৯; মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৮৬৯; ইবনু হিব্বান হা/৪৮।

৭৮. বুখারী হা/৭৪৮; মুসলিম হা/২১৪৭; নাসাঈ হা/১৪৯৩; মিশকাত হা/১৪৮২; মুসনাদে আহমাদ হা/২৭১১; তাফসীর ইবনু কাছীর ৭/৫২৯ পৃঃ।

৭৯. তাফসীর ইবনু কাছীর ৭/৫২৬ পৃঃ, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব; ইমাম জারীর আত-তাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ), জামি'উল বায়া-ন ফী তা'বীলিল কুরআন, তাহক্বীক্ব : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, (মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২০ হিঃ/২০০০ খ্রিঃ) ২৩/১০৯-১১০ পৃঃ।

৮০. বুখারী হা/৬৯১৪; ইবনু মাজাহ হা/২৬৮৬; ইবনু হিব্বান হা/৭৩৮২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩৫৬; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৫৭।

৮১. ইবনু মাজাহ হা/২৬১১; মুসনাদে আহমাদ হা/৬৮৩৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩০৭; ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৯৮৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৮৮।

৮২. বুখারী হা/৪৩২৬; মুসলিম হা/২২৮; আবুদাঊদ হা/৫১১৩; মিশকাত হা/৩৩১৪।

৮৩. মুসনাদে আহমাদ হা/৬৮৩৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩০৭; ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৯৮৮, সনদ ছহীহ।

৮৪. ইবনু মাজাহ হা/২৬৮৭; তিরমিযী হা/১৪০৩; ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩০০৯, সনদ ছহীহ।

সাক্ষাৎকার

*['আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়া মাদরাসার মাননীয় অধ্যক্ষ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩-এ হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে রাজশাহী থেকে রওয়ানা হন। হজ্জ সফর থেকে ফিরে আসার পর তাঁর স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন **'তাওহীদের ডাক'**-এর সহকারী সম্পাদক বযলুর রহমান]*

তাওহীদের ডাক : মুহতারাম, আপনার হজ্জ সফর কেমন হয়েছে? সফরসঙ্গী কতজন ছিলেন?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : আল-হামদুলিল্লাহ ওয়াছ ছালাতু ওয়াস সালা-মু আলা রাসূলিল্লাহ। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ হজ্জ সফরের উদ্দেশ্যে রাজশাহী থেকে বের হই। সফরসঙ্গী হিসাবে আমরা ছিলাম মূলতঃ পাঁচজন। আমি, আমার আম্মা এবং মুযাফফর বিন মুহসিন, তার আব্বা ও আম্মা। রাজশাহী ট্রেন স্টেশনে গিয়ে রাজশাহী শহর ও তার আশেপাশের কয়েক জনের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সব মিলিয়ে আমরা প্রায় পনের জন রাজশাহী থেকে রওয়ানা হই। ফজরের সময় ঢাকায় পৌঁছায় এবং হাজী ক্যাম্পে ফজরের ছালাত আদায় করি। অতঃপর ২৭ তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যায় জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি।

আমরা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আব্দুল মান্নান পরিচালিত 'আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা'-এর মাধ্যমে গিয়েছিলাম। উক্ত কাফেলায় আমরা মোট ১২১ জন ছিলাম। উল্লেখ্য যে, ২০০৭ সালে প্রথম হজ্জ সফরে গিয়েছিলাম। এটা বলার কারণ হল, সেবারের চেয়ে এবারের হজ্জ সফরের অনুভূতি অনেকটাই ভিন্ন। কারণ জায়গাগুলো ছিল পরিচিত। চলতে, ফিরতে ও ঘুরতে কোন অসুবিধা হয়নি। হজ্জের হুকুম-আহকাম পালন এবং এ বিষয়ে আলোচনা খুব বেশী হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে পরিচয়, সাক্ষাৎ, সাংগঠনিক প্রোগ্রাম ইত্যাদি অনেক বেশি হয়েছে। সব মিলিয়ে আগের চেয়ে এবারের সফর অনেক সুন্দর হয়েছে। ফালিল্লা-হিল হামদ।

তাওহীদের ডাক : সুষ্ঠুভাবে হজ্জ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সঊদী সরকারের আয়োজন, ব্যবস্থপনা ও আতিথেয়তা কেমন ছিল?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : সঊদী সরকার হাজীদের সেবা দানের জন্য খুবই তৎপর। আল-হামদুলিল্লাহ। এ ব্যাপারে সরকারের কোন ঘাটতি ছিল না। জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণের পর থেকে হাজীদের জন্য বিশ্রাম, পানি, ওযূসহ সার্বিক বিষয়ে ব্যবস্থাপনা ছিল প্রশংসনীয়। মক্কা পৌঁছা পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে তাদের আতিথেয়তা ও আপ্যায়ন ছিল নযর কাড়ার মত। এভাবেই মিনা, 'আরাফা, মুযদালিফা, জামারা সর্বত্র সরকারের পক্ষ থেকে সার্বিক ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন সর্বত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে পানির ব্যবস্থা এবং তীব্র গরমের কারণে হাজীদের উপর ঠাণ্ডা পানি এক্সপ্রে করার সুব্যবস্থা। এছাড়া মাত্র ২/৩ দিনের জন্য তাঁবুগুলো এয়ারকান্ডিশন সেট করা, মাত্র একদিনের জন্য সম্পূর্ণ আরাফার মাঠে সুন্দর তাঁবু, পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা সত্যিই মুগ্ধ করেছে। 'আরাফা ও মুজদালিফায় দুই তলা, তিন তলা বিশিষ্ট ওযু, গোসল সহ টয়লেটের ব্যবস্থাও করেছে খুব উন্নত মানের। সঊদী সরকার মসজিদে হারামের চতুর্পার্শ্বে ছালাতের জায়গা বৃদ্ধি করছে এবং সুন্দর করে বিল্ডিং তৈরি করছে যাতে ভবিষ্যতে হাজীদের কোন সমস্যা হবে না। একই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ হাজী সেখানে অবস্থান করলেও প্রাকৃতিক কাজের কোন সমস্যা হয় না। তাদের খাওয়া-দাওয়া ও ছালাতের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে।

যারা সরকারীভাবে হজ্জ করতে যান, মক্কায় পৌঁছার পর খাওয়ার বিষয়টি তাদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। আর যারা বিভিন্ন কাফেলার অধীনে যান তাদেরকে কাফেলার পক্ষ থেকেই রান্না করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। তবে অনেক কাফেলা হোটেলেও ব্যবস্থা করে থাকে। রান্না করা ঝুঁকির কাজ। স্বাভাবিকভাবে রান্না করতে দেয়া হয় না। তবে যারা কষ্ট করে রান্না-বান্না করে তাদের খাওয়াটা অনেক রুচিসম্মত হয়। যে সমস্ত কাফেলার পক্ষ থেকে হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তা অনেক সময় রুচিসম্মত হয় না।

তাওহীদের ডাক : দেশে ও সঊদী আরবে প্রতিষ্ঠিত হাজী ক্যাম্প এবং হজ্জ কাফেলা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দেশে ও বিদেশে যে সমস্ত হজ্জ কাফেলা রয়েছে তারা প্রায়ই বিদ'আতী এবং প্রতারক। হাজীদের সাথে থেকে, 'আরাফা, মুজদালিফা ও মিনায় অবস্থান করে আমরা বুঝতে পেরেছি প্রায় শতকরা আটানব্বই জন মু'আল্লিমই হাজীদের সাথে খারাপ আচরণ করছে। তারা হাজীদেরকে শিরক-বিদ'আত করার জন্য বাধ্য করছে। অনেক মু'য়াল্লিম অসুস্থ হাজীকে মক্কায় হোটেলে রেখে দিচ্ছে। আর মিনা, মুজদালিফা এমনকি 'আরাফার কাজও মু'য়াল্লিমরাই করে দিচ্ছে। অথচ 'আরাফার মাঠে উপস্থিত না হলে হজ্জই হবে না। অন্যদিকে অনেক মু'আল্লিম হাজীদের নিকট থেকে টাকা নিয়ে কুরবানী না করেই বলছে, আমরা আপনার পক্ষ থেকে কুরবানী করে দিয়েছি। আরেকটি বড় প্রতারণা হ'ল, তারা হাজীদেরকে বলছে, কোথাও কোন ভুল হয়ে যেতে পারে তাই সতর্কতা মূলক সকলকে একটি করে দম (কুরবানী) দিতে হবে। অর্থাৎ একটি দুম্বা ক্রয়ের মত টাকা দিতে হবে। এভাবে টাকার নেশায় সন্দেহের উপর শরী'আত বাস্তবায়ন করতে তারা বাধ্য করছে। অথচ সন্দেহের উপর কোন ইবাদতই নেই। এটা কত বড় অন্যায়!

হাজী ক্যাম্পগুলোর কথা আর কী বলব! সবই শিরক-বিদ'আতে পরিপূর্ণ। এবারে হাজী ক্যাম্পে বেশ কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। প্রথমতঃ আমি ক্যাম্পে প্রবেশ করেই আসবাবপত্র বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যাচ্ছি। তখন একজন লোক আমাকে বলছে, আপনার পায়ে চামড়ার স্যান্ডেল কেন? আপনাকে দম দিতে হবে। আমি বললাম, আমার তো হজ্জ-ওমরা চালুই হয়নি? তখন লোকটি বলছে, আপনাকে চপ্পল পরতে হবে। আপনি তো চামড়ার স্যান্ডেল পরে আছেন। আমি বললাম, ইন্না-লিল্লা-হ.. ইহরাম বাঁধার মীক্বাত বা স্থান হল ইয়ালামলাম। যখন বিমান ইয়ালামলামের কাছে পৌঁছবে, তখন ইহরাম বাঁধতে হবে। আমি তখন ইহরাম বাঁধব, যখন বিমানের পক্ষ থেকে মীক্বাতের ঘোষণা করা হবে। সেখান থেকে ওমরা চালু হবে। আর তখন থেকে যদি কোন ভুলত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে দম দিতে হবে। লোকটি চলে গেল।

দ্বিতীয়তঃ একটু পরেই দেখছি, বিমানবন্দরেই 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলে চিৎকার করছে। অথচ হজ্জ-ওমরার কাজই শুরু হয়নি। এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে বিদ'আত মিশ্রিত হচ্ছে। এই হজ্জ কবুল হবে না। কারণ যখন ইবাদতে বিদ'আতের মিশ্রণ হয়, তখন তা কবুল হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিদ'আত পরিহার না করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিদ'আত করল কিংবা বিদ'আতীকে আশ্রয় দিল আল্লাহ ক্বিয়ামতের মাঠে তার নফল ও ফরয কোন ইবাদতই কবুল করবেন না *(মুসলিম হা/৩৮৬৭)*। যারা তালবিয়া পড়াচ্ছে তাদের একজনকে আমি বললাম, আপনারা এখানে কেন তালবিয়া পড়াচ্ছেন? এটাতো হাজী ক্যাম্প। তখন লোকটি উত্তর দিল, ঢাকা হাজী ক্যাম্প শুধু নয়, বাড়ী থেকে ইহরাম বাঁধলেও হবে। কতবড় মূর্খতা।

'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা'-এর অর্থ হল, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হাযির'। মীক্বাতে যাওয়ার আগেই কিভাবে তালবিয়া পড়া যায়? আল্লাহ্‌র কাছে সে কিভাবে হাযির হল? মূলকথা হাজী ক্যাম্পগুলোর অবস্থা খুবই নাজুক, খুবই জটিল। আল্লাহ হেদায়াত দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন!

হজ্জ করার জন্য কাফেলা শর্ত নয়। নিজ অভিজ্ঞতার আলোকেও হজ্জ করতে পারে। কিন্তু প্রায় মানুষ অপরিচিত, অজানা। তাই সফরে একজন আরেকজনের সহযোগিতা ছাড়া চলা দুঃসাধ্য ও কষ্টকর। জেদ্দা, মক্কা, 'আরাফা, মিনা ও মুজদালিফাসহ সবই অপরিচিত জায়গা। প্রায় কোটি মানুষের সমাগম। কে কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে বুঝতে পারে না। কাজেই এ অবস্থায় তারা একজন আরেকজনের উপর আশ্রয়ের জন্য জোরালোভাবে স্বরণাপন্ন হয়ে থাকে। এজন্য মানুষ কাফেলা খুঁজে নিচ্ছে।

তাওহীদের ডাক : হজ্জের বিশুদ্ধ হুকুম-আহকাম ও বাস্তবে পালনের মধ্যে কোনরূপ বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়েছে কী?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : হ্যাঁ, হজ্জ পালন করা আর বাস্তব নিয়ম-পদ্ধতির মাঝে অনেক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এজন্য দায়ী মু'আল্লিমদের হজ্জের আহকাম সম্পর্কে না জানা। এক্ষেত্রে হাজ্জীরাও কম দোষী নন। কারণ তারা অলসতা করে বিশুদ্ধ কাফেলা তালাশ করেন না। কিছু কিছু বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্তের কাছে জিম্মি। যেমন হাদীছ অনুযায়ী আটই যিলহজ্জ ফজরের ছালাতের পরে স্ব স্ব স্থান থেকে মিনায় যেতে হবে। অথচ আগের দিন রাত আটটা নয়টার দিকেই মিনায় নিয়ে যাচ্ছে। আর হাজীরা নতুন হওয়ার কারণে তারা যেতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ রাস্তা-ঘাট যেমন জানা নেই, তেমনি তাঁবুর অবস্থানও চেনেন না। অতঃপর হাদীছ অনুযায়ী মিনাতে স্ব স্ব ওয়াক্তে কছর করে জমা ছাড়াই যোহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং শেষে ফজরের ছালাত আদায় করে 'আরাফার মাঠের দিকে রওনা দিতে হবে। অথচ মু'আল্লিমরা বলছেন, ৯ তারিখ ফজরের ছালাতের পরে রওনা হয়ে 'আরাফার মাঠে পৌঁছা যাবে না। কারণ রাস্তায় ভীড় হবে। তাই তারা ৮ই যিলহজ্জ এশার ছালাতের পরপরই মিনা থেকে 'আরাফায় নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে সেখানে সারা রাত থাকতে হচ্ছে। আর ফাঁকা জায়গা হওয়ার কারণে মশার কামড় খেয়ে রাত কাটা হচ্ছে। এটা সুন্নাত পরিপন্থী, যা হাজীদেরকে করাই লাগছে।

অন্যদিকে 'আরাফার দিনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিন আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যত ক্ষমা করেন, অন্যকোন দিনে এত ক্ষমা করেন না। 'আরাফার দিন যত শেষ হয়ে যেত রাসূল (ছাঃ) তত বিনয়ের সাথে হাত তুলে কান্নাকাটি করতেন। কিন্তু দুঃখজনক হল, মু'আল্লিমরা যোহরের পর থেকেই কিংবা বিকাল তিনটা, সাড়ে তিনটার পর পরই 'আরাফার মাঠ ছাড়তে বাধ্য করছে। যখন আল্লাহ্‌র কাছে কিছু বলা ও ক্ষমা নেওয়ার সময় তখনই তারা জোর করে গাড়িতে উঠাচ্ছে। এ কারণে সেখানে হৈচৈ, বিতর্ক, অস্থিতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে।

আরো একটি বিষয় হল, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী আরাফার মাঠে যোহর ও আছর ছালাত এক আযানে দুই ইক্বামতে দুই দুই রাক'আত করে জমা ও কৃছর করে পড়তে হয়। কোন সুন্নাত নেই অন্য কোন ছালাতও নেই। কিন্তু অধিকাংশ মু'আল্লিম উক্ত সুন্নাতের বিরোধিতা করে যোহরের ছালাত সুন্নাত সহ যোহরের সময় চার রাক'আত পড়ছে। আবার আছরের সময় চার রাক'আত পড়ছে। এছাড়াও কেউ কেউ অন্য ছালাতও পড়ছে।

তাওহীদের ডাক : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হাজীরা সেখানে আগমন করেন। তাদের মধ্যে কোন ভুলত্রুটি লক্ষ্য করলেন কি?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : সব দেশের লোকই হজ্জে নিয়ম-কানূনে ভুল করছেন। তারা বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত দো'আ পড়ছে সেগুলো সবই মানুষের তৈরি করা। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। যেমন ইরান, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, সিরিয়া, মিসর, লন্ডন, আমেরিকা প্রভৃতি। তবে সব দেশেরই অল্প কিছু লোক ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ করছেন এবং বিদ'আতী কর্মকাণ্ডকে বাধা দিচ্ছেন। নাইজেরিয়ার ওমর নামের এক হাজীকে হাত ছেড়ে দিয়ে ছালাত পড়তে দেখলাম। তিনি মালেকী মাযহাবের মানুষ। লোকটিকে আলেম মনে হল। পরে আমি সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর বললাম, আপনি আরবী বুঝেন? বললেন হ্যাঁ। কথপোকথনে বুঝলাম আরবী সম্পর্কে ভাল জানেন। কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন। আমি তাকে বললাম, হাত ছেড়ে ছালাত আদায় করেন কেন? তিনি বললেন, এটা ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ফৎওয়া। আমি বললাম, তিনিতো একজন ব্যক্তি মাত্র। যদিও এটা ইমাম মালেকের ফৎওয়া নয়! অতঃপর আমি বললাম, রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত হল হাত বুকের উপর বেঁধে ছালাত আদায় করা। আর ইমাম মালেকের ফৎওয়া হাত ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি আর একজন মানুষের পদ্ধতি কি এক সমান? তখন তিনি বললেন, ইমাম মালেক তো একজন বড় ইমাম, তার কথা উপেক্ষা করতে হবে কেন? হাদীছেও তো কিছু ত্রুটি আছে। যেমন কোনটা জাল, কোনটা যঈফ, আবার কোনটা মুরসাল। সর্বোপরি তিনি বলতে চাইলেন, হাদীছের চেয়ে ইমাম মালেকের বক্তব্যকেও প্রাধান্য দেয়া যায়। আমি বললাম, এটা মহা অন্যায়। কখনোই একজন ব্যক্তির কথাকে হাদীছের উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। তখন তিনি আমাকে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করতে বললেন। এটা একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। একেই বলে আক্বীদা। এখানে একটি বিষয় বলে রাখা ভাল যে, সমগ্র পৃথিবীতে আহলেহাদীছ বলে যারা যেখানে অবস্থান করছেন তারাই প্রকৃত শরী'আতকে আজও আঁকড়ে ধরে আছেন। ইনশাআল্লাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া এই আমানতকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন।

তাওহীদের ডাক : কা'বা ঘর ও মাত্বাফ সম্পর্কে কিছু বলুন।

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : কা'বা ঘরের পরিধি অনেক বড়। মাত্বাফ হল, যে স্থানে ত্বাওয়াফ করা হয়। মূলতঃ কা'বা ঘরের চতুর্দিকেই মাত্বা-ফ। হাজীদের সুবিধার জন্য ২য় ও ৩য় তলাতেও ত্বাওয়াফের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কিংবা হুইল চেয়ারে যারা ত্বাওয়াফ করছেন তাদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ২য় তলার মত উপরে ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাত্বাফে নারী-পুরুষ এক সাথে ত্বাওয়াফ করছে। এভাবেই রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে চলে

আসছে। তবে কোনদিন কখনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কল্পনাও করা যাবে না। কারণ সবাই আল্লাহর ঘরের কাছে গিয়ে বিনয়ের সাথে শুধু আল্লাহর রহমত, মাগফেরাত ও প্রার্থনার জন্যই ব্যস্ত থাকে। আযানের আধা ঘন্টা আগ থেকে মহিলাদেরকে মাত্বাফ থেকে নির্দিষ্ট

স্থানে যাওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কারণ আযানের পর মহিলাদের নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া খুবই অসম্ভব।

কা'বা ঘরের বড় একটি বৈশিষ্ট্য হল, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা

দিন-রাতে কোন সময়ই মানুষকে কা'বা ঘরে ছালাত আদায় করতে ও ত্বাওয়াফ করতে নিষেধ করো না। তবে ব্যতিক্রম দেখলাম যে, মানুষ দিন-রাত ত্বাওয়াফ করছে কিন্তু ছালাত আদায় করছে না। হয়ত তারা এটা জানে না। সেখানে অধিকাংশ মানুষই বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করছে। কিন্তু ছালাত আদায় করছে না। অথচ সেখানে যেকোন ছালাত আদায় করলে এক লক্ষ গুণ বেশী নেকী হবে। আর কুরআন যেখানেই পড়া হোক নেকী সমান। অথচ কা'বা ঘর সর্বদা নফল ছালাত ও ত্বাওয়াফ করারই জায়গা। তারা মনে করে তিন সময়ে এখানে ছালাত আদায় করা যাবে না। অথচ এটা ভুল। উল্লেখ্য যে, কা'বা ঘরের উপর পাখি উড়ে না, তার দিকে তাকিয়ে থাকলে নেকী হবে, এগুলো সব কুসংস্কার। কারণ দিন-রাত কাবা ঘরের উপর দিয়ে পাখি উড়ছে, পাখি বসছে।

তাওহীদের ডাক : ত্বাওয়াফ, সাঈ, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন, যমযমের পানি পানের সময় নিজের মধ্যে কেমন অনভূত হয়েছে? একটু বলবেন কি?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : ইহজগতে এটা এক অন্য অনুভূতি, যা অন্যকে বুঝানো বা দেখানো সম্ভব নয়। যারা একনিষ্ঠভাবে হজ্জ সম্পাদন করেন তারাই বিষয়টি উপলব্ধি করেন। সকলেই হাজারে আসওয়াদে চুম্বন করার চেষ্টা করেন। তবে এটা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। সরকারীভাবে সিরিয়াল করে ব্যবস্থা করা হলে, হয়তো সারাদিনে কয়েক লক্ষ মানুষ চুম্বন করার সুযোগ পেতেন। নারী-পুরুষ মিলে অসংখ্য মানুষ আবেগে ঠেলে ঢুকছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। যার যত শক্তি আছে তা প্রয়োগ করছে। যা শরী'আত সম্মত নয়। অনুকূল পরিবেশ হলে চুম্বন করবে, নইলে হাত দিয়ে স্পর্শ করবে অন্যথা দূর থেকে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত দ্বারা ইশারা করবে। এটাই সুন্নাত। আমরা শরী'আতকে মেনে চলারই চেষ্টা করেছি। জোর করে ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করিনি। তবে মানুষ অনেক দূর-দূরান্ত থেকে আসে। এটা তাদের দ্বীনি বা ধর্মীয় আবেগ। যদি চুম্বন করতে পারতাম! তাহলে মনটা তৃপ্তি পেত, শান্তি পেত! উল্লেখ্য যে, রুকনে ইয়ামনী স্পর্শ করা এবং হাজারে আসওয়াদে চুম্বন বা স্পর্শ কিংবা হাত দ্বারা ইশারা করা সুন্নাত। আর 'মুলতাযাম' অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদ ও কা'বা ঘরের দরজার মাঝের অংশে বুক ও গাল লাগিয়ে একটু সময় অবস্থান করাও সুন্নাত। এ কারণে এখানে মানুষ বেশী ভীড় করছে। কিন্তু মানুষ না বুঝে কা'বা ঘরের দরজার কাছে ভিড় করছে, হাত উপরে দিয়ে ঝুলে থাকছে। এছাড়া কা'বা ঘরের অন্যত্র চুম্বন করা, জায়মানায, রুমাল দিয়ে স্পর্শ করা এবং বরকতের জন্য অন্য কোন বস্তু স্পর্শ করে বাড়ী নিয়ে আশা এগুলো সব কুসংস্কার।

যমযম কূপ কোথায় আছে তা মানুষকে জানতে দেওয়া হয় না। অন্য জায়গা থেকে পাইপের মাধ্যমে পানি উঠানো হয়। তবে হাদীছের দৃষ্টিতে বুঝা যায়, যে দিকে হাজারে আসওয়াদ আছে সে দিকেই যমযম কূপ ও ছাফা-মারওয়া পাহাড়। আমরা অবশ্য যাদুঘরে গিয়ে সেখানে যমযম কূপ বিভিন্ন সময়ে কেমন ছিল, কিভাবে মানুষ পানি উঠাত, কিভাবে পান করত, কিভাবে পাথরের ভিতর থেকে কূপে পানি জমা হয় সবগুলোর দৃশ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। আমরা সেগুলো দেখেছি। মাত্বাফের চারেদিকে, ছাফা-মারওয়া মাঝে এবং হারামের বহু জায়গায় ড্রামের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়। কোন হাজীকে যমযমের পানির জন্য বেগ পেতে হয় না। এই পানি হাজীগণ হোটেলে নিয়ে যান। তারা পুরো সফরে যমযমের পানিই পান করেন। গাড়ির মাধ্যমে মদীনাসহ বাইরে সরবরাহ করা হয়।

তাওহীদের ডাক : 'আরাফা, মুযদালিফা ও মিনা সম্পর্কে কিছু বলুন?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : মিনা হজ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখান থেকে হজ্জ শুরু হয়। যেখানে প্রথমে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা আদায় করতে হয়। এটা হ'ল মিনার সুন্নাত। অতঃপর ফজরের ছালাত আদায় করে 'আরাফার মাঠে যেতে হয়। সেখান থেকে মুজদালিফার মাঠে অবস্থান করে সকালে জামারায় এসে পাথর নিক্ষেপ ও কুরবানী করার পরে মাথা ন্যাড়া করতে হয়। তারপর ত্বাওয়াফ ও সাঈ করে আবার মিনায় আসতে হয় এবং যিলহজ্জ মাসের এগারো, বারো ও তের এ তিনদিন মিনায় থাকতে হয়। অবশ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে সুন্দর ও স্থায়ীভাবে ব্যবস্থা করা আছে। বেশ সুন্দর ও মযবুত করে তাঁবু দিয়ে ঘর তৈরী করা আছে এবং তাতে ইয়ারকাণ্ডিশনেরও ব্যবস্থা আছে।

'আরাফা খোলা একটা মাঠ। সেখানে একদিনের জন্য তাঁবু টানানো হয়। 'আরাফা মাঠের আশেপাশে অনেক পাহাড় আছে। মধ্যে একটি পাহাড় আছে যেখানে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) খুৎবা প্রদান করেছিলেন। এটাকে 'জাবালে রহমত' বলে। আরাফার মাঠ একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলেও সেখানে কোন ইবাদত নেই, কোন ছালাত নেই। শুধু দো'আই সেখানের প্রধান ও একমাত্র কাজ। যত দিন যাবে তত দো'আর গতি বেশি হবে। আর হজ্জের জন্য 'আরাফার মাঠ যরূরী। এই মাঠে উপস্থিত হতে না পারলে তার হজ্জ হবে না।

তাওহীদের ডাক : আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মভূমি হিসাবে মক্কা নগরী, বদর, ওহুদ, বায়যা পাহাড়সহ তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলুন?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম ভূমি মক্কা। তিনি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। মক্কা নগরী পুরোটায় বরকতময় নগরী। ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত মক্কা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক পবিত্র নগরী। সেখানেই কা'বা ঘর, যমযম কূপ, ছাফা-মারওয়া, মিনা, আরাফাহ, মুজদালিফা, জামারাহ, গারে হিরা, গারে ছাওর ইত্যাদি অবস্থিত। মদীনা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র নগরী। রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আর কারণে এ নগরীর ফলমূলের বরকত অনেক বেশী। এখানেই মসজিদে নববী, মসজিদে কুবা, মসজিদে ক্বিবলাতাইন, বাক্বীউল গারক্বাদ কবরস্থান, শহীদদের স্মৃতি বিজড়িত ওহুদ পাহাড় এখানেই আছে। তার পাশেই ৭০ জন শহীদের কবর রয়েছে। মদীনা থেকে বের হয়ে ৩/৪ কিলোমিটার পরেই এই পাহাড়। এর প্রস্থ প্রায় ৪ কিলোমিটার এবং দৈর্ঘ্য ৮ কিলোমিটার। বদর অবশ্য মদীনা থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে। তবে ওহুদ পাহাড়ের একটু পরেই রয়েছে বিশাল বায়যা পাহাড়। এই পাহাড়ে এক আশ্চর্য স্মৃতি লুকিয়ে আছে। মসজিদে নববী থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই পাহাড়। আশ্চর্য বিষয় হ'ল, বায়যা পাহাড়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ফেরার পথে গাড়ীর স্টার্ট বন্ধ করে দিলেও গাড়ি এমনিতেই চলতে থাকে। বন্ধ গাড়ী এমনিতেই চলতে চলতে এক পর্যায়ে প্রায় ১২০, ১৩০, ১৪০, ১৫০ কিলোমিটার গতিতে চলতে থাকে। তারপর গতি কমতে থাকে। এক পর্যায়ে গাড়ি থেমে যায়। এভাবে গাড়ী চলে প্রায় ৭ কিলোমিটার। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের লোকেরা এই পাহাড়ের

নাম রেখেছে 'জিন পাহাড়'। এটা বিদ'আতীদের কথা। স্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে জানা গেল যে, জার্মানী কিছু বিজ্ঞানী এসে বলেছেন পাহাড়ের নীচে ম্যাগনেট বা আকর্ষণীয় চুম্বক জাতীয় কিছু পদার্থ আছে বলে মনে করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, আকর্ষণীয় চুম্বক থাকলে শুধু গাড়ীকে টেনে নিয়ে আসবে কেন? লোহা জাতীয় অন্যান্য বস্তুও টেনে নিয়ে আসবে। কিন্তু তা তো হয় না। তবে পানি ছেড়ে দিলেও রাস্তার উপরের দিকে গাড়িয়ে যায়। এটা একটা আশ্চর্য স্মৃতি। এর মূল কারণ আল্লাহই ভাল জানেন।

তাওহীদের ডাক : মসজিদে নববী ও রওযা সম্পর্কে কিছু বলুন?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : রাসূল (ছাঃ)-এর বাড়ী থেকে মিম্বর পর্যন্ত মাঝের জায়গাটুকু 'রওযাতুম মিন রিয়াযিল জান্নাহ' অর্থাৎ জান্নাতের বাগান সমূহের একটি টুকরা *(বুখারী হা/১১৯৫)*। সেখানে সাদা ধূসর রংয়ের রঙিন কার্পেট দেওয়া আছে। অন্য স্থানের কার্পেট একটু ভিন্ন। রাসূল (ছাঃ) যেখানে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন সেই মিম্বরটি পৃথক ও সুন্দর করে রাখা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে খুৎবা দেয়া হয় না। বর্তমানে তার পাশেই পৃথক স্থানে খুৎবা দেয়া হয়। দুঃখজনক হল, এদেশের মানুষ রওযাকেই রাসূল (ছাঃ)-এর কবর বলে মনে করে থাকে। যার কারণে দেশে ইসলামের নামে বিদ'আতী গান প্রচলিত আছে, আমার সালাম পৌঁছে দিও নবীজীর রওযায়। অথচ রওযার সাথে কবরের কোন সম্পর্ক নেই। রাসূল (ছাঃ)-এর কবরটি বাউন্ডারি থেকে প্রায় আট দশ হাত ভিতরে আছে। অবশ্য তুর্কীরা কবরের উপর যে গম্বুজ তৈরি করেছিল তা এখনো বহাল আছে। সঊদী সরকারের আক্বীদা অনুযায়ী তারা ভেঙ্গে দিতে চায়। কিন্তু বৃহত্তর ফেৎনার আশঙ্কায় এখনো ভেঙ্গে দেয়নি। তবে সময়েই কথা বলবে ইনশআল্লাহ। মসজিদ থেকে পূর্বে-দক্ষিণ কোণে অনতিদূরে 'বাক্বীউল গারকাদ' কবরস্থান রয়েছে। সেখানে বহু ছাহাবীর কবর রয়েছে।

তাওহীদের ডাক : মক্কা ও মদীনাতে হজ্জ প্রোগ্রাম ব্যতীত অন্যকোন প্রোগ্রাম হয়েছে কি? সেগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন।

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : আমরা অনেক প্রোগ্রাম করেছি। মক্কা, আযীযিয়া, জেদ্দা, আসফান, তায়েফ, মদীনা ইত্যাদি স্থানে অনেক হয়েছে। প্রবাসী ভাইদের ব্যাপক উপস্থিতি প্রোগ্রামগুলো আরো প্রাণবন্ত করেছে। আমি, আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী ও মুযাফফর বিন মুহসিন মিলে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অবশ্য আমরা সঊদী আরবে পৌঁছার পূর্বেই উক্ত এলাকা সমূহের আহলেহাদীছ আন্দোলনের দায়িত্বশীলগণ মুযাফফর বিন মুহসিনের সাথে যোগাযোগ করে অনেক প্রোগ্রাম নির্ধারণ করেছিলেন। সেখানে গিয়েও নতুন নতুন প্রোগ্রাম হয়েছে। এ জন্য আমরা সাংগঠনিক দায়িত্বশীল ভাইদের প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে জেদ্দার আহলেহাদীছ আন্দোলনের সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদসহ নিযামুদ্দীন, ছাদিক, সিরাজুল ইসলাম, মাহদী, রাশেদুল ইসলাম, মুহাম্মাদ বাশার, তাহের, মনীর, আল-আমীন, মীযান; মক্কার সভাপতি হাসানসহ ইউসুফ আলী, আব্দুল মান্নান যাকীর, খোকন, তুফায়েল, ইউসুফ, ফরহাদ, শওকত; আসফান এলাকার সভাপতি মুহিউদ্দীনসহ আব্দুল আওয়াল, আবুবকর, নূরুল ইসলাম; মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাফেয আব্দুল মতিনসহ, মুকাররম, গোলাম কিবরিয়া, শাহাদত, আবু সাঈদসহ আরো দায়িত্বশীলদের প্রচেষ্টা কখনো ভুলার নয় । দায়িত্বশীলগণ চরম আন্তরিকতার সাথে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এর মাঝে বিশেষ আকর্ষণ হল মতিউর রহমান মাদানী। তিনি হজ্জের পর ওমরা করা এবং আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছিলেন। তার সাথে আমরা হারামে বৈঠক করেছি।

তাওহীদের ডাক : সেখানকার মানুষের মাঝে কোনরূপ ধর্মীয় কুসংস্কার পরিলক্ষিত হয়েছে কি এবং সেখানের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন বলে বলে হয়েছে? আর তাদের আক্বীদা কেমন?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : সেখানকার লোকের আক্বীদা খুব ভাল। তারা তাওহীদপন্থী মানুষ। বর্তমান হয়তো সরকার পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তথা পাশ্চাত্যের সাথে মিল দিয়ে কিছু কিছু করছে। যেমন জেদ্দায় ছেলে-মেয়ে অবাধে পড়তে পারবে এরকম একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে। রাস্তায় এতদিন কোন ছবি বা মূর্তি দেখা যেত না, এখন কোথাও কোথাও বাদশাদের কিছু ছবি দেখা যায়। দিন-রাত চললেও রাস্তা ঘাটে কোন গানের আওয়াজ নেই, বরং সব জায়গাতে কুরআন তেলাওয়াত চলছে। সর্বত্র বিভিন্ন দো'আ, কুরআনের আয়াত লেখা আছে। চোখে পড়লেই আল্লাহকে স্মরণ হয়।

তাওহীদের ডাক : সঊদী প্রবাসী বা স্থানীয় ভাইদের মধ্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কার্যক্রম কেমন দেখলেন?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : আল-হামদুলিল্লাহ। জেদ্দা, তায়েফ, মক্কা, মদীনার সাংগঠনিক কার্যক্রম আমরা স্বচক্ষে দেখে এসেছি। দায়িত্বশীলদের দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আর দাম্মাম, রিয়াদ, আল-খাফযী, আল-ক্বাসিম, আল-যুবায়েল প্রভৃতি এলাকায় না গেলেও তাদের কার্যক্রম আমরা উপলব্ধি করেছি। আমরা হজ্জ সফরে যাওয়ার কারণে এ সমস্ত সাংগঠনিক এলাকা থেকে বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্বশীল ও কর্মী ভাইয়েরা সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। কখনো তারা নিজ নিজ এলাকায় বড় বড় প্রোগ্রামের আয়োজন করে মোবাইলের মাধ্যমে আমাদের আলোচনা শুনেছেন। তাদের ভালবাসা ও আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ। এভাবে তারা দাওয়াতী কাজ করছেন। মাসিক আত-তাহরীক, মুহতারাম আমীরে জাম'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ আমাদের বক্তব্য ও বইপত্র বিতরণের মাধ্যমে আক্বীদা সংশোধন করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সঊদীদের পক্ষ থেকেও মোটামুটি সহযোগিতা পাচ্ছেন। যদিও অনেক সময় বিভিন্ন বিদ'আতী সংগঠনের কর্মীদের পক্ষ থেকে তারা বাধারও সম্মুখীন হন। এরপরেও আল-হামদুলিল্লাহ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কাজ দুর্বারগতিতে চলছে, যা খুবই প্রশংসনীয়।

তাওহীদের ডাক : সর্বোপরি সঊদী আরব রাষ্ট্রটি কেমন দেখলেন?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাস্তব নমুনা যদি কেউ এখনো পৃথিবীতে দেখতে চায় তাহলে তাকে সঊদী আরবের দিকে দেখতে হবে। পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের এই যুগে এটা ভাবা স্বপ্নের মত। সেখানে নিয়মিত কুরআনের হুকুম বাস্তবায়ন করা হয়। এদিক থেকে সঊদী সরকারে নীতি অতুলনীয়। যদিও সেখানেও কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্যের কিছু নীতি তারা বিভিন্ন স্বার্থে গ্রহণ করছে। এটা দুঃখজনক। এরপরেও সঊদী আরব নিরাপদ দেশ। কোন সমস্যা, মারামারি, দাঙ্গামা-হাঙ্গামা কেউ করতে পারে না। আইনের প্রয়োগ যথাযথভাবে হয়। এক দিনের ঘটনা, আমরা একটি গাড়িতে উঠতেই গাড়িটি সামনের গাড়ির সাথে একটু ধাক্কা লাগল। তারপর আমাদেরকে চালক বলল, আপনারা নেমে যান। পুলিশ এ গাড়িটি নিয়ে যাবে। অথচ যার গাড়িতে ধাক্কা লেগেছে সে কিছুই বলল না। তর্কও করল না। ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে নিবে। নিয়ম-কানূনের ব্যাপারে যথেষ্ট কঠোরতা আছে। সেখানে নিয়ম না মেনে বাঁচার কোন পথ নেই।

তাওহীদের ডাক : হজ্জ সম্পাদনে আপনার বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলুন?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : হজ্জ সফরের বিশেষ অভিজ্ঞতা হ'ল, বায়যা পাহাড়। এটা একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা ও আশ্চর্যজনক ঘটনা।

তাওহীদের ডাক : 'তাওহীদের ডাক'কে গুরুত্বপূর্ণ সময় দেয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : শুকরিয়া জাযাকুমুল্লাহু খায়ের। তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবি হামদিকা আশহাদু আনলা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়াতূবু ইলায়ক।

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ : ১ম পর্যায়

(১১১৪-৯৩/১৭০৩-৭৯) ৬৫ বৎসর

১১১৪/১৭০৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী অলিউল্লাহ যুগ[৮৫] :

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের পূর্ব থেকেই রাজধানী দিল্লীসহ ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা এক নাযুক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। ইসলামের কেবল নাম বাকী ছিল। কুরআনের তরজমা নিষিদ্ধ ছিল। ইলমে হাদীছের চর্চা বন্ধ ছিল। দরবারী আলিমদের চালুকৃত ফৎওয়ার বিরোধিতা করা রীতিমত দুঃসাহসের ব্যাপার ছিল। খান্‌ক্বাহ ও দরগাহের বিদ‘আতী পীরদের আশীর্বাদ-অভিশাপই যেন মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে উঠেছিল। জ্যোতিষীর গণনা ছাড়া রাজা-বাদশারাও বড় কোন কাজে হাত দিতেন না। তাছাউওফের নামে শতাধিক দল, দেহতত্ত্বের নামে প্রায় অর্ধশত দল এবং নবাবিষ্কৃত হাক্বীকৃত, তরীকত ও মা‘রেফাতের ধুম্রজালে শরী‘আতের স্বচ্ছ আলো থেকে মানুষ বঞ্চিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্য প্রায় মুছে গিয়েছিল। সংস্কারের যে বীজ শায়খ আহমাদ সারহিন্দ (৯৭১-১০৩৪/১৫৬৪-১৬২৪ খৃঃ) বপন করেছিলেন, শতবর্ষের ব্যবধানে তা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। সম্রাটের প্রাসাদ হ’তে গরীবের পর্ণকুটীর পর্যন্ত বিস্তৃত কুসংস্কারের মূল উৎপাটনের জন্য সমগ্র সমাজ একজন দূরদর্শী চিন্তানায়ক ও সমাজবিপ্লবীর আগমনের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে ‘ফৎওয়ায়ে আলমগীরী’র অন্যতম সংকলক ও দিল্লীর মাদরাসা রহীমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আবদুর রহীমের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন অষ্টাদশ শতকে হিন্দ উপমহাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল প্রেরণা সৃষ্টিকারী ও আধুনিক যুগের অগ্রনায়ক কুতুবুদ্দীন আহমাদ বিন আবদুর রহীম ফারূকী ওরফে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২)। পরবর্তীতে তাঁর স্বনামধন্য পৌত্র শাহ ইসমাঈল বিন শাহ আবদুল গণী বিন শাহ অলিউল্লাহ (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১ খৃঃ) পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে যা একটি বাস্তব সামাজিক বিপ্লবের রূপ নেয় এবং উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করে।

ইসলামী পুনর্জাগরণে অলিউল্লাহ্‌র অবদান :

১- ইলমে তাফসীর

কুরআনের শিক্ষাকে সকলের সহজবোধ্য করার জন্য তিনি কুরআন বুঝার পদ্ধতি বিষয়ে বই লেখেন ও ফারসীতে কুরআনের তরজমা প্রকাশ করেন। এই অপরাধে (?) দিল্লীর আলেম সমাজ তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।[৮৬]

২- ইল্‌মে হাদীছ

তখনকার সময়ে সরকারীভাবে কাযী ও মুফতী নিযুক্ত হওয়ার জন্য ফিক্‌হ ও মা‘কূলাতের ইল্‌মে পারদর্শী হওয়া যরূরী ছিল। সেকারণে ইল্‌মে হাদীছ ও তাফসীরের প্রতি বাড়তি মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত কারু ছিলনা। শাহ অলিউল্লাহ মাদরাসা রহীমিয়াহ্‌তে ইল্‌মে কুরআন ও হাদীছের নিয়মিত দারস শুরু করেন। তিনি (১) হাদীছের যাচাই-বাছায়ের ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী নিয়মনীতি প্রণয়ন করেন। যার ফলে মাসায়েল খুঁজে বের করতে সুবিধা হয়। এ ব্যাপারে তিনি ‘সনদ’কে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেন ও সে অনুযায়ী হাদীছ গ্রন্থসমূহের স্তর বিন্যাস করেন। এর ফলে ছহীহ হাদীছ হ’তে সমাধান পাওয়া সহজতর হয় (২) তিনি সবসময় হাদীছের সূক্ষ্ম তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতেন। ‘হুজ্জাতুল্লাহ’-র ছত্রে ছত্রে যার প্রমাণ মেলে। এর ফলে হাদীছের প্রতি জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় (৩) যে সকল হাদীছ বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী মনে হ’ত, শাহ ছাহেব সেগুলির এমন সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য বিধান করতেন যে, কোন বিরোধ বাকী থাক্‌ত না। ‘ইযালাতুল খাফা’ প্রভৃতি গ্রন্থে তার প্রমাণ মেলে। এর ফলে হাদীছ সম্পর্কে উত্থাপিত অহেতুক সন্দেহবাদ দূর হয়।

৩-ফিক্‌হের খিদমত

প্রচলিত চার মাযহাবের মধ্যকার বিরোধীয় মাসআলা সমূহের সামঞ্জস্য বিধানে শাহ ছাহেব মূল্যবান অবদান রাখেন। তিনি বলতেন, ‘হানাফী ও শাফেঈ দুই মাযহাবের ঐসব বিষয়কে টিকিয়ে রাখা হৌক যেগুলির সঙ্গে হাদীছের মিল আছে এবং ঐগুলিকে বাদ দেওয়া হৌক যেগুলির কোন ভিত্তি নেই।[৮৭]... তিনি বলেন, ‘হাদীছের শব্দ হ’তে যে অর্থ বুঝা যায়, তার উপরে স্থির থাকতে হবে। কোন দূরতম ব্যাখ্যা বা ‘তাবীল’ করা যাবেনা। এক হাদীছ দ্বারা আরেক হাদীছকে বাতিল করা যাবে না। কারু কথা অনুযায়ী কোন ছহীহ হাদীছ পরিত্যাগ করা যাবেনা।[৮৮] তাঁর দ্বিতীয় অছিয়ত হ’ল- ‘আমি চার মাযহাবের বাইরে যাব না। এগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করব। প্রকৃত অবস্থা এই যে, আমার তবিয়ত তাক্বলীদকে অস্বীকার করে এবং তা থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৮৯]

৪- তাছাউওফের খিদমত

শরী‘আত ও তরীকতের মধ্যে প্রচলিত দ্বৈত চিন্তাধারার অবসান ঘটানোর জন্য শাহ ছাহেব সুক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় নিয়ে ‘লত্বীফায়ে জাওয়ারিহ’ (لطيفه جوارح) বা অংগ-প্রত্যংগের লত্বীফা নামে প্রচলিত জ্ঞানের, আত্মার ও নফসের লত্বীফার সাথে চতুর্থ আরেকটি লত্বীফার প্রস্তাব রাখেন। কারণ শাহ ছাহেব প্রচলিত ছূফীবাদের ধারণা অনুযায়ী মানুষকে যাহেরী ও বাতেনী দ্বৈতশক্তির পৃথক সত্তাধিকারী বিবেচনা না করে মানবদেহের সকল শক্তির পারস্পরিক ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। মৃত্যুমুখে পতিত একটি বৃদ্ধ উটের উদাহরণ দিয়ে শাহ ছাহেব বলেন, শরী‘আত কোন ব্যক্তির আমলের হিসাব অতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করবে

---

৮৫. অলিউল্লাহ পরিবার বলতে উক্ত পরিবারের ১২ জন শ্রেষ্ঠ বিদ্বানকে বুঝানো হয়। ১. শাহ অলিউল্লাহ আহমাদ বিন আব্দুর রহীম ২. তার চারপুত্র : শাহ আব্দুল আযীয ৩. শাহ রফীউদ্দীন ৪. শাহ আব্দুল কাদের ৫. শাহ আব্দুল গণী ৬. অলিউল্লাহ পৌত্র শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল বিন শাহ আবদুল গণী ৭. শাহ আব্দুল আযীযের জামাতা শাহ আব্দুল হাই বিন হেবাতুল্লা বিন নূরুল্লাহ বড়্‌নভী ৮. অলিউল্লাহ পৌত্র শাহ মাখছূছুল্লাহ বিন শাহ রফীউদ্দীন ৯. শাহ আব্দুল আযীযের দৌহিত্র শাহ্ মুহাম্মাদ ইসহাক ‘মুজাজিরে মাক্কী’ বিন মুহাম্মাদ আফযাল ফারূকী ১০. ঐ ছোটভাই, শাহ মুহাম্মাদ ইয়াকুব ‘মুহাজিরে মাক্কী ১১. মোল্লা আবদুল ক্বাইয়ূম বিন শাহ আবদুল হাই বড়ানভী ১২. শাহ মুহাম্মাদ উমার বিন শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ।

৮৬. আবু ইয়াহ্‌ইয়া ইমাম খান নওশাহ্‌রাবী, ‘তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ’ (লায়ালপুর-পাকিস্তান : জামেয়া সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৩৯১/১৯৮১) পৃঃ ৬৬।

৮৭. শাহ অলিউল্লাহ, ‘তাফহীমাতে ইলাহিয়ার’-এর বরাতে ঐ প্রণীত ‘সাত্ব‘আত’-এর উর্দূ অনুবাদের ভূমিকা : সাইয়িদ মুহাম্মাদ মতীন হাশেমী, ডিসেম্বর ১৯৭৫ (লাহোর : ইদারা ছাক্বাফাতি ইসলামিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬) পৃঃ ২১।

৮৮. শাহ অলিউল্লাহ, ‘ফুয়ূযুল হারামাইন’ উর্দূ অনুবাদসহ (দিল্লী : মাতবা‘আ আহমাদী, ১৩০৮/১৮৯০) মাশহাদ ৩১, পৃঃ ৬২-৬৩।

৮৯. প্রাগুপ্ত পৃঃ ৬৪-৬৫।

যতক্ষণ তার অংগ-প্রত্যংগ তথা ‘লত্বীফায়ে জাওয়ারিয়হ’ চালু থাকবে। যেমন উক্ত উটের সকল লত্বীফা অতক্ষণ পর্যন্ত চালু ছিল, যতক্ষণ তা অংগ-প্রত্যংগের লত্বীফাটি চালু ছিল।[৯০] শাহ ছাহেবের এই প্রচেষ্টার ফলে শরী‘আতের আলিম ও মা‘রেফাতের পীর-আউলিয়াদের মধ্যকার দূরত্ব অনেকটা কমে আসে।

৫- শরী‘আত ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে অবদান

যুগ যুগ ধরে মুজতাহিদগণের মধ্যে শরী‘আতের ব্যাখ্যাগত বিষয়ে আহলুলহাদীছ ও আহলুর রায়-এর দু’টি ধারা চলে আসছে। শাহ অলিউল্লাহ এক্ষেত্রে সমসাময়িক ভারতীয় আলিমদের বিপরীতে সালাফে ছালেহীন ও ফুক্বাহায়ে মুহাদ্দিছীনের তরীকা অনুসরণ করেন,[৯১] যা দিল্লীর আলিমদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে ও সর্বত্র আমল বিল-হাদীছের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

এতদ্ব্যতীত কোন বিষয়ে ছহীহ গায়র মানসূখ হাদীছ মওজুদ থাকতে কোন নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করার বিরুদ্ধে তিনি বিভিন্নভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। এই সকল বক্তব্যে তিনি মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার তাকীদ দিয়েছেন। তিনি তাক্বলীদপন্থী ফক্বীহ ও কট্টরপন্থী যাহেরী (LITERALIST) উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন।[৯২]

বাহ্যিক আমলগত ব্যাপারেও তিনি তাঁর লেখনীর মধ্যে মুহাদ্দিছীনের তরীকা সমর্থন করেছেন কখনও সরাসরিভাবে কখনো পরোক্ষভাবে। যেমন ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা, ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা, সরবে আমীন বলা ইত্যাদি।[৯৩] এ ব্যাপারে আল্লামা ফাখের যায়ের এলাহাবাদীর (১১২০-৬৪/১৭০৮-৫১ খৃঃ) সাথে তাঁর সরস আলোচনা খুবই প্রসিদ্ধ।[৯৪]

৬. অলিউল্লাহ্র রাজনৈতিক দর্শন

শাহ অলিউল্লাহ জাতি ও সমাজকে একটি ব্যক্তিসত্তা হিসাবে কল্পনা করেন-যা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয়। দেহের কোন একটি অংশে রোগ সংক্রমণ হলে যেমন সমস্ত দেহ রোগগ্রস্ত হয়, তেমনিভাবে সমাজের কোন সদস্যের অন্যায়াচরণের ফলে সমাজদেহ সংক্রমিত হয়। অতএব সমাজদেহকে সুস্থ রাখার জন্য সমাজের জ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্য হতে সৎ ও আমানতদার একজনকে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল নিয়োগ করতে হবে-যিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হবেন। সুষ্ঠু নীতিমালার ভিত্তিতে তিনি সমাজ শাসন ও পরিচালনা করবেন। এ ব্যাপারে শাহ ছাহেব কুরআনকে মূল হেদায়াত হিসাবে গণ্য করে ইল্মে হাদীছ, ইজমা ও বিগত মুজতাহিদগণের উক্তি সমূহকে সামনে রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। তৎকালীন দিল্লীর ঘুণে ধরা মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘ফাক্কু কুল্লি নিযাম’ (فك كل نظام) ‘সকল ব্যবস্থার উৎসাদন’ চাই।[৯৫] দূরদর্শী চিন্তানায়ক হিসাবে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে মুসলমানদের বিদায় ঘণ্টা শুনতে পেয়েছিলেন। মারাঠাদের বাড়াবাড়ি চরমে উঠলে তিনি ইরানের দুর্ধর্ষ শাসক নাদির শাহের (১৭৩২-৪৭ খৃঃ) খ্যাতনামা সেনাপতি আফগান বীর আহমাদ শাহ আবদালীকে (১৭৪৮-৬৭ খৃঃ) ডেকে এনে তাদেরকে উৎখাত করেন। অতঃপর আপামর মুসলিম জনসাধারণকে তিনি জিহাদের পথে উদ্বুদ্ধ করেন। ‘হুজ্জাতুল্লাহ’র ২য় খণ্ডে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে যতদিন জিহাদের জায্বা ছিল, ততদিন তারা সকলক্ষেত্রে বিজয়ী ছিল। কিন্তু যখন থেকে এই জায্বা স্তিমিত হয়েছে, তখন থেকে তারা সর্বত্র লজ্জিত ও ধিকৃত হচ্ছে।[৯৬] শিরক ও বিদ‘আতের আচ্ছন্ন স্রোতে ভেসে চলা মুসলিম সমাজকে মূল তাওহীদী আক্বীদায় ফিরিয়ে আনার জন্য এবং সকল ফিক্বহী কূটতর্ক ও ঝগড়া পরিহার করে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা অবনতমস্তকে মেনে নিয়ে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ সমাজশক্তিতে পরিণত করার জন্য তিনি নিরলস লেখনী পরিচালনার সাথে সাথে মাদরাসা রহীমিয়াতে ইল্ম ও আমলের বাস্তব নমুনা হিসাবে যেসব মর্দে মুজাহিদ সৃষ্টি করেছিলেন,[৯৭] তাদেরই বিপ্লবী উত্তরসূরীগণ পরবর্তীতে ‘দাওয়াত ও জিহাদের’ কর্মসূচী নিয়ে বালাকোট, মুল্কা, সিত্তানা, আসমাস্ত, চামারকান্দ, বাঁশের কিল্লার রক্ত রঞ্জিত জিহাদী ইতিহাস সৃষ্টি করেন। যার বাস্তব ফলশ্রুতিই হ’ল বর্তমানে উপমহাদেশের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলি। এক্ষণে বাকী রয়েছে কেবল অলিউল্লাহ দর্শনের প্রধান অংশ-‘সকল ব্যবস্থার উৎসাদন এবং কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন’-যা আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।[৯৮]

শাহ ছাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর স্বনামধন্য চার পুত্র শাহ আবদুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৭-১৮২৪ খৃঃ), শাহ রফীউদ্দীন (১১৬২-১২৩৩/১৭৫০-১৮১৮ খৃঃ), শাহ আবদুল কাদের (মৃঃ ১১৬৭-১২৫৩/১৭৫৫-১৮৩৮ খৃঃ), শাহ আবদুল গণী (১১৭০-১২২৭/১৭৫৮-১৮১২ খৃঃ) ও অন্যান্য শিক্ষকদের মাধ্যমে তাঁর উক্ত মিশন জারি থাকে। অতঃপর তাঁরই পৌত্র শাহ ইসমাঈল বিন আবদুল গণীর (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১ খৃঃ) নেতৃত্বে পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে- যা একই সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ব্যাপক রূপ দান করে।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ’ শীর্ষক গ্রন্থ। পৃঃ ২৪৫-২৪৯]

---

৯০. শাহ অলিউল্লাহ প্রণীত ‘আলতাফুল কুদ্স-এর বরাতে ঐ প্রণীত ‘সাত্ব‘আত’এর উর্দূ অনুবাদের ভূমিকা, পৃঃ ২২।

৯১. শাহ অলিউল্লাহ, ‘অছিয়তনামা’ (কানপুর ছাপা ১২৭৩/১৮৫৭) ১ম অছিয়ত পৃঃ ১।

৯২. শাহ অলিউল্লাহ রচিত প্রায় সকল কিতাবেই এই সুর ধ্বনিত হয়েছে। তবে বিশেষ করে তাঁর বহুবিশ্রুত গ্রন্থ ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’-তে ‘আহলেহাদীছ ও আহলুর রায়-এর পার্থক্য’ শীর্ষক অধ্যায়।

৯৩. ঐ, ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’ (কায়রো : দারুত্ তুরাছ, ১ম সংস্করণ ১৩৫৫ হিঃ/১৯৩৬ খৃঃ) ‘ছালাতের দো‘আ ও তরীকা’ অধ্যায়, ২য় খণ্ড পৃঃ ৭-১০।

৯৪. নওশাহরাবী, তারাজিম পৃঃ ৫৩; জুহুদ মুখলিছাহ পৃঃ ৭৫।

৯৫. ফুয়ূযুল হারামাইন পৃঃ ৮৯।

৯৬. সাত্ব‘আত-এর ভূমিকা, গৃহীত : খালীক্ব আহমাদ নিযামী, ‘শাহ অলিউল্লাহ কে সিয়াসী মাকতূবাত’ পৃঃ ৩৪-৩৭।

৯৭. হুজ্জাতুল্লাহ, তাফহীমাত ও ফুয়ূযুল হারামাইন হ’তে গৃহীত।

৯৮. যেমন-‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর প্রচারিত লিফলেট এবং গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে-‘আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ’। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে,-‘নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা’। তাদের প্রধান আহ্বান হ’ল- ‘আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি’। তাদের প্রধান শ্লোগান হ’ল- ‘মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ’ ‘আমাদের রাজনীতি ইমারত ও খিলাফত’ ‘সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর’। তাদের প্রচারিত ‘পরিচিতি’ গঠনতন্ত্র, বিভিন্ন দেওয়াল লিখন ও বিজ্ঞাপন সমূহ থেকে গৃহীত। প্রধান কার্যালয় : দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত ভাষণ

রাজশাহীর অভিভাষণ

[বাংলা ১৩৫৫ সাল ২৮শে ফাল্গুন মুতাবেক ১৯৪৯ ইং ১২ মার্চ তারীখে রাজশাহীর উপকণ্ঠ নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত আহলেহাদীছ কনফারেন্সে তৎকালীন 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত অভিভাষণ]

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, ডেলিগেট বন্ধুগণ, উলামায়ে কেরাম এবং সমবেত ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ!

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন রাজশাহী যেলা টাউনের উপকণ্ঠে অনুষ্ঠিত হইবার জন্য আমি আল্লাহ্র শুকর করিতেছি এবং যে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধিত হইতে পারিয়াছে, তজ্জন্য সমগ্র বাংলা ও আসামের আহলেহাদীছগণের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা সমিতির খেদমতে মুবারকবাদ জানাইতেছি।

একথা গোড়াতেই স্পষ্টভাবে বলিয়া রাখা ভাল যে, মূল অধিবেশনের সভাপতিত্বের আসনকে অলংকৃত করার উদ্দেশ্যে কোন যোগ্য, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ও দেশ-বিশ্রুত মহাজনকে লাভ করার জন্য মজলিসে ইস্তিকবালিয়া ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে বলিয়া ভরসা করিয়া ইস্তিকবালিয়া মজলিস কর্তৃক প্রকাশিত ইশতেহার ও পোষ্টার প্রভৃতিতে সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয় নাই। এই নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি যে পরিমাণ দুঃখিত, আমার পরিতাপ ও মনোকষ্ট তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। আহলেহাদীছগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠাবান উলামা ও জননায়কের অভাব নিবন্ধন যে আপনারা পুনঃ পুনঃ বায়সকে ময়ূরের আসন দিয়া থাকেন, তাহা নয় । আল্লাহ্র ফযলে সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দই আজ পর্যন্ত সুধী সমাজের বরেণ্য হইয়া আছেন এবং তাঁহাদের প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা, দূরদর্শিতা, প্রতিভা ও যোগ্যতার যশোসৌরভে দেশের প্রতিপ্রান্ত আমোদিত রহিয়াছে। তথাপি আপনাদের চরম দুর্ভাগ্য যে, এবারেও এই মহিমান্বিত ইজলাসের পরিচালনার দায়িত্ব অবশেষে আমার ন্যায় অনুপযুক্ত, গুমনাম, অন্তঃসারশূন্য রোগজীর্ণ ইলম ও আমলের কলঙ্ক স্বরূপ-অভাজন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে আপনারা বাধ্য হইলেন। মহান আল্লাহ বলিয়াছেন, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا 'আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত' *(আহযাব ৩৩/৩৮)*। কিন্তু বন্ধুগণ, কী করিবেন?

قسمت کیا هو چیز کو قسام ازل نی،
جس چیز کو جس شخص کے قابل نظر آیا!
بلبل کو دیا رونا پروانے کو جلنا،
غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا!
ولنعم ما قال:-
بار غم او عوض بهر کس که نمودم،
عاجز شد واین قرعه بنام ز سر افتاد!

চতুর্মুখী নৈরাশ্যের কুজ্ঝটিকার ভিতর আশার আলোক এই যে, আল্লাহ্র অনুকম্পা ও অনুগ্রহকে সম্বল করিতে পারিলে পঙ্গুও পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, সর্বহারা অপদার্থের দ্বারাও আল্লাহ তাঁহার মনোনীত 'দ্বীন'-এর সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব আসুন, আমরা আমাদের জয়যাত্রা ও কামিয়াবীর জন্য অগ্রতির গতি, সর্ব সিদ্ধিদাতা, রহমা-নুর রহীমের শরণাপন্ন হই :

فیض روح القدس او باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند انچه مسیحای کرد

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولي ونعم النصير وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.

মহোদয়গণ! বক্তব্য পথে অগ্রসর হইবার পূর্বে দু'টি মর্মন্তুদ দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করা আমি–আমার অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি। **প্রথমটি হইতেছে :** নবলব্ধ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বর্তমান জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও শ্রেষ্ঠতম কূটনীতিবিশারদ, কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্র তিরোভাব।

দ্বিতীয়টি হইতেছে : পাক ভারতের আহলেহাদীছগণের সর্বজনমান্য নেতা, তর্জুমানুল কুরআন, শায়খুল ইসলাম, আল্লামা আবুল ওয়াফা মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ ছাহেবের মহা প্রস্থান।

জ্ঞান ও কর্ম সাধনার এই দুই পূর্ণ চন্দ্রের চরম ক্ষয়প্রাপ্তিতে আমাদের হৃদয়াকাশ বিষাদ ও শোকের অমানিশিতে পরিণত হইয়াছে। নশ্বর জগতে মানুষের শেষ পরিণতির এই ব্যবস্থাকে যে কেহই এড়াইতে পারিবে না। অবিনশ্বর আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের ইহাই বিধান।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ– وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
چون ختم الانبیاء هم رفت کسے باقی نمی ماند
بجز ذات مقدس قادر وقیوم صمدانی-

কিন্তু সত্যই কি মৃত্যু মানব জীবনের শেষ পরিণতি? বন্ধুগণ! আমরা মুসলমান! আমরা মৃত্যুকে জড়দেহের শেষ পরিণাম মনে করিতে পারি। কিন্তু আত্মার মৃত্যু ও কর্ম সাধনার পরিসমাপ্তিকে আমরা কদাচ বিশ্বাস করি না। যদি মৃত্যুই চরম ব্যাপার হয়, তাহা হইলে মানব জীবনের সার্থকতা কি ?

Alas for love
if thou wert all
And naught beyond the Earth?

এইখান হইতেই ইসলামের بعث بعد الموت পুনরুত্থান আক্বীদার বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। বন্ধুগণ! মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ও আল্লামা আবুল ওয়াফা ছানাউল্লাহ কর্মযুগের যে জীবন্ত আদর্শ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, আসুন! আমরা তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হই এবং তাঁহাদের অমরত্ব ঘোষণা করি,

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق
ثبت است بر جریده عالم دو ام ما!

আসুন! আমরা তাঁহাদের এবং আমাদের পরলোকপ্রাপ্ত সহকর্মীদের বিশেষতঃ ইলায়ে কালেমাতুল হক্বের জন্য এবং মুসলমানগণের জাতীয় জীবনের মুক্তি সাধনায় সমগ্র ভারত, কাশ্মীর, ফিলিস্তীন ও ইন্দোনেশিয়ার রণাঙ্গণে যাঁহারা আত্মদান করিয়াছেন অথবা মযলূম অবস্থায় শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের আত্মার মুক্তি ও নাজাতের জন্য আল্লাহ্র দরবারে আকুল প্রার্থনা নিবেদন করি,

بنا کردند خوش رسمے بخاک وخون خلطیدن،

خنا رحمت کند این تاشان پاک لینت را!

اللهم اغفرلهم وارحمهم واعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم امطر عليهم شابيب الرحمة والرضوان اللهم ثبتهم و ثقل مـــوازينهم و حقق ايمانهم وارفع درجتهم، تقبل صلاتهم واغفر خطياتهم ونسالك لهم للدراجات العلي من الجنة. أمين!

আহলেহাদীছ আন্দোলন :

মহোদয়গণ! আহলেহাদীছ মতবাদ কোন অভিনব মতবাদ এবং ইহার আন্দোলন মুসলমানগণের একটি স্বতন্ত্র দলের আন্দোলন নয়। আমরা করাচী বা ঢাকায় আহলেহাদীছগণের জন্য স্বতন্ত্র কোন colony বা উপনিবেশের দাবীদার নই। আমরা পাকিস্তান পার্লামেন্টে আহলেহাদীছগণের জন্য নির্দিষ্ট আসন চাই না, আমরা সরকারী চাকুরী বাকুরীতে আহলেহাদীছের ওয়েটেজ প্রার্থনা করি না। ইসলামের মূল দাবী যাহা, আমরা কেবল তাহাই দাবী করি। ইসলামের আমানতকে জগদগুরু, মানব মুকুট বিশ্বনবী খা-তেমুল মুরসালীন মুহাম্মাদ মুছত্বফা (ছাঃ) যেভাবে, যে আকারে ও যে উদ্দেশ্যে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন আমরা দুনিয়ার বুকে ইসলামকে সেইভাবে ও সেই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই।

আমরা পৃথিবীর মুসলমানকে এক ও অভিন্ন জাতিরূপে দেখিতে চাই। কুসংস্কার, গতানুগতিকতা, অন্ধভক্তি এবং মূর্খ বিদ্বেষের যে আবর্জনাপুঞ্জ ইসলামের পবিত্র দেহকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে, নাস্তিকতা, অংশীবাদ এবং মানুষের রচিত ও কল্পিত নব নব মতবাদ, থিওরী, সাধন-ভজন প্রণালী ও আইন-কানুন ইসলামকে যেভাবে কোণঠাসা করিয়া রাখিতে চাহিতেছে, আমরা তাহা সহ্য করি না। আমরা ইসলামকে চিরঞ্জীব সর্বযুগোপযোগী এবং ইসলামের বাহক শ্রেষ্ঠতম রাসূল (ছাঃ)-কে খা-তেমুল মুরসালীন বিশ্বাস করি। তাঁহার নবুয়তের সাম্রাজ্যকে প্রলয়কাল পর্যন্ত যিন্দা ও অমর প্রমাণিত করিতে হইবে এই গুরুভার প্রত্যেক উম্মতের স্কন্ধে রহিয়াছে বলিয়া স্বীকার করি।

আহলেহাদীছ কেন?

মুসলমানগণের মধ্যে ফির্কাবন্দী বা দলগত ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডি কায়েম হইবার পূর্বে আহলেহাদীছ এবং মুসলমান উভয় শব্দের তাৎপর্য এক ও অভিন্ন ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন রাজনৈতিক কারণে খারেজী ও শী'আদের অভ্যুদয় ঘটিল এবং তথাকথিত যুক্তিবাদের নামে এ'তেযাল ও এর্জার ফেৎনা সৃষ্টি হইল, তখন ছাহাবা বিদ্বেষের ফলস্বরূপ তাঁহাদের বাচনিক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ কতিপয় দল কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল। এমনকি তাহাদের কোন কোন ফের্কা কুরআনের বিশুদ্ধতা পর্যন্ত অস্বীকার করিতে পশ্চাদপদ হইলেন না। কারণ কুরআনের রেওয়ায়েত ও প্রচারকার্যও ছাহাবাগণ কর্তৃক সাধিত হইয়াছিল; তখন হইতে গুপ্ত কুরআন ও সিনা-বসিনার কিংবদন্তী কানে কানে প্রচারিত হইতে থাকে। তথাকথিত যুক্তিবাদী দল হাদীছে বর্ণিত অনেক বিষয়বস্তুর সমাধান করিতে না পারিয়া মূল হাদীছকেই অস্বীকার করিয়া বসেন। ফলতঃ তখন মুসলমানগণ দু'টি প্রধান দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের বিভাগের সীমারেখা হয় হাদীছ ও সুন্নাত। ছাহাবা ও তাবেঈগণ কুরআনের ন্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত হাদীছের সমর্থক ও অনুসরণকারী ছিলেন বলিয়া রাসূলে কারীম (ছাঃ)-এর পবিত্র মুখে উচ্চারিত ও মনোনীত আহলেহাদীছ নামে অভিহিত হন *(সাখাবী, আল-কাউলুল বাদী', পৃঃ ১৮৯; হাকেম, আল-মুস্তাদরাক ১ম খণ্ড ৮৮ পৃঃ; খত্বীব, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২১)*। উস্তায আবু মনছূর আব্দুল ক্বাহের বাগদাদী (৪২০ হিঃ) তাঁহার 'উছূলুদ্দীন' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, أصل أبي حنيفة في الكلام كأصول أصحاب الحديث إلا في مسئلتين 'মতবাদের দিক দিয়া ইমাম আবু হানীফার উছূল, দু'টি মাসআলা ছাড়া সমস্তই আহলেহাদীছগণের অনুরূপ' *(১ম খণ্ড ৩১২ পৃঃ)*। ইসলামের যে সকল বীর সৈনিকের সাহায্যে রুম, আলজিরিয়া, সিরিয়া, পারস্য, আফ্রিকা, স্পেন এবং হিন্দের সীমান্ত বিজিত হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই ছাহাবা ও তাবেঈন ছিলেন। ফলে উল্লিখিত দেশ সমূহের সীমান্তবাসী সকল মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিতর সকল বিদ্রোহ ও অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু ফতুহাতে ইসলামিয়ার এক ইঞ্চি জমিও তাঁহাদের সাহায্যে অধিকৃত হয় নাই। ইমাম আবু মনছূর বাগদাদী বলেন,

ثغور الروم والجزيرة ثغور الشام ثغور واذربيجان وباب الابواب كلهم علي مذهب اهل الحديث من أهل السنة وكذالك ثغور أفريقية وأندلس وكل ثغور وراء بحر المغرب اهله من اصحاب الحديث وكذالك ثغور اليمن علي ساحل الزنج واما ثغور أهل ما وراء النهر في وجوه الترك والصين فهم قريقان : إما شافعية و إما من أصحاب أبي حنيفة–

'রূম সীমান্ত, আলজিরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান, বাবুল-আবওয়াব (মধ্য তুর্কিস্থান) প্রভৃতি স্থানের সকল মুসলমান অধিবাসী আহলেহাদীছ মাযহাবের উপর ছিলেন। অনুরূপভাবে আফ্রিকার সীমান্ত, স্পেন এবং পশ্চিম সাগরের পশ্চাদবর্তী সকল সীমান্তের মুসলমান অধিবাসীবর্গ আহলেহাদীছ ছিলেন। পুনশ্চঃ আবিসিনিয়ার উপকূলবর্তী ইয়ামেনের সমুদয় সীমান্তবাসী আহলেহাদীছ ছিলেন। তবে তুরস্ক ও চীন অভিমুখী মধ্য তুর্কিস্থান সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে দুইট দল ছিলঃ একদল শাফেঈ ও একদল আবু হানীফার অনুসারী' *(উছূলুদ্দীন ১/৩১৭ পৃঃ)*।

সুবহা-নাল্লাহ! ছাহাবা (রাঃ) ও তাবেঈন (রহঃ) এমনকি মহামতি ইমামগণ পর্যন্ত যে আহলেহাদীছ মতবাদের অনুসরণ করিতেন, দুইশত হিজরী ও তাহার পরবর্তী যুগ পর্যন্ত যাহা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের হেদায়াতপ্রাপ্ত মুসলিমগণের পরিগৃহীত একমাত্র মতবাদ ছিল; যে শাশ্বত সনাতন আহলেহাদীছ মতবাদ রাসূলে কারীম (ছাঃ)-এর প্রচারিত মৌলিক ইসলামের নামান্তরমাত্র, আমাদের একদল বন্ধুর কাছে সেই আহলেহাদীছরাই নাকি লা-মাযহাব! আবার কেহ কেহ আহলেহাদীছ মতবাদের উল্লেখ নাকি ইতহাসের পৃষ্ঠাতেই খুঁজিয়া পান না! এবং কোন কোন উদারনৈতিক মহাপ্রাণ ব্যক্তি আহলেহাদীছরূপে পরিচিত হইবার দুষ্কার্যকে নাকি ফের্কাবন্দীর পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন।

انا لله وانا اليه راجعون

بری نھفتہ رخ ودیودر کرشمہ وناز!

بموخت عقل زحیرت کہ این چو بوالعجبی لست!

হিন্দ সীমান্তে আহলেহাদীছ :

১৪ হিজরীতে দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ) কর্তৃক ওছমান বিন আবিল আস (রাঃ) (মৃত ৫১হিঃ) বাহরাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার নির্দেশক্রমে সর্বপ্রথম ছাহাবাগণ ও তদীয় ছাত্রবৃন্দ বর্তমান বোম্বাই নগরীর ২১ মাইল দূরবর্তী থানা বন্দর আক্রমণ করেন *(বালাযূরী, ফৎহুল বুলদান, পৃঃ ৪৩৮)*। ১৭ হিজরীতে বছরার শাসনকর্তা মুগীরা সিন্ধুর বন্দর 'দিবলের' উপর সৈন্য পরিচালনা করেন এবং জয়লাভ করিতে সমর্থ হন *(ঐ)*। দিবল বন্দর সিন্ধুর মোহনায় অবস্থিত। ইহার সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। Le Strange বলেন, বর্তমান করাচীর পূর্ব দক্ষিণ ৪৫ মাইল দূরে সিন্ধু নদের মোহনায় 'দিবল' অবস্থিত ছিল *(Muir's Caliphate p. 353)*। Burns Burton 'ঠট্ট নগর'-কে দিবল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। Elphin stone ও Remaud করাচীকেই দিবল বলিয়াছেন। Mr. Thomas এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন *(Encyclopaedia of India, part-1. p. 902)*। বালাযূরী দিবলকে বিশাল বৌদ্ধ মন্দির বলিয়াছেন। Elliot ছাহেব তাঁহার History of India-তে দিবল

মন্দিরকে টাঙ্গামুরা নামক জলদস্যু বংশের অধিকৃত মন্দির লিখিয়াছেন। তৃতীয় খলীফা ওছমান বিন আফ্ফান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে জলপথে একদল আরব সৈন্য উপরোক্ত বন্দরগুলি দেখাশুনা করিয়া চলিয়া যায়।

৪র্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর সময় ৩৯ হিজরী হইতে হিন্দের সীমান্ত অঞ্চল সমূহের ব্যবস্থার জন্য একজন করিয়া শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতে থাকেন। ৪৪ হিজরীতে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) মুহাল্লাব বিন আবু ছুফরাকে (৭-৮০) সিন্ধুর সীমান্ত অঞ্চলের পরিদর্শক ও ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেন। তখন হইতে খেলাফতে ইসলামিয়ার অধীন সিন্ধুর শাসনকর্তার পদ স্থায়ী হয়।

মুসলমানগণকে ৪৪ হিজরীতে মুহাল্লাবের সেনাপতিত্বে সিন্ধুর সীমান্তে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল *(ইবনে কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৬/২২৩)*। ইয়াফেয়ী লিখিয়াছেন, ৪৪ হিজরীতে আব্দুর রহমান বিন সামূরা (রাঃ) কাবুল শহর জয় করেন এবং মুহাল্লাব হিন্দে সৈন্য চালনা করিয়া শত্রু দলকে পরাভূত করেন *(মাওয়াতুল জিনান ১/১২১)*।

আজ আল্লাহ্র ফযলে সিন্ধুর প্রধান নগরী করাচী দাওলতে পাকিস্তানের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে; ইসলামের ইতহাসের ইহা একটি চমৎকার ঘটনা যে, হিন্দের সর্বপ্রথম ইসলামী হুকুমতও এই সিন্ধু প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছিল। আশা করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক এবং শ্রোতৃবৃন্দের ধৈর্যচ্যুতির কারণ হইবে না।

৮৬ হিজরীতে খলীফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালেক যখন সিংহাসনারূঢ় হন, তখন হাজ্জাজ বিন মুনাব্বিহ ছাক্বাফী ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন। ন্যূনাধিক ৯০ হিজরীতে সিন্ধু নদের উপকূলবর্তী দেশ সমূহের সম্রাট ছিলেন দাহির। তিনি দিবল বংশীয় ও দিবলের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। মুলতান এবং সমগ্র সিন্ধুদেশ ও কালাবাগ পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই সময় সিংহলের মুসলিম উপনিবেশে কতিপয় আরব ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়। সিংহলের রাজা তাঁহাদের অনাথ স্ত্রী ও কন্যাদিগকে নানারূপ মূল্যবান উপঢৌকন সহ জাহাজযোগে হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করেন। দিবলের নিকটবর্তী হইলে জলদস্যুরা জাহাজের সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী ও মুসলিম মহিলাদিগকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। ঐতিহাসিক ইয়াকূৎ রুমী লিখিয়াছেন, 'একজন মুসলিম মহিলাকে যখন হিন্দে ক্রীতদাসীতে পরিণত করা হইতেছিল, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাজ্জাজকে আহ্বান করেন ও তাঁহার দোহাই দেন। হাজ্জাজ যখন ইরাকে সেই নারীর আহ্বানের কথা শ্রুত হইলেন, তখন শশব্যস্তে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে প্রত্যুত্তর দিতে থাকেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭০ লক্ষ দিরহাম ব্যয় করিয়া শেষ পর্যন্ত উক্ত মুসলিম মহিলার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন'।

হাজ্জাজ দস্যুদলের দণ্ডবিধান ও জাহাজের ক্ষতিপূরণ দাবী করেন এবং মুসলিম মহিলাদের প্রত্যার্পণের জন্য আদেশ দেন। সম্রাট দাহির উত্তর করেন যে, তিনি জলদস্যুদের দুষ্ক্রিয়ার প্রতিকার করিতে অসমর্থ। দাহির স্বয়ং দস্যুদলের সর্দার ছিলেন কিনা, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কিন্তু তৎকালে এমনকি পঞ্চম শতাব্দীর অর্ধভাগ পর্যন্ত উপকূলবর্তী সমুদয় মন্দিরগুলি দস্যুদের আড্ডা ছিল। ঐতিহাসিক আবু রায়হান বিরুণা 'কিতাবুল হিন্দে' লিখিয়াছেন, কচ্ছ ও সোমনাথের এলাকাকে বেওয়ারেজ বলার কারণ এই যে, বেড়া নামক ছোট ছোট সমষ্টিগত জাহাজ লইয়া তাহারা সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিত, *(প্রোঃ Sachau-এর ইংরেজী অনুবাদ ১/২০৮)*। দিবলের মন্দিরকে Elliot ছাহেবও দস্যুদলের অধিকৃত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আরব বিজেতাগণের দিবলের মন্দির এবং সুলতান মাহমূদের সোমনাথের মন্দির কেন প্রধান লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়াছিল, উপরোক্ত ঘটনা হইতে তাহা অনুমান করা যায়। হাজ্জাজ তাঁহার সপ্তদশ বর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বা পিতৃব্য পুত্র ইমাদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে (মৃত ৯৬ হিঃ) দাহিরের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করেন। মুহাম্মাদ বিন কাসিম ৯০ হিজরীতে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ৯৩ হিজরীতে দাহির নিধনপ্রাপ্ত হন।

মুয়র বলিয়াছেন, রাজধানী দিবল অধিকার করিয়া ইবনে কাসিম তথায় একদল সৈন্য রাখিয়া দাহিরের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং মিহ্‌রান অতিক্রম করিয়া দাহিরের সহিত প্রচণ্ড সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। দাহির তাঁহার হস্তীবাহিনীসহ পরাজয় বরণ করেন ও নিহত হন। ইবনে কাসিম ঝটিকাবেগে ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার করেন এবং আলওয়ারের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ব্যাস নদী অতিক্রম করেন ও মুলতানে হানা দেন। সুদীর্ঘ অবরোধের পর ইবনে কাসিম মুলতান জয় করিয়া লন। ইবনে কাছীর বলেন যে মুহাম্মাদ বিন কাসিম ৯৫ হিজরীতে মুলতান জয় করিয়াছেন। ইবনে জারীরের বর্ণনানুসারে ঐ সালে ইবনে কাসিম কচ্ছ ও মালওয়া অধিকার করেন। আল-বেরুণী লিখিয়াছেন যে, ইবনে কাসিম সিন্ধুতে প্রবেশ করিয়া বাহ্‌মানওয়া ও মুলস্থানা নামক নগরীদ্বয় জয় করিয়া লন। তিনি প্রথমটিকে 'আল-মনছূরা' ও দ্বিতীয়টিকে 'আল-মামূরা' নামে অভিহিত করেন। অতঃপর তিনি কনোজ পর্যন্ত প্রবেশ করেন। যাত্রাকালে গান্ধার প্রদেশের ভিতর দিয়া সৈন্য চালনা করেন এবং কাশ্মীরের ধার দিয়া প্রত্যাবর্তিত হন। যে দেশ জয় করিতেন, তাঁহার অধিবাসীবর্গকে তাঁহাদের ধর্মের উপর ছাড়িয়া দিতেন। কেবল যাঁহারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিতে চাহিতেন, তাঁহারাই মুসলমান হইতে পারিতেন।

৯৩ হিজরীতে খলীফা সুলায়মান বিন আব্দুল মালেক সিংহাসনে উপবেশন করেন। হাজ্জাজ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করায় তিনি তাঁহার উপর অতিশয় রুষ্ট ছিলেন। সুতরাং সিংহাসন লাভ করার পর তিনি হাজ্জাজের আত্মীয়-স্বজনগণের নিধনসাধনে কৃতসংকল্প হন। মুহাম্মাদ বিন কাসিম হাজ্জাজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, প্রতিনিধি ও পক্ষপাতী ছিলেন। সুলায়মান তাঁহাকে সিন্ধু হইতে ডাকাইয়া আনিয়া হত্যা করেন। খলীফা সুলায়মান কর্তৃক মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে হত্যা করার ইহাই প্রকৃত কারণ। *আর টড্* প্রভৃতি দাহিরের কন্যাদ্বয়ের নামে যে কাহিনী রচনা করিয়াছেন তাহা মুসলিম বিদ্বেষের আগুন প্রজ্জ্বলিত করার ইন্ধন মাত্র। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, মুহাম্মাদ বিন কাসিম যখন শেষবার সিন্ধু পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, বালাযূরী লিখিয়াছেন যে, সিন্ধুর অমুসলমান অধিবাসীবৃন্দ তাহাদের মহানুভব শাসনকর্তার জন্য অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে কচ্ছে ইবনে কাসিমের প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিলেন *(ফৎহুল বুলদান, পৃঃ ৪৪৬)*।

মুক্‌রান, ইমকরান বা বেলুচিস্তান ওমর ফারূকের সময় ২৩ হিজরীতে অধিকৃত হয়। হাকাম বিন আমর তগলবী নামক ছাহাবী শিহাব ইবনুল মাভারেক, সুহায়ল বিন আদী ও আব্দুল্লাহ বিন উতবান সহ মুক্‌রান নদীর উপকূলে শিবির স্থাপন করেন। মুক্‌রানের অধিপতি তাঁহার সৈন্যদলসহ নদী পার হইয়া আসেন ও মুসলিম বাহিনীর সম্মুখীন হন। কয়েক দিনব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রামের পর মুসলমানগণ জয়লাভ করেন *(ইবনে জারীর ৫/৭)*। মুহাম্মাদ বিন কাসিম কর্তৃক স্থাপিত সিন্ধুর রাজধানী সম্পর্কে শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বেশারী মাক্‌দেসী ৩৭৫ হিজরীর লিখিত তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে বলেন, অধিবাসীবর্গ যোগ্য ও সদাশয়। এই স্থানে ইসলাম সজীব আছে এবং বিদ্যা ও বিদ্বানগণ বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা ধীশক্তি সম্পন্ন, পুণ্যবান ও ধর্মভীরু। অমুসলমানগণ প্রতিমাপূজক, মুসলমানগণ অধিকাংশই আহলেহাদীছ। মানছূরা রাজ্যের বড় বড় নগরে অল্প সংখ্যক হানাফীও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু মালেকী ও হাম্বলী আর মু'তাযিলা মাযহাবের লোক একদম নাই। মানছূরার অধিবাসীবর্গ সরল ও সঠিক মাযহাবের উপর কায়েম আছেন। তাঁহাদের ভিতর সচ্চরিত্রতা ও ধর্মপরায়ণতা বিদ্যমান আছে *(আহসানুত তাক্বসীম ফী মা'রেফাতি আকালীম, পৃঃ ৪৮১)*। ৩৬৭ হিজরীতে ইবনে হাওকাল বাগদাদী মুলতানে উপস্থিত হন। তখনো মুলতানের মুসলমান আহলেহাদীছ ছিলেন।

বন্ধুগণ! ছাহাবা ও তাবেঈগণ কর্তৃক বিজিত অন্যান্য দেশের ন্যায় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত হিন্দ ভূমিও যে আহলেহাদীছ অধ্যুষিত ছিল, আপনারা ঐতিহাসিকভাবে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরবর্তীকালে এই দেশে কী কী কারণে আহলেহাদীছ মতবাদ ও ইলমে হাদীছের আন্দোলন মন্থর হইয়া যায়, তাহার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক; আমি আমার বিরচিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাস'-এ তাহা সবিস্তার লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ছাহাবা, তাবেঈন ও

তদীয় আহলেহাদীছ শিষ্যমণ্ডলীর সাহায্যে সকল দেশ বিজিত হইয়াছিল। তথায় ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও শিক্ষা শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল। কুরআন ও সুন্নাতের পবিত্র প্রভাবে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিজিত জাতি ও দেশসমূহের ধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গীকে আমূল পরিবর্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ইসলাম পারসিক, তুর্কী, গজনভী, সলজোকী, গওরী, মোগল ও আফগানদের মারফত বহু পথ ঘুরিয়া এবং বহু হস্তে ফিরিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন হিন্দ ভূমিতে প্রবেশ করে, তখন মুহাম্মাদী ইসলামের সম্মোহন ও আকর্ষণ শক্তি মুসলমানগণ হারাইয়া ফেলেন। গগনচুম্বী প্রাসাদ, সুবর্ণ সিংহাসন, বাগে-ফেরদওস্ এবং অতুলনীয় সমাধিসৌধ তাঁহারা অল্পই সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-এর প্রতি এই ঔদাসীন্যের ফলেই আজ দিল্লীর জামে মসজিদ, কুতুব মিনার, আগ্রার তাজমহল এবং আজমীরে খাওয়াজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তির এবং দিল্লী, পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের শত সহস্র মুসলিম মনীষী ও সাধকদলের রওযার দাবী পাকিস্তান রাষ্ট্রকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। দুই শত বৎসর পূর্বে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন :

تا انقراض دولت شام ھیچ کون خودرا حنفی شافعی نمی گفت' بلکہ ادلہ را بروفق مذھب اصحاب خود تاویل می کردند، در دولت عراق ھو کسے برائے خود نامی معین نمود' تانص اصحاب خود نیابد، بادلہ کتاب و سنت بکم تکند ، اختلافی کہ مقتضائے تاویل کتاب وسنت لازم می آمد، في الحال محکم الاساس گشت، چون دولت عرب امنتقاض گشت ومردم دربلاد مختلفہ افتادند، ھریکے انچہ زمذھب یاد کردند بود، ھمانرا اصل ساخت ولنبچیہ مذھب مستنبط سابق بود، والحال سنت مستقرہ شد، علم ایشان تخریج بر تخریج تفریع بر تفریع، دولت ایشان مانند دولت مجوسی الا انکہ نماز غزار ند ومتکلم بکلمہ شھادت می شدند، مامردم درزمانہ ھممین تغیرپیدا شدیم دانیم خدائے تعالی بعد ازین چہ خراستہ است؟

'উমাইয়া বংশীয়দের রাজত্বের বিধ্বস্তিকাল পর্যন্ত কোন মুসলমান নিজেকে হানাফী বলিতেন না। স্ব স্ব গুরুগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা করিতেন। আব্বাসী খলীফাদের শাসনযুগে মধ্যভাগের প্রত্যেকেই নিজেদের জন্য এক একটি করিয়া নির্দিষ্টরূপে নাম বাছিয়া লইলেন এবং স্বীয় গুরুগণের উক্তি না পাওয়া পর্যন্ত কুরআন ও হাদীছের নির্দেশ মান্য করার রীতি পরিহার করিলেন। কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা লইয়া যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল, এক্ষণে সেই মতভেদ মাযহাবের বুনিয়াদ রূপে দৃঢ় হইল। আরব রাজত্বের অবসানের পর (৬৫৬ হিঃ) মুসলমানগণ বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িলেন। প্রত্যেকে স্ব স্ব মাযহাবের যতটুকু অংশ স্মরণ রাখিতে পারিয়াছিলেন, তাহাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিলেন আর যাহা পূর্ববর্তীগণের উক্তির সাহায্যে পরিকল্পিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহা অবিসম্বাদিত সুন্নাতরূপে পরিগৃহীত হইল। ইহাদের বিদ্যা হইতেছে এক অনুমানের উপর গঠিত আর এক অনুমান। এক পরিকল্পনার ভিত্তির উপর নির্মিত আর এক পরিকল্পনা, যাহা পুনশ্চ তাহাকে অবলম্বন করিয়া হয় আর এক অনুমান গঠিত। ইহাদের রাজত্ব অগ্নিপূজকদের ন্যায়। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, ইহারা ছালাত আদায় করে ও শাহাদতের কালেমা উচ্চারণ করিয়া থাকে! আমরা এই যুগ সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, জানি না অতঃপর আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় কী?' *(ইযালাতুল খাফা, ১/১৫৮ পৃঃ)*।

শাহ ছাহেব এই দেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ববর্তী অবস্থার জন্য বিলাপ করিয়াছেন। কিন্তু তখনো মুসলমানরা ছালাত আদায় করিত ও শাহাদত মন্ত্র উচ্চারণ করিত। দুইশত বৎসর যাবৎ ইংরাজী গোলামীর জগদ্দল নিষ্পেষণে আজ আমাদের নৈতিক অবস্থার যে ভয়াবহ পতন ঘটিয়াছে, ছালাত ও উহার জামা'আতের প্রতিষ্ঠার প্রতি মুসলিম জননায়ক ও সংস্কারকদের যে নিদারুণ অশ্রদ্ধা ও অবহেলা দেখা যাইতেছে। শাহ ছাহেব আমাদের বর্তমান ভয়াবহ ও মারাত্মক অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে যে কি মন্তব্য করিতেন কে জানে?

অনুমানের উপর অনুমান ও পরিকল্পনার ভিত্তির উপর পরিকল্পনার কার্যে কুরআন ও সুন্নাতের মৌলিক এবং সার্বভৌম প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু অনুমান ও পরিকল্পনার জন্য আংশিক ভাবেও ইজতেহাদ বা Assertion এর শক্তি কখনো সঞ্জীবিত ছিল এবং অনুমান যতই বেঠিক হউক, কুরআন ও সুন্নাতের অপ্রত্যক্ষ সংযোগের দাবী কেহই পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু বড়ই পরিতাপের কথা যে, আজ যেরূপ একদল নবুয়তের ন্যায় ইজতেহাদের অবিদ্যমানতার কথা ঘোষণা করিতেছেন এবং সকল প্রকার নবজাত রাষ্ট্রীয়, তামাদ্দুনী ও অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য ছয়শত হইতে হাযার বৎসর পূর্বকার অচল ও নিষ্ফল অনুমান ও সিদ্ধান্ত সমূহের আশ্রয় লইতে উপদেশ দিতেছে, সেইরূপ আর একদল ক্বিয়াস ও ইজতেহাদের ভিত্তি এবং সমুদয় শর্তের সকল বালাইকে অস্বীকার করিয়া নাস্তিকতা, ইলহাদ, Secularism, Imperialism, Nationalism-Communism, Capitalism প্রভৃতির ভিত্তিতে গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং কুরআন ও সুন্নাতের সর্বযুগীয় উপযুক্ত ও সার্বজনীনতার অচলতা সাব্যস্ত করিতেছেন।

لانہ ساغر گیر و نرگیس مت وبر ما نام فسق!
داورے خواھم مگر بارے کرا داورگنم!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল ব্যবহারিক বৈষম্যের ভিত্তিতে মুসলিম জাহানকে নানারূপ দলে ও গোষ্ঠিতে বিভক্ত হইতে না দিয়া কুরআন ও সুন্নাতের ভারকেন্দ্রে সমগ্র মুসলমানকে একত্রিত (Consolidate) করা এবং মুসলিম জাতি গঠিত করা। কিন্ত আহলেহাদীছ মতবাদ হইতে বিচ্যুতি ঘটায় অতিভক্তি ও অতিবিদ্বেষের মড়ক জাতীয় জীবনে প্রবেশ লাভ করে। এই রোগের নিদারুণ পরিণতি স্বরূপ শী'আ-সুন্নীর যুদ্ধ ও মাযহাব চতুষ্টয়ের উদ্দাম অবিশ্রান্ত ও নির্মম আপোষ সংঘর্ষ মুসলিম জগতের দিকে দিকে আরম্ভ হইয়া যায়। এই কাহিনী অতিশয় হৃদয়বিদারক। ইহার বিস্তৃত আলোচনার এখন সময় নাই। সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, হানাফী ও শাফেঈ সংঘর্ষের বিষময় ও ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপ সপ্তম হিজরীর মধ্যভাগে তাতারী নর রাক্ষসের দল মুসলিম জাহানে হানা দেয় এবং কোটি কোটি মুসলমানকে হত্যা করে। ৬৫৬ হিজরীতে হালাকু খান বাগদাদে প্রবেশ করিয়া খলীফাতুল মুসলিমীন এবং ৮ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করে এবং সাতশত বৎসরের সঞ্চিত ও সংগৃহীত জ্ঞান ও রত্ন ভাণ্ডার জ্বালাইয়া পোড়াইয়া লুট করিয়া অবশেষে দজলার বুকে ডুবাইয়া দেয়। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ তদীয় রেসালায়, ইমাম ইবনুল ইয্ দামেস্কী হানাফী হেদায়ার টীকা 'তমবীহাৎ' নামক গ্রন্থে এবং আল্লামা সৈয়দ রশীদ রিযা 'কিতাবুল মুহাবেরাৎ' নামক পুস্তকে ও 'তাফসীর আল-মানার'-এ হানাফী এবং শাফেঈদের মাযহাবী কোন্দলকে এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার মূল কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

ইবনে আবিল হাদীদ 'নিহিজ্জুল বালাগাহ' গ্রন্থের ভাষ্যে লিখিয়াছেন : খোরাসানেও বাগদাদের মত হানাফী ও শাফেঈদের মধ্যে কলহ ও সংঘর্ষ তুমুলভাবে চলিতেছিল। হালাকু তখনো খিলাফতে ইসলামীয়ার চতুঃসীমা অতিক্রম করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছিল। কিন্তু তুস শহরের হানাফীরা শাফেঈদের যিদে পড়িয়া হালাকুকে আমন্ত্রিত করিল এবং নগরের সিংহদ্বার নিজেরাই খুলিয়া দিল। খলীফাতুল মুসলিমীনের শী'আ উযীর ইবনু আল-কামী স্বয়ং হালাকুকে বাগদাদে ডাকিয়া আনিয়াছিল।

বাগদাদের পতনের পর হইতে মুসলমানদের জাতীয় জীবন ক্রমশঃ অধিকতর জটিল ও ভারাক্রান্ত হইতে থাকে। কুরআন ও হাদীছের কেন্দ্র হইতে বিচ্যুতি ঘটিবার সাথে সাথে রাষ্ট্রিক কেন্দ্রও মুসলমানরা হারাইয়া ফেলেন। তাওহীদের স্থলে বহুরূপী শিরক, ইজতিহাদের (Assertion) স্থানে তাক্বলীদ এবং জাতীয় স্বার্থ, সংহতি ও সংগঠনের

পরিবর্তে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচার এবং ফের্কাবন্দী মুসলমানদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। সপ্তম শতক হইতে ইসলামের প্রথম সহস্রকের অব্যবহিতকাল পর পর্যন্ত যে সকল মুজাদ্দিদ ও সংস্কারক **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-এর নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, শায়খুল ইসলাম ইমামুল হুদা ইমাম তাক্বীউদ্দীন ইবনে তায়মিয়াহ ও মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খুল ইসলাম আহমাদ সারহিন্দ-এর নাম তাঁহাদের সকলের পুরোভাগে উল্লেখযোগ্য। পুঁথি বাড়িয়া যাওয়ার ভয়ে আমি এখন হিন্দের **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-এর কথাই শুধু আলোচনা করিব।

বিংশ শতকের হিন্দী ঐতিহাসিক আল্লামা শিবলী তৎকালীন হিন্দী মুসলমানগণের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : 'ইসলামী সংস্কৃতির সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধিত হইয়াছিল। মোগল দরবারের সাধারণ পোষাক ছিল ঘেরদার পাজামা আর হিন্দুয়ানী পাগড়ী। হিন্দু রাজাদের মত মুসলমান আমীর উমারা ও বাদশাহরা অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। সালামের পরিবর্তে সিজদা ও দণ্ডবৎ প্রচলিত হইয়াছিল। মুসলমানেরা অসঙ্কোচে হিন্দুদিগকে কন্যাদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল' *(আওরঙ্গযেব আওর আলমগীর পার এক নযর, পৃঃ ৫২)*। আক্বাইদ ও মতবাদের দিক দিয়া মুসলমানগণ যে কত দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। শী'আ, নাসেবী, মু'তাযিলা, জাহ্‌মিয়া, মুরজিয়া, মু'আত্তিলা ও মুশাব্বিহা প্রভৃতি পুরাতন দল ব্যতীত শুধু তাছাওউফের নামে শতাধিক দলের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। জুনায়দিয়া, আদহামিয়া, মওলবিয়া, হাল্লাজিয়া, ওযূদিয়া, আহমাদিয়া, কলন্দরিয়া, মাদারিয়া, নিযামিয়া। এছাড়া শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ তদীয় গ্রন্থে শোহাগী, সন্দ্রোশী ও ঋষী প্রভৃতি ৮টি অভিনব দলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন *(তাফহীমাতুল ইলাহিয়াহ ১/১১২-১১৫ পৃঃ)*। বাঙ্গালায় ফকীর ও দেহতত্ত্বের নামে যে সকল দলের উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করিতেছি : বাউল, সাহেবধনী, সত্যধর্মী, নাগর্দ্দী, কীর্তি, নিয়া, চিত্রকার, ন্যাড়া, মালেকানা, মোতিয়া, মোমেনা, শেখজী, মওলিছালাম সংঘর, সংযোগী, কবিরপন্থী, দাউদপন্থী, পাঁচপীরিয়া, জালালিয়া, বদরশাহী ইত্যাদি'। প্রুশিয়ার বন ইউনিভার্সিটির Semetic philology-এর প্রফেসর *রেভারেন্ড হর্টন* বলেন যে, ৮ শত হইতে ১১ শত খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অন্ততঃ একশতটি ধর্মীয় মতবাদ ইসলামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল *(মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, পৃঃ ২৫০-৪০০)*।

ন্যাশনালিষ্ট মুসলমানগণের আদর্শ মানব সম্রাট আকবরের সময়ে হিন্দ ভূমিতে এক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে আরবী ভাষা, ফিক্‌হ, তাফসীর ও হাদীছের পঠন ও পাঠন নিষিদ্ধ এবং হিন্দু সাহিত্য ও হিন্দি ভাষা অবশ্যই পাঠ্য করা হয়। আকবর স্বয়ং প্রত্যহ সূর্যের সহস্র ও এক নাম জপ করিতেন। তিলক ফোটা কাটিতেন ও উপবীত ধারণ করিতেন, গরু ও গোবরের পূজা করা হইত, সালামের পরিবর্তে মৃত্তিকা চুম্বন প্রবর্তিত হইয়াছিল। আর মদ্যপান করার অনুমতি এবং তজ্জন্য উৎসাহ প্রদত্ত হইত। স্ত্রী সহবাসের স্নান ও খাৎনার প্রথা রহিত করা হইয়াছিল, পর্দা ও হিজাব আকবর তুলিয়া দেন এবং গরু কুরবানী কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়। মসজিদ ও মাদরাসা সমূহ জনমানবশূন্য হইয়া পড়ে। বিস্তারিত জানিতে হইলে মোল্লা আব্দুল কাদের বাদায়ূনীর ইতিহাস পড়িয়া দেখুন *(Reconstruction of religious thought, P-228)*।

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় হিন্দে মুসলমানদের জাতীয় জীবনের সূর্যে কিরূপভাবে রাহুগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাধক চুড়ামণি, আলেমকুল গৌরব, সত্যবাদিগণের অবিসংবাদিত নেতা মুজাদ্দিদে আলফেছানীর (৯৭১-১০৩৪ হিঃ) বাচনিক শ্রবণ করুন :

غربت اسلام نزدیک پک قران بنہج قرار یافتد است کہ اہل کفر بمجرد اجراے
احکام کفریہ یوملادر بلاد اسلام راضی نمی شوند، من خواهند کہ اسلام بالکل زائل
گردند واثرے آز مسلماني ومسلمانی پیدا ندش ود کار تابعی مرحد رسانید واندکسہ
مسلمانے آز شعائر اسلام الهارۃ فماید بقتل من رسد.

'প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া ইসলামের দুর্গতি এরূপ চরমে পৌঁছিয়াছে যে, কাফেরের দল কুফরী বিধানসমূহ ইসলামী রাজ্যে প্রকাশ্যভাবে বলবৎ করিয়াই সন্তুষ্ট নহে-ইসলামের নির্দেশগুলিকে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলাই তাহাদের অভিপ্রায়। যাহাতে মুসলমানগণের মুসলমানির কোন চিহ্নই প্রকাশ হইতে না পারে। তাহারা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, কোন মুসলমান ইসলামের কোন সংস্কার যদি প্রকাশ্যভাবে প্রতিপালন করে, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করা হইয়া থাকে'।

সাড়ে তিনশ' বৎসর পরেও অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্ব ইউরোপীয় গণতন্ত্র এবং রাশিয়ার কমিউনিজম প্রভৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গী ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও হিন্দু ভাইদের রুচি, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও ইসলাম বিদ্বেষের যে কোন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। হিন্দু ভ্রাতারা অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ন্যাশনালিজম পরম সহিষ্ণুতা, অহিংসা ও সকল ধর্ম মতবাদ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সংরক্ষণের যে বড় বড় বুলি আওড়াইয়া আসিতেছিলেন, আজ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর তাঁহাদের রাজ্যে হতভাগ্য মুসলমানের বেলায় তার কোন একটার সত্যতা ও যথার্থতা তাঁহারা প্রমাণিত করিতে পারিয়াছেন কি? কিন্তু হিন্দুদের মজ্জাগত ও ঐতিহাসিক ইসলাম বিদ্বেষ ও পরধর্ম ভয়াবহ নীতি বিস্ময়ের বিষয় নয়। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, তথাকথিত ন্যাশনালিষ্ট মুসলমানরাই হিন্দুদের যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অভিলাষকে সার্থক করিয়া তোলার বা মিশনারী সাজিয়াছেন। সর্বস্বান্ত হিন্দুয়ানী মুসলমানদিগকে আজ পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িকতা ও আত্মবিস্মৃতির যে সকল সদুপদেশ তাঁহারা বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা শুনিয়া অতি বড় নির্লজ্জকেও মাথা হেঁট করিতে হয়।

যাহারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক তাহারা যেমন পাকিস্তানী, হিন্দুস্তান রাষ্ট্রের অধিবাসিবৃন্দও ধর্ম, গোত্র ও বর্ণ নির্বিশেষে যে সেইরূপ হিন্দুস্তানী। একথা কাহারো নিকট হইতে শিখিবার বিষয় নয়। কিন্তু মুসলমানের পরিবর্তে হিন্দুস্তানী বা পাকিস্তানী হইবার প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে স্বভাবতঃ বুঝা যায় যে, মুসলমান হওয়া হিন্দুস্তানী বা পাকিস্তানী হইবার পরিপন্থী এবং সম্পর্ক দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ। সুতরাং একটিকে বাছিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু সম্রাট আকবরের অন্ধ অনুসারীদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আকবরের ইসলাম বৈরী নীতিও হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই এবং তাঁহার সুর্যোপসনা মহারাষ্ট্রের হিন্দু রাজন্যবর্গকে সান্ত্বনা দিতে সক্ষম হয় নাই। যে জাতি ভারতের মুক্তির আন্দোলনের অগ্রনায়ক গান্ধীকে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই এবং হত্যাকারী নরপিশাচদিগকে আজ পর্যন্ত যে জাতি রক্ষা করিবার জন্য কৃতসংকল্প, ভারত ডমিনিয়নের মুসলমানরা হিন্দুস্তানী বলিয়া খাতায় নাম লিখাইলেই যে সেই হিন্দুরা তাহাদিগকে সহজে নিস্কৃতি দিবে, ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু ন্যাশনালিজমের মুসলিমরূপী অবতারদের দোষ দিয়া লাভ কী? কবি রুমীর ভাষায় তাঁহারা বাঁশী ছাড়া কিছুই নন, বংশীবাদকরা যে সুর ভাঁজিতেছেন বাঁশীর মুখে তাহাই ঝঙ্কৃত হইতেছে।

لغمہ از لائی ست نشے آز لشی بدان
متي آز سافی است لئے ازمشے بدان

প্রকৃত কথা এই যে, সুন্নাতের আদর্শ অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইসলাম ও কুফরে Confederation স্থাপিত হইতে পারে বটে, কিন্তু উভয়ের সংযোগে এক অখণ্ড জাতি গঠন করার ফর্মূলা ভ্রান্তিমূলক ও অচল। মুজাদ্দিদে আলফে ছানী কুফর ও ইসলামের খিচুড়ি একজাতীয়তার ফর্মূলার কঠোর প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন :

'রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর অনুসরণের তাৎপর্য হইতেছে ইসলামী আদেশের অনুসরণ ও কুফরী প্রথা সমূহের বিলোপ সাধন। ইসলাম ও কুফর পরস্পর বিরুদ্ধভাবে সম্পর্কিত, একের প্রতিষ্ঠায় অপরের ধ্বংস অনিবার্য; পরস্পর বিপরীত দুই বস্তুর সম্মিলন সম্পূর্ণ অসম্ভব। একের গৌরব বৃদ্ধির কারণ হইবে, অবশ্যম্ভাবীরূপে তাহারা ইসলামকে লাঞ্ছিত করিবে। কাফের দলের সহযোগ আবশ্যক বিবেচিত হইলে তাহাদের

চিরন্তন বিশ্বাসঘাতকতার অভ্যাসকে মনে রাখিয়া তাহাদের সহিত প্রয়োজনমত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর যাহারা শত্রু, তাহাদের সহিত প্রণয় ও ঘেঁষাঘেঁষি গুরুতর পাপরাজির অন্যতম। ইহার সর্বনিম্ন ক্ষতি এই যে, ইহার দ্বারা শরী'আতের প্রতিষ্ঠা ও কুফরী সংস্কার সমূহের উচ্ছেদ সাধনের কার্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিদ্রূপ করা কাফেরদের স্বভাব। সুযোগ পাইলেই মুসলমানদিগকে ইসলাম হইতে টানিয়া বাহির করিতে অথবা তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে হত্যা করিতে কিংবা শুদ্ধি করিয়া লইতে তাহারা কৃতসংকল্প। অতএব মুসলমানদেরও আত্মসম্মানবোধ থাকা উচিত। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, লজ্জা ও আত্মসম্মানবোধ ঈমানের অন্যতম লক্ষণ *(বুখারী হা/২৪)*।

মুজাদ্দিদের কর্মবহুল জীবনকথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা এখন সম্ভবপর নয়। ইলায়ে কালেমাতুল হক্বের জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি কারাবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার তাজদীদী কার্যাবলীর কয়েকটি শিরোনাম এই স্থানে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।

(১) জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগে হিন্দ ভূমিতে কুফরী প্রভাবের অবসান ঘটাইয়া শারঈ শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

(২) সিজদা ও দণ্ডবৎ প্রথার উচ্ছেদ।

(৩) অদ্বৈতবাদ বা ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের খণ্ডন।

(৪) বাদ্যভাণ্ড ও নৃত্যগীতের প্রতিবাদ।

(৫) হাদীছের পঠন ও পাঠন এবং সুন্নাতের প্রতিষ্ঠাকল্পে উৎসাহ দান।

(৬) নিছক ছূফীগিরির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া শরী'আতের অনুসরণের জন্য আহ্বান।

(৭) তাক্বলীদ ও অন্ধ গতানুগতিকতার প্রতিবাদ।

(৮) মীলাদ ও অন্যান্য বিদ'আতের খণ্ডন।

(৯) জাতি গঠন ও জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ কল্পে আহ্বান।

মুজাদ্দিদের উক্তি শ্রবণ করিয়া কোন বাস্তবাগীশ ধারণা করিতে পারে যে, ইসলামী স্টেটের যে সকল অমুসলমান প্রজা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করাই ইসলামী বিধান। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। ইসলামী আদর্শবাদের নিধনকল্পে এবং ইসলামী স্টেটের বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্র করিতে যে সকল অমুসলমান অভ্যস্ত মুজাদ্দিদের বর্ণিত ব্যবস্থা তাহাদের উপর প্রযোজ্য। কিন্তু যে সকল অমুসলমান ইসলামী স্টেটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে এবং বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র যাহাদের স্বভাব নয়, তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করাই কুরআনে নির্দেশিত হইয়াছে। কুরআনের পরিগৃহীত নীতি এই যে,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

'যাহারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মের বৈষম্যের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না এবং তোমাদিগকে তোমাদের গৃহ হইতে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় না, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করেন নাই। বস্তুতঃ আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠগণকে ভালবাসেন' *(মুমতাহানা ৬০/৮)*। স্বজাতি প্রীতির জন্য ন্যায়বিচারে ব্যতিক্রম করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কুরআনের নির্দেশ এই যে, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى 'কোন জাতির পক্ষপাতিত্ব যেন তোমাদিগকে ন্যায়বিচার না করার জন্য প্ররোচিত না করে। সকল সময়ে ন্যায়বিচার করিবে, ইহাই তাক্বওয়ার নিকটবর্তী আচরণ' *(মায়েদা ৫/৮)*। ইসলামী স্টেটের অমুসলমান প্রজার রক্তের মূল্য একজন মুসলমানের রক্তের সমতুল্য। আর তাহার ক্ষতিপূরণের (Compensation) পরিমাণ মুসলমানের দিয়তের সমান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং অমুসলিম প্রজাকে হত্যা করার জন্য মুসলমান হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের জনৈক মুসলমান জাবরা নামক স্থানের জনৈক অমুসলিম প্রজাকে হত্যা করায় ওমর ফারূক (রাঃ) অপরাধীকে মৃত ব্যক্তির অমুসলমান আত্মীয়-স্বজনদের হস্তে সমর্পণ করেন এবং তাহারা মুসলমান অপরাধীকে মারিয়া ফেলে আলী মর্তুযা (রাঃ)-এর শাসনকালেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। কিন্তু নিহত অমুসলমানের আত্মীয়বর্গ হত্যার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিয়া অপরাধীকে ছাড়িয়া দেয়। দেশরক্ষার (Defence) জন্য সৈন্যদলে ভর্তি হওয়া মুসলমান নাগরিকদের জন্য অবশ্য কর্তব্য (Compulsory)। কিন্তু অমুসলমান প্রজাদের জন্য নয়। তাহাদের রক্ষা ও হেফাযতের জন্য ওমর ফারূকের সময়ে ধনীদের নিকট হইতে মাথা পিছু মাসিক ১ টাকা, মধ্যবিত্তগণের নিকট হইতে ১০ আনা ও শ্রমজীবীদের নিকট হইতে ১০ চারি আনা করিয়া ট্যাক্স লওয়া হইত। শিশু, নারী, পাগল, অন্ধ, আতুর, বৃদ্ধ, চিররোগী, দাসদাসী এবং ধর্মযাজকদের নিকট হইতে উক্ত ট্যাক্স আদায় করার শরী'আতে বিধান নাই। যাহারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম, শুধু তাহাদের জন্য উক্ত ট্যাক্সের ব্যবস্থা আছে। ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীভূত (Concentration) হওয়া আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় জেনারেল আবু উবায়দাহ (রাঃ) অমুসলমান প্রজাবৃন্দকে তাহাদের ট্যাক্স ফিরাইয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের হিফাযতের প্রতিভূ স্বরূপ তোমাদের নিকট হইতে জিযিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল। এক্ষণে সে দায়িত্ব বহন করিতে অসমর্থ হওয়ায় তোমাদের ট্যাক্স তোমাদিগকে ফেরত দেওয়া হইল।

ইসলামী হুকুমতে দণ্ডবিধি আইনে মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ নাই। চুরি, ব্যভিচার প্রভৃতি অপরাধের জন্য উভয় শ্রেণীর নাগরিকের নিমিত্ত তুল্যদণ্ড নির্দেশিত হইয়াছে। আলী মর্তুযার (রাঃ) উক্তি :

'তাহাদের ধন আমাদের ধনের ন্যায়' اموالهم كاموالنا অনুসারে দেওয়ানী কার্যবিধিতেও মুসলমান ও অমুসলমান প্রজার মধ্যে তারতম্য নাই। এমনকি অমুসলমান প্রজার মদ্য ও শূকর যদি কোন মুসলমান প্রজা নষ্ট করে ইসলামী বিধানমত তাহাকে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। ইসলামী স্টেটে অমুসলমান প্রজাদের ব্যবহারিক বিষয়সমূহ তাহাদের শাস্ত্র অনুসারে মীমাংসিত হইবে। যে সকল বিষয় তাহাদের শাস্ত্র অনুসারে বিধিসঙ্গত অথচ ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ সে সকল কার্য অমুসলমান প্রজারা আপনাপন জনপদে স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবে। ইসলামী স্টেটের অন্তর্গত মুসলিম নগরী সমূহের অমুসলমানদের পুরাতন দেবালয় ও মন্দিরগুলি সুরক্ষিত থাকিবে। ভাঙ্গিয়া গেলে সেই স্থানে সেগুলি তাহারা সংস্কার করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু নূতন দেবালয় ও মন্দির প্রভৃতির নির্মাণ কার্য স্টেটের সম্মতি সাপেক্ষ হইবে'।

এই বিষয়টি একটু সবিস্তার আলোচনা করার উদ্দেশ্য এই যে, পাকিস্তানকে ইসলামী স্টেটে পরিণত করা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞের দল নানারূপ সন্দেহের অবতারণা করিয়া থাকেন। কোন দায়িত্ব সম্পন্ন লোকের মুখে আমরা এরূপ কথাও শুনিয়াছি যে, ইসলামী বিধান অনুসারে অমুসলমান নাগরিকদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা সম্ভবপর হইবে না। কাজেই পাকিস্তানের জন্য সুইজ, ব্রিটিশ, রাশিয়ান, আমেরিকান বা হিন্দুস্তানী Consitution ধার করিতে হইবে। অজ্ঞতা অন্যতম শত্রুর নাম। স্বীয় বিকৃত রুচিকে পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া যাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত করে, তাহারা যে কোন ব্যক্তি হউক না কেন, তাহাদের অপেক্ষা ইসলামের বড় শত্রু আর কেহ নাই। আমরা চ্যালেঞ্জ করিতেছি। ইসলামী বিধান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বর্তমান যুগের কোন আন্তর্জাতিক Consitution-এর সন্ধান কেউ দিতে পারেন কি? *[ক্রমশঃ]*

[আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রণীত 'আহলেহাদীস পরিচিতি' শীর্ষক বই থেকে সংগৃহীত, পৃঃ ৪৫-৭১ পৃঃ।]

অস্থিতিশীল বাংলাদেশ : উত্তরণের উপায়

-আকরাম হুসাইন

শুরুর কথা :

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিগত প্রায় ৪২ বছর যাবৎ আমরা তথাকথিত গণতন্ত্রের ফাঁদে বসবাস করছি। প্রত্যেক নির্বাচনের সময় দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ চরম অস্থিতিশীল হয়। এবারও আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে এক অশনি সংকেত দৃশ্যমান। এখন তা এক চরম অস্থিতিশীলতার রূপ ধারণ করেছে। একদিকে চলছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের দফায় দফায় ডাকা সহিংস, জ্বালাও-পোড়াও হরতাল ও অবরোধ; অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতারা চালাচ্ছেন কথিত নির্বাচনী অপতৎপরতা। ফলে নির্বাচনকে ঘিরে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, মানবাধিকারসহ সব কিছুই আজ চরম হুমকির মুখে। তাই জাতি আজ চরম সঙ্কটে নিমজ্জিত। অথচ ক্ষমতাসীন দল সর্বদলীয় সরকার গঠন করে সংবিধান অনুযায়ী আগামী ৫ জানুয়ারী ২০১৪ রবিবারে জাতীয় নির্বাচন করবে মর্মে ঘোষণা করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বর্তমান সরকারের অধীনেই অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন ও বিরোধীদলীয় নেত্রী বলছেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন কোন সরকারের অধীনে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করবে না। বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ বারবার বলছেন, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোন দলীয় সরকারের অধীনে কিংবা রাষ্ট্রপতি বা স্পীকারের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি তো অংশগ্রহণ করবেই না; বরং ওই ধরনের কোন নির্বাচন হতেও দেওয়া হবে না। ফলে নির্বাচনী তফসীল ঘোষণার পর থেকে টানা অবরোধ পালন করে ১৮ দলীয় জোট দেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। ধারাবাহিক কঠোর কর্মসূচীতে স্থবির হয়ে পড়েছে দেশের মেরুদণ্ড অর্থনৈতিক কাঠামো।

অপরদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, কোন্ সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে তা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় পরিষ্কার নয়। অন্যদিকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসাইন মুহাম্মাদ এরশাদ বলেছেন, সব দল অংশ না নিলে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার দল অংশগ্রহণ করবে না। ফলে নির্বাচন বয়কট করার ঘোষণায় তাকে বাগে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ক্ষমতাসীন দল। মনে হচ্ছে দুর্গন্ধময় রাজনৈতিক অঙ্গন এখন উন্মাদদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। ফলে সমঝোতার কোন লক্ষণই পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

এমতাবস্থায় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা পুনরায় ১/১১-এর আবির্ভাবের আশঙ্কা ব্যক্ত করছেন। তাই বর্হিবিশ্বের বিভিন্ন অংশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, কানাডা, রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘসহ আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলো প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বিভিন্নভাবে সমঝোতার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব অস্কার ফার্নান্দেজ তারানকো বাংলাদেশে তার ছয় দিনের সফরে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক দলের সাথে দফায় দফায় বৈঠক করেও কোন সমাধান না করেই অবশেষে নিরাশ হয়ে ফিরে গেছেন।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কুৎসিত চরিত্র :

রাজনৈতিক নেতাদের আসল চরিত্র ফুটে উঠে নির্বাচনের সময়। তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হেন কাজ নেই যা করতে পারে না। যেমন আজকে মতিয়া চৌধুরী, হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন হলেন বর্তমান সরকারের পরম বন্ধু ও অভিভাবক। তারা একই মঞ্চে বসে দেশ পরিচালনা করছেন। আর জামায়াত হল তাদের চরম শত্রু। অথচ এক সময় জাসদের হাযার হাযার তরুণকে বঙ্গবন্ধুর রক্ষীবাহিনী হত্যা করেছিল। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে গণবাহিনী সৃষ্টি করে বহু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে যার হাত এক সময় রক্তাক্ত হয়েছিল, সেই হাসানুল হক ইনুই এখন আওয়ামী লীগের কর্ণধার। আজকের কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, ১৯৭৩ সালে বায়তুল মুকাররমের এক জনসভায় ভাষণে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব'। যারা গোপনে বঙ্গবন্ধুর শত্রু বা বৈরী ছিল, এখন তারাই আওয়ামী সরকারের সবচেয়ে বেশী প্রিয় ও কাছের মানুষ। গত ১৫ বছর পূর্বেও জামায়াত ছিল আওয়ামী লীগের সুহৃদ বন্ধু। ১৯৮৬ সালে এরশাদের পাতানো নির্বাচনে বিএনপিকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ ও জামায়াত একসঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। এরপরই এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াত একসঙ্গে যুগপৎ আন্দোলন করেছেন। এরূপ কুৎসিত চরিত্রের প্রশংসা করার ভাষা খুঁজে পাওয়া যাবে কি? জামায়াত বিএনপিকে সমর্থন দিলে তাদের উপর আওয়ামী লীগ ক্ষুব্ধ হয়। ফলে ১৯৯২ সালে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠন করে গোলাম আযমের ফাঁসির দাবীতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সামনে গণ আদালত বসানো হয়। সে কারণেই বিএনপি সরকার জামায়াতের গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে। তখন বিএনপির উপর জামায়াত ক্ষুব্ধ হয়। ফলে ১৯৯৬ সালে বিএনপির বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে জামায়াত ও আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনা গোলাম আযমকে তাসবীহ, জায়নামায ও কুরআন মাজীদ উপহার দিয়ে দো'আ নেন। এই হল আমাদের দেশের সেক্যুলার ও ইসলামী

রাজনীতির প্রকৃত চরিত্র। ক্ষমতার মোহে কে স্বৈরাচার, কে দেশদ্রোহী, কে যুদ্ধাপরাধী, কে সন্ত্রাসী পরস্পরকে চিনতে পারে না। সময়ে সবাই একাকার হয়ে যায়।

১৯৯৬ সালে বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টি যুগপৎ আন্দোলন করে। দেশে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ফলে বিএনপির পতন হয়। সেই জামায়াতই আজ বিএনপির প্রাণের বন্ধু আর আওয়ামী লীগের জানের শত্রু। সে শত্রুতা এমনই যে, আওয়ামী লীগ জামায়াত নেতাদের একে একে ফাঁসিতে ঝুলানোর আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে। ইতিমধ্যেই জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর করেছে। কাজেই চলমান রাজনীতি হল 'সঙ্গে থাকলে সঙ্গী আর বিরোধী হলে জঙ্গী'। ফলে সঙ্গীকে রক্ষা করতে এবং জঙ্গী অর্থাৎ বিরোধীকে দমন করতে মাঠে নেমেছে রাজনৈতিক নেতা নামধারী গুণ্ডারা। এই

চরিত্রহীন রাজনীতিতে বন্দী হয়ে মানুষ আজ দিশেহারা *(তথ্য : তাওহীদের ডাক, মে-জুন ২০১৩)*।

রাজনৈতিক অস্থিরতা :

বাংলাদেশ এখন এক মৃত্যুপুরিতে পরিণত হয়েছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোর সবাই জীবনযাপন করছে মহা আতঙ্কে। যার মূল কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা। এর প্রভাব পড়েছে আইন-শৃঙ্খলা, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সেক্টরে। বিরোধী দলের ডাকা সিরিজ হরতাল-অবরোধ এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হরতালের আওতার বাইরে থাকা অ্যাম্বুলেন্সও আক্রমণ থেকে রেহায় পাচ্ছে না। আদালতের নথি, ফেরি, ট্রেন ও লঞ্চে আগুন দেওয়া হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমের অফিস, গাড়ি বোমা হামলার শিকার হচ্ছে। দায়িত্বপালনরত সাংবাদিকও আহত হচ্ছেন। অথচ যেকোনো মৃত্যুই বেদনার, যেকোনো নৈরাজ্যই নিন্দনীয়।

হরতাল এদেশে নতুন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী নয়। শোনা যায় বৃটিশ আমলে মিঃ গান্ধী এদেশের মানুষকে সর্বপ্রথম সাধারণ ধর্মঘটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর থেকে বাংলাদেশে হরতাল একটা কমন ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। যেকোন কারণে বিরোধী দল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য হরতাল আহ্বান করে থাকে। এতে প্রতিপক্ষের কিছু হোক বা নাহোক। ক্ষতি হয় সাধারণ জনগণের। নেতাদের কাজ হল শুধু হরতাল আহ্বান করা। তারপর এয়ারকান্ডিশন রুমে শুয়ে কিংবা বসে টিভি দেখে সময় কাটান। আর সাধারণ কর্মীরা রাস্তা-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে কিছু প্রাপ্তির লোভে জীবন বিলিয়ে দেয়। হরতাল শেষে তারা বলেন, হরতাল সফল হয়েছে। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছে। এই হল রাজনৈতিক নেতাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আসল চেহারা। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ১৯৯১-৯৬ সালে বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৭৪ জন মারা যায়। ১৯৯৬-২০০১ আওয়ামী লীগের প্রথম শাসনামলে মারা যায় ৭৬৭ জন মানুষ। বিএনপি দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে ২০০১-২০০৭ সালে হরতাল সহ অন্যান্য কারণে মৃত্যুবরণ করে ৮৭১ জন। তত্ত্বাবধায়ক আমলে ২০০৭-০৮ সালে মারা যায় ১১ জন। এবার আওয়ামী লীগ আমলে ২০০৯ থেকে ৮ নভেম্বর ২০১৩ সাল পর্যন্ত মারা গেছে ৫৬৪ জন। হরতালের সহিংসতায় গত ২৬ অক্টোবর থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১০ দিনে নিহত হয়েছে ২৭ জন, আহত হয়েছে এক হাযারেরও বেশি। ককটেল, পেট্রোল, বোমায় অগ্নিদগ্ধ হয়েছে ৭৬ জন। এদের মধ্যে ১৩ শিশু ও তিনজন প্রতিবন্ধী রয়েছে। শুধু আগুনে পুড়েই মারা গেছে ৬ জন। ৪৯০টি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়েছে। দেড় হাযারের বেশি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং উদ্ধার হয়েছে আট শতাধিক *(দৈনিক সকালের খবর, ১৭ নভেম্বর ২০১৩)*।

এখন আবার হরতালের আগের দিনও ভয়-ভীতি দেখানোর জন্য নানা হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালানো হয়। এছাড়া দলের কর্মী এবং ছোট নেতারা শীর্ষ নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এ ধরনের হরতালের সহিংসতার কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে বলে শোনা যায়। এমনও দেখা গেছে গাড়িতে আগুন দিয়ে তা নিজের মোবাইল ফোনে ভিডিও করে পাঠানো হয় নেতার কাছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড দলে ভবিষ্যৎ উচ্চপদ পাওয়ার 'যোগ্যতা' হিসাবে বিবেচিত হয়। শুধু বিরোধী দল নয়, ক্ষমতাসীন দলের অনেক কর্মীর একই ধরনের মানসিকতা রয়েছে। পুরান ঢাকায় দর্জি দোকানের কর্মচারী বিশ্বজিত হত্যার ঘটনা যার জাজ্বল্য প্রমাণ। যে রাজনীতি কল্যাণের কথা চিন্তা না করে মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে এবং দলের 'ভাল' পদ পাওয়ার লিপ্সা দেখায়, সে রাজনীতি মানুষের কতটা কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে?

শুধু তাই নয়, যানবাহনে বোম হামলা আর অগ্নি সংযোগের কারণে সিএনজি চালক, দিনমজুর প্রাণ হারাচ্ছে, চোখ হারাচ্ছে। ককটেলের আঘাতে শিশুর হাত উধাও হয়ে যাচ্ছে। মিডিয়ায় বাবার পোড়া বুকে ১৮ মাসের ঘুমন্ত মেয়ে মরিয়মের ছবিটি দেখে দেশের মানুষ প্রশ্নবিদ্ধ, আসলে রাজনীতি কার জন্য?' যদিও রাজনীতিবিদরা বলে থাকেন, দেশ ও জনগণের স্বার্থরক্ষায় তাদের রাজনীতি। কিন্তু এ রাজনীতি যদি চলন্ত বা স্থির বাসে আগুন দিয়ে মানুষ হত্যা করা হয়, যদি হয় সিএনজি চালিত অটোরিকশায় পেট্রোল বোমা ছুড়ে চালককে জীবন্ত দগ্ধ করা, যদি হয় রাস্তাঘাটে ককটেল রেখে শিশুসহ পথচারীদের ঝলসে দেওয়া, তাহলে সেই রাজনীতি দেশ ও মানুষের অভিশাপ।

অর্থনৈতিক ক্ষতি :

যে কোন দেশের সার্বিক উন্নতির পূর্বশর্ত হ'ল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আর সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতির পূর্বশর্ত হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নামে চলছে রাজনৈতিক বিপর্যয়। এতে দেশ ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে। এক দিনের হরতালে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির কী ক্ষতি হচ্ছে তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। যদিও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই) এক পরিসংখ্যানে বলেছে, এক দিনের হরতালে ক্ষতি হয় ১ হাযার ৬০০ কোটি টাকা। বিজিএমই-এর তথ্য মতে, একদিনের হরতালে পোশাক খাতে ক্ষতির পরিমাণ ১৪০ কোটি টাকা। পরিবহণ মালিকদের মতে, গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় ১ দিনে কমপক্ষে ২৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব কম-বেশি যেটাই হোক, হরতাল দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। গাড়ি-ঘোড়া চলছে না। আমদানী-রফতানী বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখন দফায় দফায় টানা তিন, চার দিন কিংবা এক সপ্তাহ অবরোধ কর্মসূচীতে দেশের অর্থনীতি সর্বনাশের দিকে এগিয়ে চলেছে। একদিকে যেমন কৃষকের কষ্টের ফসল নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে হু হু করে বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। শিল্প, কল-কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আগের হরতালের চেয়ে এখন ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী।

সম্ভাবনাময় গার্মেন্টস শিল্পে গত কয়েক বছরে নানা বিপর্যয়ের পর এখন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হাঙ্গামায় অবস্থা শোচনীয়। হরতালের কারণে রফতানিযোগ্য গার্মেন্টস পণ্য যথাসময়ে শিপমেন্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। বিলম্বিত সরবরাহের কারণে বিদেশী আমদানিকারকরা বিরক্ত হচ্ছে। ইতিমধ্যে তারা বাংলাদেশের বিকল্প গার্মেন্টস রফতানিকারক দেশের সন্ধানে রয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার কারণে গার্মেন্টস ক্রেতারা বাংলাদেশে এসে এয়ারপোর্ট থেকে আবার ফিরে গেছে। এমন ঘটনা হরদম ঘটছে। এভাবে দেশীয় অর্থনীতির অন্যতম অনুষঙ্গ গার্মেন্ট শিল্পের সম্ভাবনার দুয়ারগুলো বন্ধ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ক্ষতি :

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। ছাত্ররাই জাতির ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ নাগরিকদেরকে গড়ে তোলার প্রধান কারিগর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আজকে সেই শিক্ষাঙ্গন নানা সমস্যায় জর্জরিত। গণতন্ত্রের অশুভ থাবা, বস্তাপচা রাজনীতির হিংস্র ছোবলে শিক্ষাঙ্গন কলুষিত। তথাকথিত ছাত্র রাজনীতির নামে ছাত্র নেতারা শিক্ষাঙ্গনে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও বড় বড় কলেজগুলোতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের নামে সাধারণ শিক্ষার্থীদের হয়রানি, শারীরিক ও মানসিক টর্চার, চোরাগুপ্তা হামলা, হাত-পায়ের রগ কর্তনসহ হত্যার মত জঘন্য কাজ তারা করে যাচ্ছে। এহেন

Contents

অবস্থায় ছাত্রদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীরা সেশনজটে পড়ছে এবং তাদের লেখা-পড়ায় বিঘ্ন ঘটছে। রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের আধিপত্য বিস্তার ও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কোমলমতি ছাত্রদের হাতে নির্দ্ধিধায় অস্ত্র তুলে দিচ্ছে এবং তাদেরকে ব্যবহার করছে।

একদিকে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব পরীক্ষা শেষ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের তাকীদ ও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হল ভ্যাকান্ট করার পায়তারা, অন্যদিকে দাবি আদায়ে বিরোধী দলের লাগাতার হরতাল-অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা। এই দুই মিলিয়ে পরীক্ষার সময়সূচী নিয়ে বিপাকে পড়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। আর এই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্ষে অধ্যয়নরত দেশের প্রায় সাড়ে ৩ কোটি শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা। কারণ এবারে জেডিসি ও জেএসসি নামে বড় দু'টি পাবলিক পরীক্ষা

অনুষ্ঠিত হয়েছে, একের পর এক হরতাল-অবরোধের মধ্যে। ফলে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি। দেশের সরকারী ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েরও বেহাল অবস্থা। বারবার পরীক্ষার সিডিউল পরিবর্তন করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের মানসিক মনোবল হারিয়ে হতাশা ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। অভিভাবকগণও তাদের সন্তানদের অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্নে দিন কাটাচ্ছে। হরতালের কারণে নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে স্কুলেও যেতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। আর শিক্ষার্থীরা না আসায় পড়াতেও পারছেন না শিক্ষকরা। সিলেবাসও শেষ হচ্ছে না।

পর্যালোচনা : প্রেক্ষিত ইসলাম

প্রথমতঃ গণতন্ত্র। ইসলাম গণতন্ত্র সম্পর্কে কী বলে? ইসলাম কি আদৌ এ পদ্ধতি অনুমোদন করে? ইসলামপন্থী দলগুলো সাধারণভাবে এই ধারণা পোষণ করে থাকে যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যতীত যেহেতু ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, সেহেতু বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার বাছাই করা সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হবে। অতঃপর তারা নির্বাচিত হয়ে জাতীয় সংসদে এসে ইসলামী বিধি-বিধান কায়েম করবে। চিন্তাটি বড়ই সাধু। কিন্তু প্রচলিত গণতন্ত্রকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে কি? এক কথায় না। কেননা গণতন্ত্রে বিধান দেয় পার্লামেন্ট মেম্বার। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 'বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহ্‌রই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে, আর কারো ইবাদত করবে না। এটাই সরল সঠিক দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(ইউসুফ ১২/৪০)*। অতএব যারা বলে আইন প্রণয়নের নিরংকুশ ক্ষমতা জন প্রতিনিধিদের (মন্ত্রী/এমপিদের), তারা আল্লাহ্‌র জায়গায় মন্ত্রী/এমপিদেরকে তাদের রব হিসাবে মেনে নিল *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

বর্তমান পৃথিবীতে এখন নারী নেতৃত্বের জয়জয়কার চলছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। যে দেশে শতকরা ৯০% মানুষ মুসলমান, সে দেশে এ রকম অবস্থা হওয়া বড়ই দুঃখজনক ও লজ্জাকর। এ দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (সাবেক), পররাষ্ট্র মন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রীর ন্যায় ঊর্ধ্বতন মন্ত্রীত্বে সবাই নারী। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ 'পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৪/৩৪)*। অথচ তাদের থাকা উচিত ছিল বাড়ীতে পর্দার অন্তরালে।

এখন আবার এক ধরনের তথাকথিত সুশীল সমাজ নারীদের সমধিকারের দাবী নিয়ে মাঠে নেমেছে। হায়রে দেশ! হায়রে স্বাধীনতা! এ ধরনের দেশে শান্তি আসবে কি কখনো? এর একটিই জবাব, না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً 'ঐ জাতি কখনও উন্নতি লাভ করতে পারবে না, যে জাতি তাদের নেতৃত্ব অর্পণ করবে কোন নারীর উপরে' *(বুখারী হা/৪৪২৫)*। দেশ বর্তমানে অশান্তির দাবানলে জ্বলছে। খুন, হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, দুর্নীতি এখন নিত্যদিনের ঘটনা। ইসলামী রাষ্ট্র কয়েমের শ্লোগানধারী ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো এই নারী নেতৃত্বের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ইসলামের অপব্যাখ্যা করে। অথচ বর্তমানে প্রচলিত সকল রাজনৈতিক দল মুদ্রার এপীঠ আর অপীঠের ন্যায়। কোন দলই ইসলামের কল্যাণে বিশ্বাসী নয়। তারা তাদের দল ও ব্যক্তি বিশেষের আদর্শ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে থাকে। অথচ ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের দলের স্বার্থে সবই করে যাচ্ছে। একবার আওয়ামীলীগের সাথে কোয়ালিশন করছে, একবার বিএনপির সাথে লেজুরবৃত্তি করছে। ইসলামী দলের এরূপ দ্বিমুখী নীতি হবে কেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি। তারা মূলতঃ ত্বাগূতকে ফায়ছালা দানকারী বানাতে চায়। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা ওকে অমান্য করে। মূলতঃ শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়' *(নিসা ৪/৬০)*।

গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হল ক্ষমতার লড়াই। তথা 'জোর যার মুল্লুক তার'। আর এটা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। ক্ষমতার জন্য বর্তমান রাজনীতিবিদরা এমন কোন হীন কাজ নেই, যা সে করে না। আমরা বলতে চাই, প্রথমে নিজের মধ্যে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে শাসন ক্ষমতা দান করলেও করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন। যেমন তিনি দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পসন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে

কাউকে শরীক করবে না। যারা এরপর কুফরী করবে তারা ফাসেক' *(নূর ২৪/৫৫)*।

যারা শুধু শিরকমুক্ত ঈমানের সাথে ইবাদত করবে তাদেরকেই আল্লাহ শান্তি ও নিরাপত্তা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। উক্ত শর্ত পূরণ করা ছাড়া অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হবে এমন আশা করা যায় না। ক্ষমতা দখলের কাজে যারা নিয়োজিত তারা শিরকমুক্ত ঈমান ও আমল প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হতে পারে না। স্বতঃসিদ্ধ হল যে, শিরকমুক্ত ঈমান ও আমলই দিতে পারে জান্নাতের চিরশান্তি ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি। ক্ষমতা নয় কিংবা ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামের নাম ব্যবহার করেও নয়।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا 'তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কারণ যদি চাওয়ার মাধ্যমে তোমাকে তা দেওয়া হয়, তাহলে তুমি তাতেই পতিত হবে। আর যদি না চাইতে দেওয়া হয়, তাহলে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে' *(বুখারী হা/৬৬২২; মিশকাত হা/৩৬৮০)*। তিনি আরও বলেন, 'দুনিয়ায় যে ব্যক্তি নেতৃত্বের লোভ করে, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য তা লজ্জার কারণ হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৮১)*। আর এই ক্ষমতা লাভের জন্য রাজনৈতিক নেতারা একে অপরের নামে কুৎসা, গীবত, মিথ্যাচার, অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করতে ছাড়ে না। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকবে, আল্লাহ তার সাহায্যে থাকবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিনে বিপদ সমূহের একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন' *(বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/৬৭৪৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫৮)*।

দ্বিতীয়তঃ হরতাল। গণতন্ত্রের কুফল হল হরতাল। গণতন্ত্রে বিক্ষোভের স্বীকৃত বৈধ পন্থা হ'ল হরতাল ডেকে গাড়ী ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা, প্রতিপক্ষকে হত্যা ও যখম ইত্যাদি করা। ইসলামী দলগুলো হরতাল পালন করছে ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে। তারা বলছে এটা যুদ্ধক্ষেত্র। এই যুদ্ধে যারা মারা যাবে, তারা শহীদ হয়ে যাবে। অথচ একদা এক খুৎবায় ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, কেউ যুদ্ধে নিহত হ'লে বা মারা গেলে তোমরা বলে থাক 'অমুক লোক শহীদ হয়ে গেছে'। তোমরা এরূপ বলো না। বরং তোমরা অনুরূপ বল, যেরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হ'ল সে ব্যক্তি শহীদ এবং যে আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যু বরণ করল সে ব্যক্তি শহীদ' *(আহমাদ হা/২৮৫, ১০৭৭২; ইবনু মাজাহ হা/২৯১০; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১১)*।

হরতাল প্রতিবাদের কোন ইসলামী ভাষা নয়। হরতাল হ'ল প্রতিবাদের নামে শয়তানের অনুসরণ মাত্র। অনেকে হরতাল পালন করে আর বলে, এই হরতাল হ'ল মানবতার উদ্দেশ্যে। এর মাধ্যমে দেশে শান্তি কায়েম হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ– أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ 'যখন তাদের বলা হয় পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি কর না। তখন তারা বলে, আমরাইতো সংস্কারবাদী। সাবধান! তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না' *(বাকারা২/১১-১২)*।

এই হরতালে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মারা যাচ্ছে তাদের চোখের পানি ও বদ দো'আর ভাগিদার কে হবে? আল্লাহ কি দেখছেন না? অবুঝ শিশুটির অঙ্গহানী, অগ্নিদগ্ধ ফযীলার কান্না, সিএনজি চালকের করুণ আর্তনাদ আল্লাহ কি শুনছেন না? নিশ্চয়ই তিনি শুনছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মযলূমের ফরিয়াদকে তোমরা ভয় কর। কারণ তার ও আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা নেই' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

উত্তরণের পথ :

প্রচলিত গণতন্ত্রের মরণ ফাঁদ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আমরা বলতে চাই, অনতিবিলম্বে দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করুন। কেউ প্রার্থী হবেন না, ভোট চাইবেন না, ক্যানভাস করবেন না। জনগণকে ছেড়ে দিন। তারা স্বাধীনভাবে তাদের নেতা নির্বাচন করুক। যিনি কমপক্ষে ৫৫% ভোট পাবেন, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে ছোট একটি মন্ত্রীসভা গঠন করবেন। যারা নিজেরা ও অন্যান্য দক্ষ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে দেশ চালাবেন। এছাড়াও নেতা দেশের অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মধ্য থেকে নিজের জন্য একটা উলামা কাউন্সিল গঠন করবেন। ইসলামী শরী'আতের অনুকূলে আইন কার্যকর হচ্ছে কি-না তারা সেটা যাচাই ও অনুমোদন করবেন। দেশে ইসলামী পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। যাতে হিংসা-হানাহানি বন্ধ হয়ে যায় ও নাগরিকদের মধ্যে পরস্পর মহব্বতের বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

জনগণের সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি যেলায় একাধিক এডিসি ও প্রতি উপযেলায় একাধিক সহকারী ইউএনও এবং ইউনিয়ন ও গ্রাম প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসক নিযুক্ত হবেন। যারা জনগণ ও সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। তারা ও তাদের সাথী পুলিশ বাহিনী জনগণের সেবক হবেন। আইন সবার জন্য সমান থাকবে। যেকোন সমস্যা তারা স্থানীয়ভাবে শালিসের মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবেন। এতে আদালতের উপর চাপ কমে যাবে। এভাবে সারা দেশ একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে শাসিত হবে।

সরকারের জনপ্রিয়তা যাচাই করা জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষা করার দরকার নেই। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও সাথে সাথে সরকারের জনপ্রিয়তা জরিপ করবে। সেখানে কেবল মাথাপিছু আয় ও দারিদ্র বিমোচনের হার দেখা হবে না। বরং জনগণের সত্যিকারের সুখ-শান্তির হার কত বৃদ্ধি পেল, সেটাই দেখা হবে। এই হার ক্রমাবনতিশীল হ'লে এবং তা পরপর তিনবছর চলতে থাকলে পুনরায় নির্বাচন হবে। যদি জরিপ রিপোর্ট সরকারের পক্ষে যায় এবং দেশের অবস্থা ক্রমোন্নতিশীল থাকে, তাহ'লে পুনরায় নেতা নির্বাচনের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি অবনতিশীল হয় এবং জনমত নেতিবাচক হয়, তাহ'লে সরকারকে সংশোধনের সুযোগ দিয়ে এক বছরের মধ্যে নির্বাচন হবে। সবকিছুরই দায়িত্ব থাকবে কেবল নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন ব্যবস্থা সহজ হবে। যাতে জনগণ অতি সহজে ও চাপমুক্তভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। ভোট দেওয়ার জন্য দেশে ছুটি ঘোষণার কোন প্রয়োজন নেই। নিজ বাড়ীতে বা কর্মস্থলে বসে এমনকি ব্যবসা ও বিপণীকেন্দ্রে অবস্থান করেও যাতে ভোট দেয়া যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। মোটকথা নেতৃত্বের পরিবর্তন ও জনমত প্রকাশের পন্থা সহজ থাকতে হবে। তাহ'লে মিছিল-হরতাল-গাড়ীভাঙ্গা বন্ধ হয়ে যাবে। নেতার সঙ্গে জনগণের দূরত্ব দূর হবে এবং সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবে। নেতাদের অহংকারী মেযাজ পাল্টে গিয়ে তারা জনগণের খাদেমে পরিণত হবেন *(সম্পাকদীয়, মাসিক আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০১৩)*। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন– আমীন!

[লেখক : তৃতীয় বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ ও দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

ইতিহাস কথা বলে : পর্ব-২

-মেহেদী আরীফ

ইতিহাস লুকোচুরি : সত্যের তুলাদন্ড; কতিপয় ঐতিহাসিক বুদ্ধিজীবী

পলাশীর রক্তস্নাত ইতিহাস কোন রক্তরাঙ্গা পলাশ প্রসূন নয়, এক ভাগ্যবিড়ম্বিত নবাবের পতন কাহিনী। এটা ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসির ছেলেভুলানো গান নয়, নয় কোন আরব্য রজনীর অলীক উপন্যাস। পলাশীর আম্রকানন থেকে যেদিন বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হল, সেদিন থেকে ইংরেজদের একচেটিয়া রাজত্ব শুরু হল। আর শুরু হল এ দেশের ভুঁইফোড় জমিদারদের ইংরেজপ্রীতি। এর খেসারত বাঙালি জাতিকে বারবার দিতে হয়েছে। ইংরেজ বাঙালি জাতিকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু নিয়েছে এর লক্ষ-কোটি গুণ বেশি। ইংরেজ বাহাদুররাই আমাদেরকে শিখিয়েছে কিভাবে অন্যের পা ধরে থাকতে হয়। তাইতো বাঙালিরা ইংরেজ শাসনামল থেকে শুধু কেরানির চাকুরী পেতে শুরু করেছিল। ইংরেজদের সাথে আপোস করে বাঙালি জমিদার বাবুরা তাদের পাপোশে পরিণত হল। নীতির মুখে বোমা মেরে তারা তাদের বিশাল ধামা পাতলো ইংরেজদের কাছে, ঠিক ভিখারীর মত। সাপের মুখেও তারা চুমু দিল আবার বেজির মুখেও। তাই তারা বাবুদের কাছে জলে ধোয়া তুলসি পাতা বনে গেল। আর যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লাঠি তুলেছিল, তারা আজ ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ইংরেজ বাবুদের কাছে বাহবা পাওয়া এদেশের পা চাটা কুকুরগুলো ইতিহাসের মজ্জা চিবিয়ে খেয়েছে। তাইতো ঐতিহাসিকরা লিখেছেন তাদের বিজয়গাঁথা, পরিয়েছেন বিজয়মাল্য।

পাশ্চাত্যের পদলেহী নেতৃত্বের করুণ পরিণতি :

ইতিহাস আমাদেরকে এটাও শিখিয়েছে যে, পাপ মানুষকে ক্ষমা করে না। সে তার ষোলআনা প্রাপ্য চুকিয়ে নেয়। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে বাংলার মসনদ থেকে যে কুচক্রী মহল উৎখাত করে নিজেদেরকে বহাল করেছিলেন, তারা একদিকে মানুষের কাছে হয়েছে ঘৃণিত, অন্যদিকে ইতিহাসের যুগকাষ্ঠে হয়েছে বলি। মীরজাফরের শেষ জীবন সুখের হয়নি। এমনিতেই ব্রিটিশরা তাকে টিস্যু পেপারের মত ব্যবহার করেছে। তারপর তার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ তাকে নিজেদের সহজ শিকারে পরিণত করেছে। এই বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর এতটাই ঘৃণ্য এক নাম যে, আজকাল কেউ তার সন্তানের নাম পর্যন্ত মীরজাফর রাখতে চায় না। অথচ তার নাম ছিল মীর জাফর আলী খান। আজকাল কোন ব্যক্তি কোন টাউটবাজ মানুষকে দেখলে তাকে 'মীরজাফর' কিংবা 'ব্রিটিশ' বলে আখ্যা দেয়। এই ধারণা মানুষের মনে হঠাৎ করে উড়ে আসেনি, বরং তা এক বিশ্বাসঘাতকতার হিংস্র ইতিহাসের বহিঃপ্রকাশ। মীরজাফর কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। আর তার পুত্র মীরন বজ্রাঘাতে মারা যায়। উমিচাঁদ উন্মাদ ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বিদায় নেয়। মহারাজ নন্দকুমার মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসির কাষ্ঠে নস্যাৎ হয়। জগৎশেঠ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদ গঙ্গার জলে ডুবে বিনাস হয়। মুহাম্মাদী বেগ কূপে পড়ে মারা যায়। রায়দুর্লভ জেলখানায় থেকে অনশন-অর্ধাশনে মারা যায়। আর দুর্লভরাম নিঃস্ব অসহায়ের মত নাস্তানাবুদ হয়ে সর্বস্বান্ত হয়।

লর্ড ক্লাইভের ছন্দপতন :

লর্ড ক্লাইভ ইংরেজদের হাতে গড়া এক লর্ড। এ লাট ছাহেবের মৃত্যুও হয় অত্যন্ত করুণ অবস্থায়। এই রক্তপিপাসু লর্ড ক্লাইভ আত্মহত্যা করে জীবন ধ্বংস করে। তার আত্মহত্যার কারণ সকলের জানা দরকার। ভারতের অর্থনৈতিক পতনের মূলহোতা শোষক ক্লাইভ ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে তৎকালীন সময়ে পেয়েছিলেন দুই লক্ষ আশি হাযার (২,৮০,০০০/-) টাকা। আর হাতের পুতুল মীরজাফর তাকে দিতে বাধ্য হয়েছিল আরও এক লক্ষ ষাট হাযার (১,৬০,০০০/-) টাকা। মেম্বার হিসাবে তার পকেটে আরও দুই লাখ (২,০০,০০০/-) টাকা জমা পড়েছিল। আর সেনাপতির যোগ্যতা ও ষড়যন্ত্রের পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছিল আরও এক লাখ ষাট হাযার (১,৬০,০০০/-) টাকা। যখন ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে তার ত্রিশটি নৌকা ছেড়ে যাচ্ছিল, তখন তা ছিল ধনরত্ন, মণি-মাণিক্য, সোনা ও রূপায় ভর্তি। দেশে ফেরার পর সে এক বিরাট মামলার আসামী হিসাবে বিবেচিত হয়। বিষয়টি এমন ছিল না যে, সে ভারতের মানুষকে শাসন-শোষণ করে কোটি কোটি টাকা লুটে এনেছে। বরং তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ ছিল এমন যে, সে ব্রিটিশ সরকারকে যা দেওয়ার কথা ছিল তা দেয়নি। তাই আসামী হওয়ার অপমানে, ক্ষোভে, বিস্বাদে সে আত্মহত্যা করেছিল। এটাই একজন শোষকের যোগ্য পুরস্কার। কই ঐতিহাসিকরা তো এই ইতিহাস ফুটিয়ে তুলতে চান না? কেন? কারণ মানুষ সত্য জেনে যাবে! ইতিহাস যে জাতির কাছে অস্পষ্ট, সে জাতির মত অভাগা আর কেউ নেই। জাতি ততদিন নির্বোধ থেকেই যাবে যতদিন জাতির সত্য ইতিহাস উন্মোচিত না হবে। আজ জাতি ব্যাঙের মত ঘুমিয়ে গেছে, পঠন-পাঠন থেকে জাতি শত শত আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে। তাই এ জাতির কল্যাণ আজ ধূলায় ভূলুণ্ঠিত ও দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এরপরও কিছু কিছু পা চাটা ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। নিম্নে তাদের কয়েকজনের পরিচয় উল্লেখ করা হ'ল :

ইতিহাসের কতিপয় বিদেশী বুদ্ধিজীবী :

❖ **আল-বুকার্ক :** আল-বুকার্ক প্রথম মিশনারী, যিনি ভারতকে খ্রীস্টান ধর্মের আওতায় আনা যায় কি-না এমন ভেবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভারতকে তিনি শোষণের এক বড় ক্ষেত্র হিসাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। মূলতঃ তিনি পর্তুগাল থেকে উপমহাদেশে এসেছিলেন।

❖ **রাণী এলিজাবেথ :** ব্রিটেনের অবিবাহিতা রাণী। পরাক্রমশালী এই রাণী ৪৫ বছর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি যখন ব্রিটেনের রাণী তখন ভারতবর্ষের শাসক আকবর। রাণী আকবরকে কব্জা করে ফেলেছিলেন। রাণী ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রার্থনা করলে তা আকবরের কাছে সহজেই মঞ্জুর হয়ে যায়। রাণী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নির্ভয়ে ১৫৯৯ সালে এদেশে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়। এর পর থেকে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের পতন শুরু হয় এবং ইংরেজদের শক্তি প্রবল হতে শুরু করে।

❖ **ফ্রাসোয়াঁ বারনিয়ের :** ফ্রাসোয়াঁ বারনিয়ের ছিলেন বিখ্যাত ডাক্তার। যাকে ১৬৫৮ সালে শাহজাহানের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়। তিনি অনেকগুলো মুসলিম দেশ ভ্রমণ করে ভারতবর্ষে পাড়ি জমান ভারতের পেটের কথা জানতে। শাহজাহান ছিলেন খুব ধার্মিক মানুষ, তাই তাঁর সময়ে প্রাথমিক পর্যায়ে বারনিয়ের খুব বেশি সুবিধা করতে পারেননি। কিন্তু বারনিয়েরকে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। কারণ তিনি পেয়েছিলেন শাহজাহানের বিলাসী ছেলে দারাশিকোকে। দারাশিকোর মনের বরফ গলতে দেরি হয়নি। বারনিয়েরকে তিনি পারিবারিক ডাক্তার হিসাবে স্বীকৃতি দেন। কারণ তার স্ত্রী বারনিয়েরের চিকিৎসায় বেশ উপকার পেয়েছিলেন। দিল্লীর রাজ দরবারে তিনি ভিসাবিহীন প্রবেশ পাওয়ার সুবাদে দরবারের ভিতরের বালক-বালিকা ও মহিলাদের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তাদের

ভিতরের কথা বের করে নেওয়ার চেষ্টায় বিভোর ছিলেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যে, তিনি কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। এটা ছিল তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এমনকি দারাকে তিনি প্রথম পরামর্শ দিয়েছিলেন, যাতে সম্রাটের মৃত্যুর পর পরবর্তী সম্রাট হিসাবে দিল্লীর মসনদে দারাই বসতে পারেন। এর পিছনে বারনিয়ের সবচেয়ে বড় স্বার্থ ছিল দারাকে হাত করে ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করা। এই কুলাঙ্গার বারনিয়ের দারাকে আকবরের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেন। তাই আর নিজেকে গুটিয়ে না রেখে দারাশিকোও 'মাজমুউল বাহরাইন' বলে একটি বই লিখেছিলেন এবং হিন্দুধর্ম গ্রন্থ 'উপনিষদ'-এর অনুবাদ করেছিলেন বা করিয়ে নিয়েছিলেন। যা ছিল বিলেতি মস্তিষ্কজাত একটা কৌশল। পরবর্তীতে তাকে এর জন্য যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল।

❖ **ওয়ারেন হেস্টিংস :** ওয়ারেন হেস্টিংসকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কেরানি বানিয়ে পাঠানো হয় ভারতবর্ষে। অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে দারুণভাবে মুগ্ধ করেন তিনি। শাসন শোষণের পুরস্কারস্বরূপ তিনি ভারতের গভর্ণর জেনারেলের পদ অলংকৃত করেন। তার সময়ে তৈরি হয়েছিল 'এশিয়াটিক সোসাইটি'। মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলনও তার সময়ে হয়েছিল। তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় ভাষায় খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার করা ও প্রভাব সৃষ্টি করা।

❖ **উইলিয়াম হান্টার :** উইলিয়াম হান্টার ছিলেন একাধারে বিখ্যাত সিভিলিয়ান, সাংবাদিক ও শক্তিশালী লেখক। তার এই মেধার যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ 'Direct General of Statistics' পদে তাকে আসীন করা হয়েছিল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত হন। আবার বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য এবং একজন পরামর্শদাতা হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। সত্য-মিথ্যা যত ধরণের শিলালিপি, পুঁথি, মুদ্রা, মোহর ইত্যাদি ছিল উপরের লেখা এই বুদ্ধিজীবী যেগুলোর ইংরেজি অক্ষরের প্রতিলিপি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এটা আসলে লক্ষ কোটি মানুষকে ভুল বুঝাবার একটি অভিনব পদক্ষেপ। যে সমস্ত শিলালিপি ও তাম্রলিপি উদ্ধার করা হয়েছে যেমন সেগুলোর ভাষা বুঝে ওঠা অসম্ভব, তেমনি তার অনুবাদ করাও অলীক কল্পনা ও হাস্যকর। এই হান্টার ভেবেছিলেন যে, হিন্দুদেরকে দমন করতে মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতা করা অতীব যরূরী। কারণ হিন্দুরা পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজ্যের আধিপত্য সহ্য করতে পারেনি। মুসলমানদের জন্য তার দরদ উপচে পড়েছিল। তিনি মুসলমানদের অবনতির কারণ ও তাদের ব্রিটিশ বিদ্বেষের কারণ উল্লেখ করে একটি তথ্য ভিত্তিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন। যার নাম দেন 'The Indian Musalmans'. এই বইটিতে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইংরেজরা মুসলিমদের চাকুরী কেড়ে নিয়ে বড়ই ভুল করেছে। সবকিছুই যে ধাপ্পাবাজি তা স্পষ্ট হয়েছিল, যখন তিনি বইটি তাঁর একান্ত বন্ধু হার্টসনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ইনি সেই সাদা চামড়ার ভদ্রলোক হার্টসন, যিনি দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের রাজবাড়ির ২৯টি কচি বাচ্চাকে হত্যা করে তাদের মাথা ঝুড়িতে সাজিয়ে বৃদ্ধ বাদশাহকে উপহার দিয়েছিলেন। দুঃখজনক হলেও সত্য ইতিহাস এই যে, মুসলিম জাতিকে চমকে দেওয়া সেই বুদ্ধিজীবী হান্টারও পেয়েছিলেন ব্রিটিশের দেওয়া 'স্যার' উপাধি।

❖ **উইলিয়াম কেরি :** কেরি ছিলেন একজন খ্রীস্টান মিশনারী। ১৭৯৪ সালে তিনি বাংলায় ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের কোটি কোটি মানুষকে খ্রীস্টান ধর্মের ছায়াতলে শামিল করান। তাই তিনি দেশীয় ভাষা শিক্ষার উপর বেশ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষাকে অখ্যাত করে দেওয়ার জন্য সংস্কৃত ভাষার দুহিতা হিসাবে বাংলাকে চিহ্নিত করেন তিনি। ১৭৯৯ সালে কেরি ছাহেব হুগলীর শ্রীরামপুরে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তার নিজের তৈরি করা ছাপাখানায় ১৮২৫ সালে ছাপা হল একটি অভিধান, যেখানে শব্দ সংখ্যা ছিল আশি হাযার। বেশির ভাগ শব্দকে সংস্কৃত থেকে সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করা হল। ব্রিটিশদের কারসাজি এখানে। তাদের সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের কারচুপি বাঙালিদের চোখ এড়িয়ে যায়। সেখান থেকে তারা এমন এক ইনজেকশন পুশ করে দিয়েছে যে, আজও বাঙালি বিশ্বাস করে বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত থেকে আমদানি করা। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা হল মূল, আর বাংলা হল এর নাতনি। তখন থেকেই তাদের প্রচার ও অপপ্রচারে সংস্কৃত থেকেই বাংলার উৎপত্তি, এই মতবাদটি প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এই ঘটনা রটনার পিছনে সবচেয়ে বড় কলকাঠি যিনি নেড়েছিলেন, তিনি হলেন উইলিয়াম কেরি। তার চেষ্টায় বাংলা ভাষায় বাইবেলের প্রথম অনুবাদ হয়েছিল।

❖ **টমাস মনরো :** টমাস মনরো ছিলেন একজন ব্রিটিশ সৈনিক, যিনি মাত্র ২১ বছর বয়সে ভারতে এসেছিলেন। তার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, 'মহীশুরের বাঘ' নামে খ্যাত হায়দার আলী খান ও তার সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। মিস্টার মনরো প্রতারণা, শঠতা, ঘুষ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে ছিলেন খুবই প্রসিদ্ধ। টিপু সুলতানের কর্মচারীদের ও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সামরিক নেতাদের মন মাতানো, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও প্রতারণায় জয়লাভ করেছিলেন তিনি। এই কারণে টিপুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা তার পক্ষে খুব সহজ হয়ে উঠেছিল।

❖ **ডিরোজিও :** 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর কথা নিশ্চয়ই আমরা অনেকেই জানি। এর সাথে একজন ব্যক্তির নাম জড়িয়ে আছে, তিনি হলেন ডিরোজিও। কলকাতার 'হিন্দুস্কুল'-এর শিক্ষক ছিলেন এই উদারচিত্ত কবি। 'হিন্দুস্কুল' নামটি শুনলেই বোঝা যায় যে, ব্রিটিশরা কিভাবে হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজ বলতে যেটি ছিল তাহল উপেক্ষিত, অবহেলিত, নিষ্পেষিত। আজও এই কথা রটে যে, মুসলিমরা অভিমান করে ইংরেজি শেখেনি। কিন্তু ইংরেজরা এমন পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যে, যেখানে মুসলিমদের শিক্ষা গ্রহণ করার দুয়ার ছিল রুদ্ধ। ইংরেজ ও তাদের পা চাটা তাবেদার শ্রেণী সবসময় নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। তেমনি অনুন্নত সমাজ, কোল, ভিল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতিদেরকে মানুষ বলতে তারা কষ্টবোধ করত। এই বঞ্চিতের দল ছিল তাদের কাছে ভোগ্য জীবের মত। ডিরোজিও তার দেশীয় ছাত্রদের স্বাধীন মতামত দেবার ক্ষমতা ও স্বাধীন রুচি সৃষ্টিতে সক্ষম ছিলেন। তিনি তার ছাত্রদের ভিতরে একটি আধুনিক দল সৃষ্টি করেন, যাদের বলা হত 'ইয়ং বেঙ্গল'। তারা স্বাধীন হতে গিয়ে হিন্দুবংশে জন্ম নিয়েও হিন্দু ধর্ম বিরোধী হয়ে পড়ে। তারা গরুর গোশত ও মদ খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ঠাকুর দেবতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইংরেজ পুত্র ডিরোজিও শিক্ষা দিয়েছিলেন কীভাবে স্বাধীনভাবে চলতে হয়। কিন্তু তিনি তার দলের সদস্যদেরকে এটা কখনও ভাবতে শেখাননি যে, মুসলমানদেরকে কেন দাবিয়ে রাখা হয়েছে, অনগ্রসর জাতি ও আদিবাসীরা কেন বঞ্চিত? মিথ্যা ইতিহাস কেন লেখা হচ্ছে? 'ইয়ং বেঙ্গল' দলে ঠাকুর দেবতাকে গালি দেওয়া, গো-মাংস খাওয়া, মদ পান করার অভ্যাস প্রভৃতি খ্রীস্টান ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডিরোজিও মহাশয় আসলে তার দলকে অনেকটাই খ্রীস্টান ধর্মমুখী করতে সক্ষম হয়েছিলেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে, তার দলে কোন মুসলিম বা ছোটলোক (হরিজন বা উপজাতি) ছিল না। এই তথ্য পড়ে অবাক হলেও বাস্তবতা এমনি। *[ক্রমশঃ]*

[লেখক : এম. এ ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ)-এর জানাযায়

গত ১০ নভেম্বর'১৩ সকাল ৭টায় রাওয়ালপিণ্ডির এক হাসপাতালে মারা গেলেন 'পাকিস্তানের আলবানী' খ্যাত সমকালীন প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ বিদ্বান মাওলানা যুবায়ের আলী যাই (৫৬)। গত ১৯ সেপ্টেম্বর'১৩ নিজ বাড়িতে হঠাৎ উচ্চরক্তচাপে আক্রান্ত হয়ে তাঁর শরীরের একপাশ অসাড় হয়ে পড়ে এবং ব্রেন হেমোরেজে আক্রান্ত হয়ে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। অতঃপর তাঁকে ইসলামাবাদের 'আল-শিফা ইন্টারন্যাশনাল' হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয়। আইসিইউতে তাঁর সঙ্গীন অবস্থার কথা জেনে গত ৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় আমি হাসপাতালে যাই। তখন তিনি পুরোপুরি অচেতন অবস্থায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিলেন। সেখানে আব্দুল বাছীর ভাইসহ ইসলামাবাদের বেশ কয়েকজন আহলেহাদীছ ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়েছিল। উনার ভাগ্নে হাফিয ভাই এবং ছোট ছেলে তাহেরকে নিয়ে আমরা একসাথে কয়েকজন সে রাতে হাসপাতাল ক্যান্টিনে রাতের খাবার খেয়েছিলাম। ডাক্তারদের আশ্বাস, আত্মীয়-স্বজনের প্রত্যয় দেখে তখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছিল তিনি হয়ত দ্রুতই সেরে উঠবেন। পরবর্তীতে মাঝেমধ্যেই উনার খোঁজখবর নিতাম উনার ভাগ্নের কাছ থেকে। মাঝে শুনলাম উনাকে রাওয়ালপিণ্ডি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। গত ১০ নভেম্বর হোস্টেল ক্যাফেটেরিয়ায় সকালের নাস্তা করতে বসেছি। হঠাৎ এক ভাইয়ের কাছে সংবাদ পেলাম শায়খ আর নেই। সমস্ত মন-মগজ জুড়ে একটা আফসোসের ঝড় বয়ে গেল। শায়খের কাছ থেকে ইলমী ইস্তাফাদা নেয়ার ইচ্ছা ছিল, সে সুযোগটা আর হল না।

পাকিস্তানের আসার পূর্বে শায়খ যুবায়ের আলী যাইয়ের ব্যাপারে খুব বেশী জানা ছিল না। লণ্ডনের তামীম ভাইয়ের মাধ্যমে তাঁর একটি বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ পেয়েছিলাম, যার বিষয়বস্তু ছিল আহলেহাদীছ সম্পর্কে পূর্ববর্তী ৫০ জন আলেমের মন্তব্য। এই বইটির মাধ্যমে সর্বপ্রথম তাঁর সম্পর্কে জানার সূত্রপাত হয়। পাকিস্তানে আসার পর দেখলাম তাঁর খ্যাতি এবং প্রসিদ্ধি কেবল আহলেহাদীছদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দেওবন্দী ও ব্রেলভীরাও তাঁকে যথেষ্ট মেপে চলে। শায়খের যুক্তিনিষ্ঠ বলিষ্ঠ বক্তব্য ও লেখনীর সামনে দেওবন্দী, ব্রেলভীদের কোন জবাব ছিল না। তিনি রাফউল ইয়াদায়েন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে যে বইটি লিখেছেন, তার জবাব এ পর্যন্ত পাকিস্তানের কোন হানাফী আলেম দিতে পারেননি। যদিও একটা জিনিস খারাপ লাগছিল, আমাদের ভার্সিটির আহলেহাদীছ ছাত্রদের যে কয়জনের সাথেই কথা বলেছি, তাদের কেউই শায়খ সম্পর্কে খুব একটা ইতিবাচক ধারণা রাখে না। আকারে ইঙ্গিতে তারা যেটা বোঝাতে চাইল, শায়খ কিছুটা যাহেরী মতবাদপন্থী, অর্থাৎ কুরআন-হাদীছ থেকে বিধান ইস্তিমবাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি খুবই আক্ষরিক। তিনি যে কঠোর উছূল মোতাবেক তাখরীজ করেন, তা মুহাদ্দিছীনের নীতিমালার সাথে সার্বিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এমনকি ফিলিস্তীনী বংশদ্ভূত জনৈক হাদীছ গবেষক আবুল ওয়ালীদ খালেদের সাথে আমার থিসিস নিয়ে একদিন দীর্ঘ আলাপ করছিলাম, কথা প্রসঙ্গে তিনিও শায়খ সম্পর্কে মন্তব্য করলেন যে, 'আমি উনাকে বহুদিন পূর্ব থেকে জানি। আমরা এক সাথেই করাচীর প্রখ্যাত আহলেহাদীছ শায়খ বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী (১৯২৫-১৯৯৬ইং)-এর কাছে হাদীছ পড়েছি। আমি যতটুকু তাকে জানি তিনি হাদীছের মূলনীতি আরোপে খুব কঠোর ছিলেন। ফলে তাঁর অবদান যেরূপ মূল্যায়িত হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি'। একদিন আব্দুল বাছীর ভাইকে এ কথা জানাতেই উনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'যারা এ ধরণের কথা বলেছে, তারা হয় জামায়াতপন্থী আহলেহাদীছ কিংবা জঙ্গিবাদী, অথবা শায়খকে তারা ভালভাবে জানে না'। তবে আমার যেটা মনে হয়েছে, তাঁর প্রতি অনেকের এই প্রচ্ছন্ন অবহেলার পিছনে শায়খের 'একলা চল' নীতি বা কোন আহলেহাদীছ সংগঠন বা আলেমের সাথে সম্পৃক্ততা না রাখাটা বোধহয় বড় একটা কারণ হতে পারে। যতদূর জেনেছি, তিনি সংগঠনভিত্তিক কার্যক্রমকে সমর্থন করতেন না অন্যদিকে প্রচলিত কিছু কিছু মাসআলার ব্যাপারে তাঁর কঠোরতার কারণে তিনি অনেক আহলেহাদীছ আলেমেরই বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

সবমিলিয়ে কিছু সমালোচনা সত্ত্বেও এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, হাদীছের গবেষণায় শায়খের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর নিয়তে কোন ত্রুটি ছিল না। ছিল না ইখলাছের ঘাটতি। নিজের সবটুকু দিয়ে নিজ বাসভবনে তিনি যে বিরাট লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন এবং বহির্জগতের সকল প্রকার ব্যস্ততাকে দূরে ঠেলে দিয়ে কেবল ইলমী খেদমতে যেভাবে আকণ্ঠ ডুবে ছিলেন, তা সুস্পষ্টতই একজন সত্যিকার মুজতাহিদ ও মুখলিছ আলেমের পরিচয় বহন করে। শায়খের ভাগ্নে বলছিলেন, তিনি সব কাজেই সালাফে ছালেহীনের নীতি অনুসরণের চেষ্টা করতেন। যেমন কোন যরূরী বই-পুস্তকের সন্ধান পেলে দূরত্ব যতই হোক, তিনি নিজেই সশরীরে উপস্থিত হয়ে বইটি নিয়ে আসতেন। কাউকে সেটা আনার জন্য পাঠাতেন না বা পোস্ট অফিসেরও সাহায্য নিতেন না। তিনি কোন কাজে লেগে গেলে শেষ না করা পর্যন্ত ছাড়তেন না। তাই কিছুটা খামখেয়ালীপনাও করে ফেলতেন। যেমন একবার নাকি তিনি ইংরেজীতে মাস্টার্স করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তাই একটা ইংরেজী ডিকশনারী কিনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি মুখস্থ করেছিলেন। তাঁর মুখস্থ শক্তির বিবরণ দিতে যেয়ে গুজরানওয়ালার ফাহীম সালাফী ভাই বলছিলেন, শায়খকে কোন হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাদীছটি পূর্ণ ইসনাদসহ বলে দিতে পারতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যে ব্রেন হেমোরেজে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এর পিছনেও ব্রেনের এই অতিরিক্ত পরিশ্রম একটা ভূমিকা রেখে থাকতে পারে।

শায়খের মৃত্যুর খবর জেনে সাথে সাথেই আব্দুল বাছীর ভাইকে ফোন দিলাম। জানতে পারলাম শায়খের জানাযা হবে রাত ৮টায় তাঁর নিজ গ্রাম হাযরোতে। রাওয়ালপিণ্ডি ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত এটোক যেলার এক প্রান্তে অবস্থিত তাঁর গ্রাম। ইসলামাবাদ থেকে প্রায় ৮০ কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমে। এখানেই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন এবং গবেষণাকর্ম চালিয়েছেন। দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে আব্দুল বাছীর ভাই তাঁর গাড়ি নিয়ে আসলেন আমার হোস্টেলে। এক সাথে আমরা ৪ জন রওনা দিলাম হাযরোর উদ্দেশ্যে। সহযাত্রীরা ছিলেন গুজরানওয়ালার ফাহীম সালাফী ভাই (রাওয়ালপিণ্ডির ইসলামী গবেষণা সংস্থা আইআরসি'র পরিচালক) এবং হাশেম ভাই (আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের খারুটি যেলার নাহরে জীহূন তথা আমুদরিয়ার তীরস্থ এক প্রত্যন্ত গ্রামের অধিবাসী, বর্তমানে আমাদের ভার্সিটিতেই এমএস করছেন)। পেশাওয়ার মটরওয়ে ধরে প্রায় সোয়া ঘন্টার ড্রাইভ। ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি ঘন্টায় ১২০-১৩০ কিঃ মিঃ গতিতে চলছে। ৮ লেনের চওড়া সুপ্রশস্ত রাস্তাটি চলে গেছে সরাসরি পেশাওয়ার পর্যন্ত। শেরশাহ কর্তৃক গ্রাণ্ড ট্রাংক সড়ক নির্মিত হওয়ারও বহু পূর্বে এই রাস্তাটি সুপ্রাচীন কাল থেকে মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ হিসাবে বিবেচিত ছিল। ২০০৭ সালে বিশ্বমানের এই আধুনিক মটরওয়েটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। রাস্তার দুই পাশে বৃক্ষ-পল্লববিহীন প্রস্তরাকৃতির পাহাড়ের রাজত্ব। উঁচু-নিচু পাহাড়ী রাস্তা থেকে বহু দূরে পাহাড়ের পাদদেশের উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাড়ি-ঘর দেখা যায়। প্রাচীন পৃথিবীর এককেটা স্কেচ যেন স্লাইড শোর মত ভেসে আসছে চোখের সামনে। লং ড্রাইভে যাওয়ার জন্য এর চেয়ে আদর্শ পরিবেশ আর হতে পারে না। তবে আমাদের দৃষ্টিসীমায় তখন ভ্রমণের চঞ্চলতা নেই। নেই নতুন কিছু দেখার মুগ্ধতা। বিষণ্ন আলাপচারিতায় তখন কেবলই শায়খের জীবন ও কর্ম প্রসঙ্গ। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করে শায়খের দীর্ঘদিনের সাথী ফাহীম ভাই, আব্দুল বাছীর ভাইদের চোখ বারবারই ভিজে আসছে। আমি শায়খ সম্পর্ক তাঁদের দেয়া তথ্যগুলো টুকে নিচ্ছিলাম কাগজে। দুপুর আড়াইটার দিকে এটোক যেলার হাযরো ইউনিয়নের পীরদাদ গ্রামে পৌঁছলাম।

শায়খের আটপৌরে অনাড়ম্বর বাড়ীর সাথেই মসজিদ। পেশাওয়ারসহ নিকটস্থ অঞ্চলের অনেক লোকজন তখন জানাযার উদ্দেশ্যে চলে এসেছে। পাড়া-প্রতিবেশী মহিলারাও ভিড় করেছে অন্দরমহলে। আমরা গিয়ে মসজিদে বসলাম এবং শায়খের পিতা মুজাদ্দাদ খান, ছেলে তাহের ও ভাগ্নে হাফিযের সাথে কথা বললাম। ক্রন্দনরত ছেলেকে সান্ত্বনা দিলাম। আছরের ছালাতের পর পেশাওয়ারের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম আব্দুল আযীয নূরিস্তানী (মাদরাসাতুল আছারিয়ার প্রিন্সিপ্যাল) ও রাওয়ালপিণ্ডির আব্দুল হামীদ আযহার

(খত্বীব, মসজিদে মুহাম্মাদী), সামসাদ সালাফী, পেশাওয়ারের ‘তাহরীকে শাবাব সালাফিয়া’র প্রধান রূহুল্লাহ তাওহীদী প্রমুখ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ এসে উপস্থিত হলেন। সন্ধ্যার পূর্বে আব্দুল আযীয নূরিস্থানীর সাথে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হল। আমার থিসিসের বিষয়বস্তু শুনে উনি অনেক দো‘আ করলেন এবং পেশাওয়ারে উনার মারকায লাইব্রেরীতে আসার জন্য বললেন। পরে উনার দুই ছেলে উমার ও উমায়ের এবং ‘তাহরীকে শাবাব সালাফিয়া’র প্রধান মাওলানা রূহুল্লাহ তাওহীদীর সাথেও পরিচয় হ’ল।

মাগরিবের পর আগত ওলামায়ে কেরাম বক্তব্য রাখলেন। সবার আবেগঘন বক্তব্যে যখন মসজিদের মুছল্লীদের চোখ অশ্রুসিক্ত, তখন শেষ বক্তা হিসাবে কথা বললেন শায়খ আব্দুল আযীয নূরিস্তানী। তিনি বললেন, ‘আমাদের আলোচনাগুলো ‘রিছা’ বা শোকের মাতমের মত হয়ে যাচ্ছে। এটা সুন্নাতী তরীকার বিরোধী। আপনারা বরং তাঁর রেখে যাওয়া গ্রন্থাবলী জনগণের মাঝে বেশী করে প্রচার করুন। এতেই তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন হবে’। রাত ৮টায় জানাযার পূর্বে প্রায় ১ কিলোমিটার পথ লাশের খাটিয়া বহনের জন্য সবার মাঝে প্রতিযোগিতা শুরু হল। পালা করে প্রায় সকলেই শায়খের খাটিয়া বহন করে যেন শায়খের শেষ স্পর্শটুকু পেতে চাইছিল। সুযোগ পেয়ে আমরাও কিছুদূর বহন করলাম। ঠিক ৮টার সময় পীরদাদ বাজারের পার্শ্বস্থ বিশাল মাঠে জানাযার ছালাত শুরু হল। পেশাওয়ার, ইসলামাবাদ, লাহোর, সারগোদা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রায় ১০ হাযার লোক জানাযায় অংশগ্রহণ করলেন। ইমামতি করলেন শায়খেরই শিক্ষক মাওলানা আব্দুল হামীদ আযহার। এছাড়া লাহোরের খ্যাতনামা বিদ্বান ও লেখক হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, বিশিষ্ট আলেম শায়খ মুবাশ্বির আহমাদ রব্বানী, শায়খ ইয়াহইয়া আরীফীসহ আরো অনেক আহলেহাদীছ আলেম-ওলামা উপস্থিত ছিলেন। ছালাতের দাঁড়ানোর পর লক্ষ্য করলাম বেশ পিছনের দিকে ড. ফযলে এলাহী যহীর এবং ড. সুহায়েল আহমাদ এসে দাঁড়িয়েছেন। জানাযার পর শায়খকে এক নযর দেখার জন্য মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড হুড়োহুড়ি সৃষ্টি হল। তবে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কঠোর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। জানাযার পর রাত বেশী হয়ে যাওয়ায় আমরা আর অপেক্ষা করলাম না। ফেরার পথে গাড়িতে উঠার সময় দেখি আমাদের পাশে অপর একটি কারে কয়েকজন মুরব্বী বসে আছেন। জানাযায় অংশগ্রহণকারী সাধারণ মুছল্লী ভেবে উনাদের সাথে সালাম বিনিময় করে আমাদের গাড়িতে উঠে বসলাম। একটু পর ফাহীম ভাই বললেন, হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফকে চিনেন? বললাম, ‘খুবই চিনি’। উনি বললেন, ‘তাড়াতাড়ি নেমে আসেন, শায়খ ঐ গাড়িতে বসে আছেন’। দ্রুত বের হয়ে উনাকে পুনরায় সালাম দিয়ে আমার পরিচয় দিলাম এবং তাঁর বেশ কিছু বই আমাদের বাসায় আছে সে কথা জানালাম। উনি সহাস্যে স্বাগত জানালেন এবং লাহোরে উনার মারকাযে যাওয়ার জন্য বললেন। শেষে উপদেশমূলক কিছু বললেন, তবে কথাগুলো হুবহু বুঝতে পারলাম না। কেননা আমি বলছি আরবীতে, কিন্তু জবাবে শায়খ প্রথম থেকেই কোন এক কারণে আরবীর পরিবর্তে উর্দুতে কথা বলছিলেন।

উনারা চলে যাওয়ার পর আমরাও রওনা দিলাম। পথে কিছু দূরে এক রেস্টুরেন্টে দেখা হল শায়খ মুবাশ্বির রব্বানী এবং শায়খ ইয়াহইয়া আরীফীর সাথে। উনারা একই পথে লাহোরে ফিরে যাচ্ছিলেন মাইক্রোতে। বেশ কিছুক্ষণ কথা হল উনাদের সাথে। বাংলাদেশের আহলেহাদীছদের সম্পর্কে তারা জানতে চাইলেন। পরে লাহোর আসার জন্য খুব আন্তরিকভাবে দাওয়াত দিলেন। বিশেষ করে শায়খ মুবাশ্বির আহমাদ রব্বানীর অমায়িক ব্যবহারে সত্যিই মুগ্ধ হলাম। রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে আমরা একই সাথে রওয়ানা হলাম। তারপর পেশাওয়ার মোড় এসে তাঁরা লাহোরের দিকে রওনা দিলেন আর আমরা ইসলামাবাদ ফিরে আসলাম। রাত ১১টার দিকে আমাকে হোস্টেলে নামিয়ে দিয়ে বাছীর ভাইরা বিদায় নিলেন। সারাটা দিন কেমন যেন ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। এতবড় একজন শায়খের মৃত্যুতে বুকটা যেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল, তেমনি বাছীর ভাইদের কান্নায় বুজে আসা কন্ঠের উত্তাপে চোখটা ভিজে আসছিল। অন্যদিকে একই জায়গায় পাকিস্তানের এতজন আহলেহাদীছ আলেম-ওলামার সাক্ষাৎ পেয়ে একটা পরিতৃপ্তি বোধও করছিলাম। পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন শায়খ যুবায়ের আলী যাই (রহঃ)-কে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন এবং তাঁর রেখে যাওয়া ইলমী খেদমত মুসলিম উম্মতের কল্যাণে কবুল করে নিন-আমীন!

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি
ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

অশুভ শক্তির হিংস্র থাবা : স্মৃতিময় ৯টি দিন

কিছু ঘটনা, কিছু স্মৃতি, কিছু স্বপ্নকে লালন করে মানুষ বেঁচে থাকে। হৃদয়ের মুকুরে জমে থাকা সেই স্মৃতিগুলো কাউকে কখনো আনন্দ দেয়, আবার কাউকে কাঁদিয়ে ছাড়ে। আবার কাউকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগায়। আজ এমনি একটি স্মৃতিবিজড়িত ঘটনার অবতারণা করছি এখানে, যা এক অজানা ও অব্যক্ত হৃদয়ের আশাহীন দুর্ঘটনার প্রতিচ্ছবি!

ফেব্রুয়ারী ২০০৫। আমি তখন দাখিল পরীক্ষার্থী। সাতক্ষীরার ঐতিহ্যবাহী মারকায ‘দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ বাঁকাল’-এর ছাত্র। যেখানে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে দাখিল পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ বছর অধ্যয়ন করেছি। সেখানে দেখেছি অনেক আনন্দ, অনেক ঘটনা। দেখেছি সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা, সৌহার্দপূর্ণ দায়িত্বপালন, সাধারণ জনতার প্রাণোচ্ছল উপস্থিতি, ছহীহ হাদীছের সংগঠক একদল নিবেদিতপ্রাণ মানুষ। সব ঠিকঠাক চলছিল। নিয়মতান্ত্রিকতা ছিল দারুল হাদীছের অনন্য বৈশিষ্ট্য। হঠাৎ খবর আসল, অত্র মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। খবরটা শুনামাত্রই যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তখন সবার মধ্যে এক ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। যাবতীয় কর্মচাঞ্চল্যের গতি থেমে গেল। হৃদয়ের গভীরে কোথায় যেন আপনজন হারানোর ব্যাথায় মোচড় দিল। এক ভূতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি হ’ল।

চতুর্দিকে সুনসান নীরবতা। হঠাৎ ভয়ংকর এক খবর আসল। প্রশাসন কর্তৃক মাদরাসা রেইড হবে। চিরুনি অভিযান চালানো হবে ড. গালিবের প্রতিষ্ঠানে বোমা, অস্ত্র পাওয়া যায় কি-না! একদিকে স্যারের গ্রেফতারে সকলের মন বিষণ্নতায় ভরপুর, অন্যদিকে ছাত্র জীবনের প্রথম ধাপ উত্তীর্ণের প্রচেষ্টা অর্থাৎ দাখিল পরীক্ষা। মাদরাসার শিক্ষকগণ বললেন, তোমরা যারা পরীক্ষার্থী, তারা বাড়ি চলে যাও। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ী চলে যেতে হল। কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে অতি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি হারানোর ব্যাথা আরো ঘনীভূত হ’ল। এরই মধ্যে হঠাৎ শুনলাম বাঁকালের দশ-বারো জন ছাত্র স্যারের মুক্তির দাবিতে পোস্টার মারতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছে। তখন হৃদয় বলে যেন কিছু নেই। মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে! মুক্তির দাবিতেও কিছু করতে দিবে না! এরই নাম কি মানবাধিকার! এরই নাম কি গণতন্ত্র!

পরীক্ষা দিলাম। ফলাফল প্রকাশ পেল। আলিমে ভর্তি হলাম। শুরু হ’ল জীবনের আরেক অধ্যায়। আলিম পরীক্ষা শেষে ফলাফল প্রকাশ পেল। হৃদয়ের কোণে আন্দোলিত হ’ল উচ্চশিক্ষা অর্জনের স্পৃহা। সে মোতাবেক কঠোর পরিশ্রম করলাম। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে ভর্তি হলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে। সময় আসল জীবনের সাথে যুদ্ধ করার। পাশাপাশি আমি বড়ই সৌভাগ্যবান এই কারণে যে, ড. গালিব স্যার যখন বাঁকালে যেতেন তখন তাকে দেখলে মনে হত, তিনি কত বড় মানুষ, কত বড় জ্ঞানী ব্যক্তি! তখন তার সাথে দেখা করা ও সালাম-মুছাফাহা করা বড়ই আনন্দের মনে হত। আনন্দে মনটা ভরে যেত। খুব খুশি হতাম আমরা সবাই। কিন্তু তাঁর সংস্পর্শে থাকতে পারব, তাঁর সাথে এক মসজিদে ছালাত আদায় করব, তাঁর সাথে কোন্ বৈঠকে উপস্থিত হতে পারব, কাছে থেকে তাঁর খেদমত করতে পারব এটা তখন কল্পনাতেই ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মাধ্যমে মহান আল্লাহ সেই সুযোগটা আমার জীবনে এনে দিয়েছেন। এজন্য হাযারো শুকরিয়া। *ফালিল্লা-হিল হামদ*।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগে ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রে উঠাবসা করার সুযোগ পেলাম। কিন্তু এমন সময় আমি আসলাম, যখন শ্রদ্ধার পাত্র মুহতারাম আমীরে জামা‘আত দুনিয়ার এই

উন্মুক্ত ময়দান থেকে কারাগারের চার দেয়ালের অন্ধ প্রকোষ্ঠে বন্দী। তাই প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতাম, কাঁদতাম, দান করতাম। আল্লাহ যেন আমাদের প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিত্ব আমীরে জামা'আতকে আমাদের মাঝে আবার ফিরিয়ে দেন! এভাবে হাযারো কর্মীর চোখের পানিতে সিক্ত হত প্রিয় ব্যক্তির মুক্তির ফরিয়াদ। অতঃপর সহপাঠী আবু তাহের, ছাদীক্ব মাহমূদ, হারুণদের সাথে মারকাযে উঠাবসা শুরু করলাম। একপর্যায়ে সবার সাথে পরিচয় হল। মারকাযে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা তাদের নিকট থেকে শুনলাম ও সত্যটা উপলব্ধি করলাম। আর আল্লাহ্র প্রশংসা করলাম মনের গহীনে বাসা বাঁধা সেই স্বপ্ন পূরণের মুহূর্তগুলোর জন্য।

মারকাযের অদূরে এক ছাত্রাবাসে থাকতাম। কিন্তু অধিকাংশ সময় মারকাযেই সময় কাটাতাম। দিন যেতে লাগল, সপ্তাহ অতিবাহিত হ'ল। এমনকি কয়েক মাস পেরিয়ে গেল। হঠাৎ আমীরে জামা'আতের বাসা পাহারা দেওয়ার প্রস্তাব আসল। প্রস্তাব পেয়ে আনন্দে চন্দ্র হাতে পাওয়ার মত মনে হল। ঘরের শত্রু বিভীষণ। তাই অভ্যন্তরীণ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় এই পাহারা। সেদিন পাহারায় ছিলাম আমি, বন্ধু আবু তাহেরসহ আরো কয়েকজন। রাত ১২-টার দিকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হ'ল। শীতের রাত। কম্বল মুড়ি দিয়ে আমরা আমীরে জামা'আতের বাসার নীচের বারান্দায় বসা। আমি ও আবু তাহের বসে বসে সারারাত খোস গল্প করে পাহারা দিলাম। নিজেকে সেদিন খুবই ভাগ্যবান মনে হয়েছিল। এভাবেই চলতে থাকল দিন। অতঃপর আগমন ঘটল সেই মাহেন্দ্রক্ষণের। ২০০৮ সালের ২৮ আগষ্ট। যেদিন আহলেহাদীছ জামা'আতের মুকুট, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, খ্যাতনামা ইসলামী ব্যক্তিত্ব, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের কারামুক্তির দিন। নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই স্যারকে রিসিভ করার জন্য বগুড়ার জেল খানায় গিয়েছিলেন। আর মারকাযের সকল ছাত্র, শিক্ষক ও বিভিন্ন স্তরের সাংগঠনিক দায়িত্বশীলবৃন্দ মারকাযে অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুণছিলাম। কখন দেখতে পাব আমীরে জামা'আতকে! কখন সেই হাস্যোজ্জ্বল চেহারার মানুষটিকে আবার ফিরে পাব! কারাগার থেকে বের হয়ে রাত পৌণে এগারটার দিকে রাজশাহীতে পৌঁছেন। সেদিন তাকে দেখে মনে হয়েছিল, ঠিক ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন পূর্বে যেমন দেখা গিয়েছিল, ঠিক তেমনিই দেখা গেল। চেহারার কোন পরিবর্তন নেই, দেহের কোন ব্যত্যয় ঘটেনি, ঘটেনি স্বাস্থ্যের কোন অবনতিও। তবে সামনের কয়েকটি দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল। হাস্যোজ্জ্বল চেহারার সেই চিরচেনা মানুষটিকে পেয়ে ফেলে আসা যাবতীয় কষ্ট, ব্যথা-বেদনা ভুলে গিয়েছিলাম। শত শত মানুষের ভীড়। এরই মধ্যে নিয়ে যাওয়া হ'ল তাঁরই প্রতিষ্ঠিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে। সাতক্ষীরা, বগুড়া, মেহেরপুর সহ রাজশাহী ও তার আশেপাশের যেলার বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম। সেদিন নওদাপাড়া মাদরাসা প্রাঙ্গণ নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। পুরাতন আনন্দে সবাই আবার নতুন করে জেগে উঠল। খুশিতে সবাই আত্মহারা। আনন্দ প্রত্যেকের চেহারায় ঝলমল করছে। দীর্ঘদিন পর আমাদের আমীর মুক্ত। আমাদের সামনেই তাকে দেখতে পাচ্ছি। এশার ছালাত আদায়ের পর তিনি এক আবেগঘন বক্তব্য উপহার দিলেন। তিনিও যেন তাঁর হাতে গড়া কর্মীবাহিনীর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে অন্ধ প্রকোষ্ঠের যাবতীয় ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট ভুলে গেছেন। নেতৃবৃন্দের স্মৃতিময় ও আবেগঘন বক্তব্যে সবার মাঝে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছিল। স্যারের বক্তব্য শুনে উপস্থিত সবাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিল। চোখ থেকে আনন্দের অশ্রু ঝরছিল। একপর্যায়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অতঃপর শুরু হয় মুছাফাহার পালা। কে আগে মুছাফাহা করবে! যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে জান্নাতপিয়াসী একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী। এ যেন এক কৃতজ্ঞ মনের অকৃত্রিম ভালবাসার আশাতীত প্রাপ্তি।

মুক্তির পর তিনি অল্প কিছু দিনের মধ্যে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে যথারীতি তাঁর সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করলেন। জ্বলে উঠলেন অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎসের মহা শক্তিতে। অতঃপর শুরু হল আরেক ষড়যন্ত্র। মারকায দখলের ষড়যন্ত্র। বিজাতীয় সভ্যতার শিরকী মতবাদ হিংস্র 'গণতন্ত্র'-এর অযাচিত ষড়যন্ত্র।

এরই মাঝে একদিন হঠাৎ করে মাসিক আত-তাহরীকের মাননীয় সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন তাঁর চেম্বারে ডেকে শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ উস্তাদযী ও মুফাক্কার স্যারের সামনে আমাকে দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে আযান দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেন। অতঃপর মুযাফফর বিন মুহসিন ভাইয়ের একান্ত পরামর্শে ছাত্রাবাস ছেড়ে চলে আসলাম মারকাযে। আরো ঘনিষ্টতার সাথে শুরু হ'ল পথচলা।

স্মৃতিময় ৯ দিন :

২০০৯ সালের রামাযান মাস। মুহতারাম আমীরে জামা'আত ই'তিকাফে বসা। এ সময় মারকাযের উপর দিয়ে ঘটে যায় এক মহা বিপদ, অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো মেঘের ঘনঘটা। যার চিত্র বর্ণনা করা বড়ই কষ্টসাধ্য। সেদিনের সেই অভিভাবকহীন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আল্লাহই আমাদেরকে গায়েবী মদদে রক্ষা করেছিলেন। ই'তিকাফে থাকাবস্থায় খুব কাছ থেকে ড. গালিব স্যারের খেদমত করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

১৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ২৫ রামাযান যোহর ছালাতের পূর্বমুহূর্তে সালাফী ছাহেবের প্রায় ২৫/৩০ জন ভাড়াটে সন্ত্রাসী এসে 'আত-তাহরীক' ও 'আন্দোলন' অফিস ছাড়া 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ মারকাযের পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বস্থ প্রত্যেকটি রুমে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এমনকি তারা মসজিদের ওযূখানা ও বাথরুম পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। তখন মুযাফফর বিন মুহসিন ভাই পশ্চিম পার্শ্বে 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি কক্ষে পড়ছিলেন। তার সাথে ছিল হাসিবুল ইসলাম (রাজশাহী)। ২০৮ নং রুম থেকে বের হয়ে দেখি তাকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। অবশেষে তাকে এক কাপড়ে রুম থেকে বের করে দেয়া হল। শুধুমাত্র সাথে ছিল তার অতি প্রয়োজনীয় ডায়েরী ও ল্যাপ্টপ। অতঃপর এক পর্যায়ে শুরু হ'ল ছাত্রদের রুমগুলোতে তালা দেওয়ার ঘৃণ্য কর্মসূচী। আমাদের রুমে গিয়ে বলা হ'ল, 'তোরা তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে বের হয়ে যা'। তখন রুমে ছিলাম আমি ও সাব্বির নামের আলিম শ্রেণীর এক ছাত্র। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাপড় গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। আর চোখের পানি ঝরঝর করে পড়ছিল। কাপড় গুছিয়ে নিতে দেরী হওয়ায় নরপশুরা গালি দিয়ে বলল, 'এই শুয়োরের বাচ্চারা! সহজ কথা বুঝতে পারছিস না। এখনি বের হয়ে যা। কিছুই নিতে হবে না। দেরী হলে ভিতরে রেখেই তালা দিয়ে দিব'। সেদিনের হিংস্র পশুর গর্জন যেন এখনো কর্ণকুহরে ধ্বনিত হয়। ব্যাগ গুছিয়ে বারান্দায় আসলে তারা ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেয়। চোখের পানি মুছতে মুছতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। আর একনেত্রে তাকিয়ে রইলাম তালাবদ্ধ মারকাযের দিকে। মাদরাসা ছুটি থাকায় আমরা হাতে গোণা কয়েকজন ছাত্র ছিলাম। আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম (বগুড়া), আহসান (জয়পুরহাট), আব্দুল্লাহ আল-মামুন (রাজশাহী), আরিফুল ইসলাম (রাজশাহী), মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম (নওগাঁ) সহ আরো কিছু ছাত্র। যদিও পরবর্তীতে আব্দুল বারী (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), ওবাইদুল্লাহ (গাইবান্ধা) এসেছিল। তালা বন্ধ করার দৃশ্যটি আরিফ (রাজশাহী) তার মোবাইলে ভিডিও করে রেখেছিল। অতঃপর মারকাযের পূর্বপার্শ্ব থেকে মুযাফফর ভাই আমাকে মোবাইলে বললেন, 'তোমরা মসজিদে গিয়ে আপাতত অবস্থান কর'। ব্যাগ নিয়ে আমরা সবাই ব্যথাতুর হৃদয়ে মসজিদে গেলাম।

পরে জানতে পারলাম যে, নিষ্ঠুর হায়েনাদের তালা মারার করুণ দৃশ্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত মসজিদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুরোটাই দেখেছেন। তখন স্যারের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। দুঃখ-ভারাক্রান্ত বদন। আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় মাদরাসায় আজ সন্ত্রাসীরা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি কি স্থির থাকতে পারেন? তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদেরও কান্না এসে গেল। রান্না ঘরেও তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার কারণে ইফতারের ব্যবস্থা করা যায়নি। রাস্তাতেও যাওয়া যাচ্ছিল না। গেলেই মারপিট করছে। পার্শ্ববর্তী যুবসংঘের কর্মী আমীনুলের মাধ্যমে দোকান থেকে মুড়ি, চানাচুর ও পাউরুটি এনে সবাই ইফতার করলাম। মাগরিবের পর স্যার আমাকে ডাকলেন। স্যারের চেহারা বিষণ্ণতায় ভরা। চিন্তাক্লিষ্ট ভাবনার ছাপ। কিন্তু আল্লাহ্র প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভরসা কানায় কানায় পূর্ণ। তিনি অস্থির হয়ে বিভিন্নজনকে ফোন করতে বললেন আমাকে। তিনি তো অস্থির হবেনই! তিনিই মারকাযের অভিভাবক। মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে কালো হুজরার মধ্যে থেকে তিনি অস্থির সময়

Contents

অতিবাহিত করছেন আর ভাবছেন মাদরাসাকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। কেমন যাচ্ছে কর্মীদের দিন! কিভাবে কাটছে তাদের সময়! ধিক! শত ধিক! যারা ই'তিকাফকারী একজন নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার করে। একপর্যায়ে আমার ফোনে ব্যালেন্স শেষ। আমচত্বর যাওয়া যাচ্ছে না। গেলেই সন্ত্রাসী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশংকা। বাধ্য হয়ে বর্তমানে সাতক্ষীরা যেলার 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ বিন মুসলিম ভাইকে ৫০ টাকা ফ্লেক্সিলোড করার কথা বললাম। অতঃপর স্যার আরো কয়েক জায়গায় ফোন করতে বললেন। এভাবেই ২৫ রামাযানের রাত্রি কঠিন যাতনা ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কেটে গেল। নিরাপত্তার জন্য আমরা কয়েকজন শিফটিং করে রাত্রি অতিবাহিত করলাম। অন্যদিকে স্যার এই বিপদঘন মুহূর্তে সর্বদা উপদেশ দিতেন, 'বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত কর, বেশী বেশী আল্লাহ্র কাছে দো'আ কর, শেষ রাতে উঠে নফল ছালাত আদায় কর'। হক্বপন্থী নেতার এমনই নির্ভীকচিত্ত ও মহানুভবতা।

১৮ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ২৬ রামাযানে আসিফ রেযা (রাজশাহী)-এর ইমামতিতে এশার ছালাত আদায় করলাম। পরে স্যার আমাকে বললেন, তোমার গলায় জোর আছে তুমি তারাবীহ্র ছালাত আদায় করাও। ইতস্ততবোধ করলাম। তারপরেও ইমামতি করলাম। কারণ পিছনে রয়েছেন দক্ষিণ এশিয়ার সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব মুহতারাম আমীরে জামা'আত। অন্যদিকে সেই রাতে মাদরাসার সামনে রাস্তার উপরে সন্ত্রাসী বাহিনীর আনাগোনা। স্যার টয়লেটে যাবেন। স্যারকে বললাম, স্যার পরিস্থিতি ভাল নয়। আমি বারান্দার লাইটগুলো বন্ধ করে দিলাম। অতঃপর স্যারকে বাথরুমে রেখে দ্রুত আবার লাইট জ্বালিয়ে দিলাম। যাতে করে শত্রু পক্ষরা বুঝতে না পারে। আবার লাইটগুলো বন্ধ করে তাঁকে মসজিদে নিয়ে আসলাম।

সামনে ঈদুল ফিতর। মারকায মাঠে ঈদের ছালাতের ব্যবস্থা করছেন ছালাফী ছাহেব। কতিপয় কর্মচারী মাঠে কাজ করছে। শুরু হ'ল আরেক নির্যাতন। ১৯ সেপ্টেম্বর (২৭ রামাযান) যোহর ছালাতের প্রাক্কালে স্যার ওযূ করার জন্য টয়লেটে যাবেন। ষড়যন্ত্রের আশংকায় সর্বদা টয়লেটে তালা দিয়ে রাখতাম। গিয়ে দেখি তালা আর খুলে না। স্যার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখি তালা পলিথিন বা অন্য কিছু দিয়ে সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে। হতবাক। শত্রুরা কত ইতর, নিষ্ঠুর হলে একজন ই'তিকাফকারী ব্যক্তির প্রতি এমন অমানবিক অত্যাচার করতে পারে! সেদিন স্যার যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন, যেন আকাশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। অতঃপর তিনি ২য় তলায় উঠে প্রয়োজন সারেন। পরে আমাকে বললেন, দ্রুত সাখাওয়াত, মুযাফফরকে জানাও। পরে তারা দ্রুত পুলিশ নিয়ে আসলেন। মাঠে যে দুষ্কৃতিকারীরা কাজ করছিল তাদের মধ্যে কাওছার নামে এক ধূর্ত অমানুষ ছিল। পুলিশ অফিসারটি (দ্রাবিড়) তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কে এটা করেছে? সে অস্বীকার করে? একপর্যায়ে মুযাফফর ভাই ক্ষেপে গেলেন। পরবর্তীতে পুলিশ তাকে একটা থাপ্পড় মারেন এবং চাবীর গোছা নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু সে নিয়ে আসল না। তখন পুলিশ তাকে শাসিয়ে দেন। তারপর পুলিশের উপস্থিতিতে তালা ভাঙ্গার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। আব্দুল্লাহ প্রথমে হাতুড়ী দিয়ে ভাঙতে ব্যর্থ হওয়ায় পরে রড ঢুকিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হয়।

এইদিন মাগরিব পর মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে মারকায থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সন্ত্রাসীরা। এটা ছিল তাদের সর্বশেষ পরিকল্পনা। মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে মোতায়েন করা হয় ২০/২৫ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী। রামদা, বটি ও বিভিন্ন লাঠিসোটা নিয়ে তারা প্রস্তুতি নিয়েছে। তারাবীহর পর স্যারকে ই'তিকাফ খানায় রেখে আমি বাইরে এসে দেখলাম কালো পোশাকধারী কিছু লোক মুযাফফর ভাই ও সাখাওয়াত ভাইয়ের সাথে কথা বলছে। বুঝলাম তারা র‍্যাব। তাদের সাথে গিয়ে মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দরজার তালাটি খুলে দিলাম। তখন স্থানীয়দের মধ্যে আমাদের সাথে ছিল সালমান ফারসী সুমন, তার ভাগ্নে তাওফীক্ব, মুস্তাক্বীম ভাইসহ প্রায় ৭-৮ জন মানুষ। সাহায্য আসে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। সেদিন পুলিশ প্রশাসন কোন সহযোগিতা করেনি। সরাসরি আল্লাহ্র গায়েবী মদদে ষড়যন্ত্রকারীদের দম্ভ টুটে গিয়েছিল। অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছিল তাদের উপস্থিতি। সেই যে তাদের পতন হ'ল, আজও পর্যন্ত আর কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। এরপর খবরটি স্যারকে জানালে তিনি অসংখ্যবার আল্লাহ্র প্রশংসা করেন ও সকলের জন্য অন্তরখোলা দো'আ করেন।

অতঃপর রাতেই নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে স্যারের নিরাপত্তার জন্য হুজরা খুলে মসজিদের মাঝ বরাবর বেঁধে দিলাম। সেদিন আমরা প্রায় সারারাত জেগে পাহারা দিলাম। ২৭ রামাযানের রাত পার হ'ল। পরের দিন সকাল সাড়ে ৯-টার দিকে স্যার আমাকে ডেকে বললেন, খুব মাথা যন্ত্রণা করছে। ফলে দীর্ঘ সময় তাঁর পাশে থাকলাম। ১২-টা পর্যন্ত প্রায় তিন ঘন্টা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললেন। বিভিন্ন মনীষীর জীবনী উল্লেখ করে নিজে সান্ত্বনা খুঁজছিলেন। আহলেহাদীছ মনীষী আল্লামা ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (রহঃ) সহ বিভিন্ন সালাফী বিদ্বানদের জীবনে ঘটে যাওয়া অত্যাচার এবং অসংখ্য শিক্ষণীয় ঘটনা শুনান। একপর্যায়ে তিনি আমাকে অসহায়ত্ব প্রকাশ করে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে আমি রাজশাহীতে অবস্থান করছি। আজও আমার কোন সত্যিকারের বন্ধু জুটল না! কোথায় যাব আমি'? আমি তখন বলেছিলাম, স্যার রাজশাহীর নওদাপাড়ার মানুষ যদি আপনাকে ঠাঁই না দেয়, তাহলে সাতক্ষীরার 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর প্রত্যেকটি কর্মী ও দায়িত্বশীল আপনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। তখন তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, 'তুমি কি মনে করছ, আমার সন্তানেরা মানুষের বাড়িতে জীবনযাপন করবে?' তখন আমি আর কোন কথা বলতে পারিনি। কণ্ঠ আড়ষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরো একটি কথা বলেছিলেন, 'শোন বযলু! আমাকে যদি কখনো হত্যা করা হয়, তাহলে সবাইকে বলে দিবে কেউ যেন কোন প্রকার মামলা-মুকাদ্দামা না করে'। তখন আমার ভিতরে যেন তীরের মত বিদ্ধ হল। কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল। মনে উদয় হ'ল, আমরা থাকতে আপনাকে হত্যা করবে মানে! আপনার হাযারো কর্মী বাহিনী আপনার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। সম্মুখপানে এগিয়ে চলুন মহাসত্যের সন্ধানে দৃঢ় মনোবল নিয়ে। অতঃপর যোহরের আযানের সময় হওয়ার কারণে স্যার বললেন, যাও। আযান দাও।

অশুভ শক্তির হিংস্র থাবার ঐ দিনগুলো আজও মনের অন্দর মহলে ধাক্কা দেয়। কী দোষ ছিল গালিব স্যারের? কী অন্যায় তিনি করেছিলেন? তিনিতো কেবল পথভোলা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দাতা। তিনিতো বিচ্ছিন্ন মুসলিম জনতাকে এক ইমারতের অধীনে জমায়েত করার আহ্বায়ক মাত্র। তিনিতো মানুষকে শুধুমাত্র পরকালীন মুক্তির সোপান হিসাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে আহ্বানকারী মাত্র। একমাত্র দোষ এটাই। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ কথা হ'ল, হক্বের বুলন্দ আওয়াজ যেখানে প্রস্ফুটিত হয়, বাতিলের আক্রমণ সেখানে তীব্রতর হয়। আর এটাই ঘটেছিল সেই দিনগুলোতে। ই'তিকাফের সেই ৯টি দিনের দুঃখ ও কষ্টে বিজড়িত স্মৃতিগুলো আমার জীবনের সবচেয়ে স্মৃতিময় দিন, যা সর্বদা হৃদয়াভ্যন্তরে চির জাগরূক হয়ে থাকবে জীবনের প্রান্তকাল পর্যন্ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে।

উল্লেখ্য যে, তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকার জঙ্গীবাদের মিথ্যা ধুয়া তুলে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে তাঁর বিরুদ্ধে ১০টি মিথ্যা মামলা চাপিয়েছিল। অতঃপর একের পর এক যামিন হতে থাকে। অবশেষে ২০০৮ সালের ২৮ আগষ্ট দীর্ঘ ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারান্তরীণ থাকার পর মুক্তি পান। অতঃপর দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন পর গত ২০ নভেম্বর ২০১৩ রোজ বুধবার বগুড়া জজকোর্ট থেকে সর্বশেষ মামলায় বেকসুর খালাস পান। ফালিল্লা-হিল হামদ। এর মাধ্যমে বিগত চারদলীয় সরকার ও তথাকথিত ইসলামী মূল্যবোধের ধ্বজাধারী জোট কর্তৃক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উপর যে জঙ্গীবাদের মত নিকৃষ্ট অভিযোগ আরোপ করা হয়েছিল তার অবসান ঘটল। মৃত্যু ঘটল মিথ্যা ইতিহাসের জঞ্জাল। আর জাতির নিকট পরিষ্কার হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'ই একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'ই হল একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী যুবসংগঠন।

তাই দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত আহলেহাদীছ ভাই ও বোনসহ সকলের নিকট আমাদের একটাই আহ্বান, যেখানে থাকুন না কেন আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

-বযলুর রহমান
রাজনগর, লাবসা, সাতক্ষীরা।

সংগঠন সংবাদ

প্রবাসী সংবাদ

সঊদী আরব : গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ রোজ শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন হজ্জের উদ্দেশ্যে সঊদী আরব গমন করেন। উক্ত সফরে তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বিভিন্ন সাংগঠনিক এলাকা সফর করেন। এছাড়া কিছু নতুন শাখাও গঠন করেন। জেদ্দায় ওছমান বিন আফফান মসজিদে ৩রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এক প্রোগ্রামে যোগদান করেন। অতঃপর ২৫ অক্টোবর শুক্রবার জেদ্দার পোর্টে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ দাল্লা ক্যাম্প মসজিদে, আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল পার্শ্ববর্তী মসজিদে এবং মুযাফফর বিন মুহসিন ইসলামিক পোর্ট মসজিদে খৎবা দান করেন। পরে ২৯ অক্টোবর মঙ্গলবার দাল্লা ক্যাম্পে পৃথক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ৩১ তারিখ বৃহস্পতিবার তায়েফ ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে বালাদিয়া ক্যাম্পে চমৎকার প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৪ঠা এবং ২৪ শে অক্টোবর জেদ্দার পার্শ্ববর্তী এলাকা 'আসফান কনসোলিডেটেড কন্ট্রাক্টর্স কোম্পানী ক্যাম্পে' দু'টি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ৪ অক্টোবর মুহিউদ্দীনকে সভাপতি, আব্দুল আউয়ালকে সহ সভাপতি এবং আবুবকরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট আন্দোলনের কমিটি গঠন করেন। ১৯ অক্টোবর শনিবার মসজিদে হারামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত আলেম বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট পরিচিত মুখ মাওলানা মতীউর রহমান মাদানী। তিনি হজ্জের পর ওমরা করা এবং বাংলাদেশ থেকে যাওয়া শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী ও মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছিলেন। বক্তব্য ও লেখনির মাধ্যমে পরস্পর পরিচিতি থাকলেও দীর্ঘদিন পর একসঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তিনি বাংলাদেশের আহলেহাদীছদের অবস্থা, সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আতের খোঁজ-খবর নেন। ঐ সময় মোবাইলের মাধ্যমে আমীরে জামা'আতের সাথে কুশল বিনিময় করেন। তিনি দাম্মাম, জেদ্দা, মক্কা, আল-খাফযী, রিয়াদ ইত্যাদি এলাকার আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম এবং দায়িত্বশীলদের কর্মতৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অতঃপর মদীনায় আগমনের পর ৬ নভেম্বর বুধবার মসজিদে নববীর পার্শ্বে বিন লাদেন ক্যাম্পে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুরূপ ৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার পার্শ্ববর্তী 'মাযরা'আ' এলাকা এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আব্দুল হামীদকে সভাপতি, ওমর ফারুককে সহ-সভাপতি এবং আমীনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট মদীনা শাখার গঠন করেন। উক্ত প্রোগ্রাম সমূহে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রিন্সিপ্যাল শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ এবং ঢাকা যেলা আন্দোলনের সাবেক সভাপতি আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানীও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জেদ্দা এলাকায় শায়খ বছীর, আব্দুল্লাহিল বাকী ও মদীনায় শায়খ জাহিদ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় সভাপতি সাংগঠনিক দায়িত্বশীল ভাইদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে মক্কার আহলেহাদীছ আন্দোলনের সভাপতি হাসানসহ ইউসুফ আলী, আব্দুল মান্নান যাকীর, খোকন, তুফায়েল, ইউসুফ, ফরহাদ, শওকত; জেদ্দার সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদসহ নিযামুদ্দীন, ছাদিক, সিরাজুল ইসলাম, মাহদী, রাশেদুল ইসলাম, মুহাম্মাদ বাশার, তাহের, মনীর, আল-আমীন, মীযান; আসফান এলাকার সভাপতি মুহিউদ্দীনসহ আব্দুল আওয়াল, আবুবকর, নূরুল ইসলাম; মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাফেয আব্দুল মতিনসহ, মুকাররম, গোলাম কিবরিয়া, শাহাদত, আবু সাঈদসহ আরো দায়িত্বশীলদের প্রচেষ্টা, ভালবাসা ও আন্তরিকতা কখনো ভুলার নয় বরে মন্তব্য করেন। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

যেলা সংবাদ

শিংগোয়, শরিষাবাড়ী, জামালপুর ১৯ অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর শিংগোয়া দ্বিতল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর জামালপুর (দক্ষিণ) সাংগঠনিক যেলা গঠন উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী। পরিশেষে মাওলানা মুহাম্মাদ যাকির হোসেনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুশ শুকুরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট জামালপুর (দক্ষিণ) সাংগঠনিক যেলা গঠন করা হয়।

এলাকা সংবাদ

দক্ষিণনূর পুর, দুপচাচিয়া, বগুড়া ৫ নভেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর দক্ষিণনূর পুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এলাকা গঠন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপযেল 'যুবসংঘ'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক আবু সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আযীয। পরিশেষে ফারূককে সভাপতি ও আব্দুল লতীফকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট দক্ষিনন়ূর পুর এলাকা কমিটি গঠন করা হয়।

আশুঞ্জা বানিয়াদিঘী, দুপচাচিয়া, বগুড়া ৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর আশুঞ্জা বানিয়াদিঘী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আশুঞ্জা বানিয়াদিঘী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর এলাকা গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপচাচিয়া উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আযীয। পরিশেষে আবু সাঈদকে সভাপতি ও সাদ্দামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট আশুঞ্জা বানিয়াদিঘী এলাকা কমিটি গঠন করা হয়।

পাল্লাপাড়া, দুপচাচিয়, বগুড়া ৮ নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ পাল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাল্লাপাড়া এলাকা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দুপচাচিয়া উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি রহমাতুল্লাহ। সাইম হোসেনকে সভাপতি ও মুনছুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট পাল্লাপাড়া এলাকা কমিটি গঠন করা হয়।

মাজিন্দা, দুপচাচিয়া, বগুড়া ৯ নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর মাজিন্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাজিন্দা এলাকা গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ শামীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক হারুনুর রশীদ। পরিশেষে আমীনুল ইসলাম শামীমকে সভাপতি এবং ইমদাদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট মাজিন্দা এলাকা গঠন করা হয়।

সাটিরপাড়া, নরসিংদী ১০ নভেম্বর রবীবার : অদ্য বাদ মাগরিব সাটিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পৌর এলাকা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুছ ছাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থি ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক শরীফুদ্দীন ভুঁইয়া, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ বিন ইসহাক, সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন, 'সোনামণি'-এর যেলা পরিচালক আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক্ব। পরিশেষে তায়জুল ইসলামকে সভাপতি ও ওমর শরীফকে সাধারণ সম্পাদক করে নরসিংদী সাটিপাড়া পৌর এলাকা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এটিই নরসিংদী শহরে কোন আহলেহাদীছ সাংগঠনিক এলাকা প্রথম গঠিত হল। যার সদস্য সবাই কনভার্টেট আহলেহাদীছ।

কোলগ্রাম, মাল্লাপাড়া, দুপচাচিয়া বগুড়া ১০ নভেম্বর রবীবার : অদ্য বাদ যোহর কোলগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এলাকা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক আব্দুছ ছবুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আযীয। পরিশেষে আব্দুছ ছবুরকে সভাপাত ও সানাউল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কোলগ্রাম এলাকা কমিটি গঠন করা হয়।

শাখা সংবাদ

বাউসা, হেদাতীপাড়, বাঘা, রাজশাহী ১২ নভেম্বর রোজ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব হেদাতীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহমিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক হাফেয হাসিবুল ইসলাম, রাজশাহী দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মনীরুল ইসলাম প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, উক্ত অনুষ্ঠানে ৭জন নতুন ভাই আহলেহাদীছ হন।

কোলগ্রাম, তুংদাড়িয়া, দুপচাচিয়া, বগুড়া ১৩ নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর কোলগ্রাম তুংদাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শাখা গঠনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুপচাচিয়া উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুছ ছবুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি রহমাতুল্লাহ। আসাদুল ইসলামকে সভাপতি ও নযরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট তুংদাড়িয়া শাখা গঠন করা হয়।

পাঁচখুপি, দুপচাচিয়া, বগুড়া ১৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর পাঁচখুপি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শাখা গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপচাচিয়া উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আযীয। পরিশেষে আব্দুল আযীযকে সভাপতি ও মীযানুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পাঁচখুপি শাখা গঠন করা হয়।

পশ্চিম দৌলতপুর, বাগমারা, রাজশাহী ১৫ নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব পশ্চিম দৌলতপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর শাখা কর্মপরিষদ গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ পিয়ারবক্স-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর রাজশাহী (উত্তর) সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি ও বাগমারা উপযেলার সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কর্মী হাফেয শহীদুল ইসলাম। জাগরণী পেশ করেন ইসমাঈল। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ ইবরাহীমকে সভাপতি ও আব্দুর হান্নানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট শাখা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।

লক্ষ্মীকোলা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া (পশ্চিম) ১৫ নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ লক্ষ্মীকোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে লক্ষ্মীকোলা 'যুবসংঘ'-এর শাখা গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার আহ্বায়ক ইফতেখার মাহমূদ সুমন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল গাফফার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ও 'সোনামণি'-এর পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মামুন। পরিশেষ ইফতেখার মাহমূদ সুমনকে সভাপতি এবং রহিদুল ইসলাম বাদশাকে সাধারণ সম্পাদক করে লক্ষ্মীকোলা শাখা গঠন করা হয়।

পাঁচদোনা, নরসিংদী ২২ নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' নরসিংদী সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক এক 'কর্মী ও সুধী সমাবেশ'-এর আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। প্রধান অতিথি মহোদয় তার বক্তব্যে যুবসমাজকে আল্লাহ্‌র অকাট্য বিধান তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ আঁকড়ে ধরতে 'যুবসংঘ'-এর পতাকাতলে আশ্রয় নেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমীন উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ শাহীনসহ মাহফুযুল ইসলাম, শরীফুদ্দীন ভূইয়াঁ, আমীর হামযা, আব্দুল্লাহ আল-মামুন, হাফেয অহিদুর রহমান ও মাওলানা আব্দুল ক্বাইয়ূম, হাফেয শরীফুল ইসলাম, আব্দুল বারী, লোকমান হাসান, আব্দুল খাবীর প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মাহদী হাসান ও সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক দেলওয়ার হোসাইন।

রামচন্দ্রপুর, মুকামতলা, শিবগঞ্জ, বগুড়া ২২ নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ রামচন্দ্রপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শাখা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শিবগঞ্জ উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল ওয়ারেছর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, শিবগঞ্জ উপযেলার ধামাহার এলাকা' যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হক্ব প্রমুখ। পরিশেষে আব্দুল রাব্বী হাসান মিজুকে সভাপতি ও আতীকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট রামচন্দ্রপুর শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব

আপনারা একা বা পরিত্যক্ত নন

-ওআইসি মহাসচিব

'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা' (ওআইসি)-এর একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়ে গত ১৪ নভেম্বর মহাসচিব একলেমেদ্দীন এহসানোগুল সম্প্রতি মিয়ানমারে এক শুভেচ্ছা সফর করেন। মিয়ানমারে অব্যাহত নির্যাতন ও নিষ্পেষণের শিকার বিপন্ন রোহিঙ্গা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করে উক্ত কথা বলেন। অতঃপর ওআইসি প্রতিনিধি দল ইয়াঙ্গুন বিমানবন্দর থেকে বাইরে এলে উগ্রপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাদের আগমনের আগের দিন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রদর্শন করে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মিছিল করে ও শ্লোগান দেয়। তারা ওআইসি প্রতিনিধি দলের মিয়ানমার সফরকে সে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 'অন্যায় হস্তক্ষেপ' বলে আখ্যায়িত করে।

বৌদ্ধ ও মুসলিমদের এক যৌথ মতবিনিময় সমাবেশে ওআইসি মহাসচিব বলেন, এ সংস্থা মিয়ানমারের সকল অধিবাসীর প্রতিই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বৌদ্ধদের মধ্যে ধুমায়িত ভুল ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'ওআইসি কোন ধর্মীয় সংস্থা নয়, এ সংস্থা ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সাহায্য দেয় না'। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, সহিংসতা কিংবা ঘূর্ণিঝড় নার্গিসের ধ্বংসকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ওআইসির সদস্যভুক্ত দেশগুলো যে সাহায্য প্রেরণ করেছিল, তাতে কোন বৈষম্য না করে মিয়ানমার সরকারের মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল। উক্ত কথার জবাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতারা বলেন, 'মিয়ানমারে রোহিঙ্গা বলে কিছু নেই, তারা বাঙালি। তাদের সেখানেই ফিরে যাওয়া উচিত। তারা মিথ্যা ইতিহাস বলে। তারা এখানে সহিংসতার সৃষ্টি করছে'। তারা বলেন, 'আমরা ওআইসির কাছ থেকে কোন সাহায্য পাইনি, পেয়েছে রোহিঙ্গা মুসলিমরা'। তারা আরো বলেন, 'রোহিঙ্গাদের প্রতি ওআইসি যদি এতই দরদবোধ করে, তাহলে সদস্য দেশগুলোতে নিয়ে তাদের পুনর্বাসন করুক'।

উল্লেখ্য যে, ওআইসি প্রতিনিধি দল 'সিওওয়'-এ পৌঁছলে সেখানকার মুসলিম জনতা তাদের স্বাগত জানায়। অতঃপর তারা 'থাবুচাউং মসজিদ' পরিদর্শন করেন। বহু মুসলিম তাদেরকে দেখে আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়েন। তাদের চরম দুঃসময়ে এই প্রথম কোন বিশ্ব মুসলিম সংগঠনের প্রতিনিধিদের পাশে পেয়ে অনেকে আনন্দে কেঁদে ফেলেন। যারা কিছু ইংরেজি বলতে পারেন, তারা তাদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা-দুর্ভোগের কথা জানান। তারা বলেন, তাদের কোনো স্বাস্থ্য সেবা নেই, ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়তে পারে না, কেউ চাকরি পায় না, এমনকি উগ্র বর্মীদের হামলার ভয়ে তারা গ্রামের বাইরেও যেতে পারেন না'।

তখন ওআইসি মহাসচিব তাদের উদ্দেশ্যে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেন, আমরা এ কথা বলতেই এখানে এসেছি যে, 'আপনারা একা নন, আপনারা পরিত্যক্ত নন'। সমবেত মুসলমানরা তার এ কথা শুনে 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করে তোলে।

ইসলামী সিমকার্ড

গ্রিসের এক ইঞ্জিনিয়ার ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের জন্য একটি মোবাইল ফোনের সিমকার্ড উদ্ভাবন করেছেন। যা দিয়ে তারা দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম সংক্রান্ত আচার-অনুশাসন মেনে চলতে পারেন। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মুসলমানের বাস আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশে। এই দু'টি মহাদেশে মুঠোফোনের ব্যবহারও বাড়ছে অতিদ্রুত। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের অর্ধেক মোবাইল ফোন এশিয়াতেই বাজারজাত করা হয়। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্যবহৃত মোবাইল ফোনগুলো স্মার্টফোন নয়, বরং পুরনো মুঠোফোন।

ইয়ানিস হাৎসোপুলোস একজন ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। যিনি বসবাস করেন গ্রিসের থেসালোনিকিতে। তিনি যে ইসলামী সিমকার্ডটি উদ্ভাবন করেছেন তার বৈশিষ্ট্য হ'ল :

(ক) উক্ত সিমকার্ডটি স্মার্টফোন কিংবা পুরনো মডেলের মুঠোফোন দুটোতেই ব্যবহার করা যাবে।

(খ) ব্যবহারকারী এই মুঠোফোন দিয়ে ছালাতের ক্বিবলা নির্ধারণ করতে পারবেন।

(গ) এই মুঠোফোন মুছল্লীকে দিনে পাঁচবার ছালাত আদায়ের সময় রিংটোন বাজিয়ে মনে করিয়ে দেবে।

(ঘ) এমনকি ছালাত আদায়ের সময় ফোন নিজে থেকেই 'মিউট' বা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে শিঘ্রই আরো দু'টি উপকারিতা পাওয়া যাবে। যথা :

(১) রামাযান মাসে এই ইসলামী মুঠোফোন ছিয়াম শুরু করা এবং ইফতার করার সময় রিংটোনের মাধ্যমে জানিয়ে দিবে ।

(২) এটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাংশনগুলোকে ফেসবুকের সঙ্গে যুক্ত করে তা বিশ্বের মুসলিম তরুণদের কাছে এর বার্তা পৌঁছে দিবে।

ইসলামী সিমকার্ড তৈরীর প্রেরণা : মূলতঃ ২০০৯ সালে ইয়ানিস হাৎসোপুলোসের প্রথম এ সিমকার্ডটি আবিষ্কারের ধারণাটা আসে। যখন তিনি স্পেনের বার্সেলোনায় 'মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস' (এমডব্লিউসি)-এ অংশগ্রহণ করছিলেন। 'এলজি সংস্থা' সেই কংগ্রেসে একটি মোবাইল পেশ করে, যাতে মুসলিমদের জন্য বিশেষ ফাংশন ছিল। তা থেকেই হাৎসোপুলোসের মাথায় আইডিয়া আসে। এসব ফাংশন একটি সহজ সিমকার্ডে দিতে পারলে মুসলিমরা যে কোনো মুঠোফোনে সেই সিমকার্ড ঢুকিয়ে ফোনটিকে একটি 'ইসলামী মুঠোফোনে' পরিণত করতে পারবেন।

লিবিয়া ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদাসীনতায় বিপুল তেল ও গ্যাস সমৃদ্ধ দেশ লিবিয়া ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কর্নেল গাদ্দাফীর পতনের ঠিক দু'বছর পর দেশটি আবারও একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল ও অকার্যকর। সশস্ত্র মিলিশিয়ারা বেপরোয়া, জাতীয় সেনাবাহিনী সদস্যদের আইন উপেক্ষায় দেশব্যাপী বিরাজ করছে বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম ও অশান্তি। আইন বলে সেখানে এখন কিছু নেই বললেই চলে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেমে গেছে। রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতায় জনগণ ক্রুদ্ধ। সেখানে স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করা হয়েছে। ৬০ লাখ জনসংখ্যার দেশ লিবিয়ায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া মৃত। দক্ষিণ ও পশ্চিমে সক্রিয় হয়ে উঠেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট গ্রুপগুলো। ইতিমধ্যেই দৈনিক তেল উৎপাদন ১৫ লাখ ব্যারেল থেকে ৬ লাখ ব্যারেলে নেমে এসেছে। ফলে অর্থনীতি হুমকির মুখে পতিত হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা তেল রফতানি টার্মিনালগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। লিবিয়ার তেলমন্ত্রী দাবি করেছেন, তেল রফতানির এ প্রতিবন্ধকতার কারণে শুধু গত পাঁচ মাসেই দেশ ১শ কোটি ডলার হারিয়েছে। পূর্বাঞ্চলের স্বঘোষিত সাইরেনাইকা সরকার স্বাধীনভাবে তেল বিক্রি করার চেষ্টা করছে। ১৫ নভেম্বর গণহত্যার ঘটনা ঘটে। এ সপ্তাহের শুরুতেই লিবিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান জেনারেল ইউসুফ আল-আতরাশকে হত্যা ও তার ডেপুটি মুছত্বফা নাহকে অপহরণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র এখন লিবিয়ার সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে তাদের সাথে নানা গোষ্ঠী ও ব্যক্তির প্রতি অনুগত বিপুল অস্ত্র সজ্জিত মিলিশিয়াদের সংঘাতের আশংকা রয়েছে। অন্যদিকে সরকার ইসলামপন্থীসহ রাজনৈতিক দল ও গ্রুপগুলোর মধ্যে কোন উন্মুক্ত সংলাপ অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হয়েছে।

সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ বিষয়াবলী)

১. প্রশ্ন 'মহার্ঘ ভাতা' কী?
উত্তর : জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক বা কর্মচারীদের সাময়িকভাবে মূল বেতনের সাথে যে অতিরিক্ত ভাতা বা অর্থ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়, তাই 'মহার্ঘ ভাতা'।
২. প্রশ্ন : দেশে প্রথম 'অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন' ইউনিট কোথায় যাত্রা শুরু করে?
উত্তর : ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।
৩. প্রশ্ন : কোন্ দেশের একটি গ্রামের নাম 'রূপসী বাংলা'?
উত্তর : আইভরি কোস্ট।
৪. প্রশ্ন : বর্তমান দেশে মোট কতটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ রয়েছে?
উত্তর : ৬৫টি।
৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশে প্রথম 'টাকা জাদুঘর' কোথায় অবস্থিত হয়েছে?
উত্তর : বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি (মিরপুর-২)-এ।
৬. প্রশ্ন : টাকা জাদুঘরের প্রবেশপথের দেয়ালে কী স্থাপন করা হয়েছে?
উত্তর : একটি কৃত্রিম টাকার গাছ।
৭. প্রশ্ন : দেশে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় স্থাপিত হচ্ছে?
উত্তর : রূপপুর, পাবনা।
৮. প্রশ্ন : ইন্টারনেট ব্যবহারের দিক থেকে বাংলাদেশের ব্যবহারকারীরা কতটুকু স্বাধীন?
উত্তর : আংশিক।
৯. প্রশ্ন : বিশ্ব জনসংখ্যা জরিপে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : অষ্টম।
১০. প্রশ্ন : সম্প্রতি 3G নেটওয়ার্ক প্রথম চালু করেছে কোন্ বেসরকারী অপারেটর?
উত্তর : রবি।
১১. প্রশ্ন : দেশে মোট কোন্ কোন্ বেসরকারী মোবাইল অপারেটর 3G নেটওয়ার্ক চালু করেছে?
উত্তর : রবি, গ্রামীণফোন, ইয়ারটেল, ও বাংলালিংক।
১২. প্রশ্ন : সুন্দরবনের অবস্থান কোথায়?
উত্তর : গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় এবং বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত সুন্দরবন।
১৩. প্রশ্ন : বাংলায় 'সুন্দরবন'-এর আক্ষরিক অর্থ কী?
উত্তর : 'সুন্দর জঙ্গল' বা 'সুন্দর বনভূমি'।
১৪. প্রশ্ন : ২০০৪ সালের বাঘশুমারি অনুযায়ী সুন্দরবনে মোট কতটি বাঘ আছে?
উত্তর : ৪৪০টি।
১৫. প্রশ্ন : 'পাগ মার্ক' কী?
উত্তর : পায়ের ছাপ গণনার মাধ্যমে পরিচালিত বাঘশুমারি।
১৬. প্রশ্ন : বাংলাদেশের দীর্ঘতম ফ্লাইওভার কোন্‌টি?
উত্তর : মেয়র মোহাম্মাদ হানিফ ফ্লাইওভার।
১৭. প্রশ্ন : রাজনীতিতে নারীদের ক্ষমতায়নে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : অষ্টম।
১৮. প্রশ্ন : জাতীয় সংসদে 'ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩' কবে পাস হয়?
উত্তর : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩।
১৯. প্রশ্ন : দেশে অনুমোদিত প্রথম থানা কোনটি?
উত্তর : পাবনা যেলার আমিনপুর।
২০. প্রশ্ন : নিরস্ত্রীকরণে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথিকৃৎ কোন্ দেশ?
উত্তর : বাংলাদেশ।
২১. প্রশ্ন : দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন কোন্ বিভাগে এবং কত?
উত্তর : বরিশাল বিভাগে; ০.১৮%।
২২. প্রশ্ন : 'ম্যাগনেটাইট' কী?
উত্তর : চুম্বকজাতীয় একটি খনিজ পদার্থ, যার মধ্যে 'আয়রন ডাই-অক্সাইড' থাকে।
২৩. বাংলাদেশে প্রথম লোহার খনি কোথায় পাওয়া গেছে?
উত্তর : দিনাজপুরের হাকিমপুর উপযেলার আলীহাট ইউনিয়নের মশিদপুর গ্রামে।

সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী)

১. প্রশ্ন : 'iPad Air' কী?
উত্তর : অ্যাপলের সর্বশেষ ট্যাবলেট কম্পিউটার।
২. প্রশ্ন : ইন্টারনেটের সর্বোচ্চ গতির দেশ কোন্‌টি?
উত্তর : হংকং; দ্বিতীয় দক্ষিণ কোরিয়া।
৩. প্রশ্ন : বিশ্বের বিস্তীর্ণ উচ্চগতি সম্পন্ন রেলপথের শীর্ষ দেশ কোন্‌টি?
উত্তর : চীন; দ্বিতীয় স্পেন।
৪. প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের অর্থবছরের সময়কাল কত?
উত্তর : ১ অক্টোবর-৩০ সেপ্টেম্বর।
৫. প্রশ্ন : মিসরের 'মুসলিম ব্রাদারহুড' পরিচালিত পত্রিকার নাম কী?
উত্তর : দৈনিক ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস।
৬. প্রশ্ন : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একমাত্র স্থল সীমান্তের নাম কী?
উত্তর : ওয়াগা সীমান্ত।
৭. প্রশ্ন : বিশ্বে স্থলসীমান্ত বেষ্টিত স্বাধীন দেশ কতটি?
উত্তর : ৪৫টি।
৮. প্রশ্ন : ২০১৩ সালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৩; ১২ জন ব্যক্তি ও ১টি সংস্থা।
৯. প্রশ্ন : ম্যালেরিয়ার জন্য উদ্ভাবিত বিশ্বের প্রথম ভ্যাকসিনের নাম কী?
উত্তর : আর.টি.এস.এস।
১০. প্রশ্ন : রাশিয়ার টেলিকম সেবাদান প্রতিষ্ঠানটি যে 'সার্চ ইঞ্জিন' চালু করতে যাচ্ছে, তার নাম কী?
উত্তর : স্পুটনিক।
১১. প্রশ্ন : বিশ্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ যন্ত্রমানবের নাম কী?
উত্তর : মিট ফ্রাঙ্ক।
১২. প্রশ্ন : সার্কের মহাসচিব কিভাবে নিয়োগ হয়ে থাকে?
উত্তর : সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রত্যেকের নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী।
১৩. প্রশ্ন : বৈশ্বিক বাণিজ্যিক লেনদেনে শীর্ষে কোন্ মুদ্রা?
উত্তর : মার্কিন ডলার।
১৪. প্রশ্ন : বিশ্বে সবার্ধিক ক্ষুধার্ত মানুষের দেশ কোন্‌টি?
উত্তর : ইরিত্রিয়া।
১৫. প্রশ্ন : মেয়েদের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ দেশ খুলতে চলেছে?
উত্তর : সঊদী আরব।
১৬. প্রশ্ন : প্রক্রিয়াধীন মেয়েদের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কী?
উত্তর : প্রিন্সেস নোরা বিনতে আব্দুর রহমান ইউনিভার্সিটি (পিএনএইউ)।
১৭. প্রশ্ন : প্রথমবারের মত 'ইহুদী নোবেল' প্রদত্ত সংগঠনের নাম কী?
উত্তর : দ্য জেনেসিস প্রাইজ ফাউণ্ডেশন।
১৮. প্রশ্ন : 'ইহুদী নোবেল' কিসের জন্য প্রদান করা হবে?
উত্তর : মানবতার সেবায় অবদান রাখার জন্য।
১৯. প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বে 'ব্যক্তিগত ইন্টারনেট' ব্যবহারের স্বাধীনতার দিক থেকে সর্বশীর্ষ ও সর্বনিম্ন দেশ কোন্‌টি?
উত্তর : সর্বশীর্ষ : আইসল্যাণ্ড; সর্বনিম্ন চীন, কিউবা ও ইরান।
২০. প্রশ্ন : 'ওয়াক ফ্রি ফাউণ্ডেশন' (ডব্লিউএফএফ) কী?
উত্তর : অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা।।
২১. প্রশ্ন : 'ওয়াক ফ্রি ফাউণ্ডেশন' (ডব্লিউএফএফ)-এর কাজ কী?
উত্তর : বৈশ্বিক দাসত্বের পরিমাণ নির্ধারণ।
২২. জনসংখ্যা অনুপাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ দাসত্ব পরিবেশে বাস করে কোন্ দেশে?
উত্তর : পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মৌরিতানিয়ায়।
২৩. প্রশ্ন 'স্বস্তি পরিষদ' (Security Council) কী?
উত্তর : জাতিসংঘের ৬টি অঙ্গসংস্থার মধ্যে অন্যতম একটি ('নিরাপত্তা পরিষদ'-এর অপর নাম)।

[কুইজ-১; বর্ণের খেলা-২; শব্দজট-৩ ও সংখ্যা প্রতিযোগ-৪-এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ১০ জানুয়ারীর মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ ১/৪ :

১. 'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাকাল কত (ইংরেজী ও হিজরী তারিখসহ)?
২. 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ঢাকায় প্রথম ঐতিহাসিক মিছিল কবে বের হয়?
৩. ইসলামের মূল ভিত্তি কী?
৪. 'তাওহীদের ডাক'-এর প্রতিষ্ঠাকাল কত সালে?
৫. 'তাওহীদের ডাক'-এর দ্বিতীয় সংখ্যা কী নামে বের হয়?
৬. 'মুলতাযাম' কী?
৭. মসজিদে নববী থেকে বায়যা পাহাড়ের দূরত্ব কত?
৮. মদীনা থেকে ওহুদ পাহাড়ের দূরত্ব কত?
৯. জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য কী থাকবে?
১০. একদিনের হরতালে পোশাক খাতে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়?
১১. মীরজাফর কোন্ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়?
১২. ব্রিটিশ নেতা লর্ড ক্লাইভ কিভাবে মার যায়?
১৩. আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরাইশী কত সালে রাজশাহীতে ভাষণ দেন?
১৪. ওহুদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) সেনাবাহিনীকে কয়ভাগে ভাগ করেছিলেন?
১৫. মুহতারাম আমীরে জামা'আত ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কত সালের কত তারিখে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. (খ) ২. (গ) ৩. (ক) ৪. (ঘ) ৫. (ক) ৬. (ক) ৭. (গ) ৮. (গ) ৯. (ক) ১০. (গ)।

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : (১) নাবীল মাহমুদ (নওদাপাড়া, রাজশাহী) (২) ছালেহ সাজ্জাদ (নওদাপাড়া, রাজশাহী) (৩) জাহীদুল ইসলাম (মুচড়া, সাতক্ষীরা)।

বর্ণের খেলা ২/৪ :

নির্দেশনা :

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে অর্থবোধক শব্দ দেয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দুটি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে ইসলামের মূল ভিত্তি জানা যাবে।

১............................
২............................
৩............................
৪............................
অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম................................

গত সংখ্যার বর্ণের খেলার উত্তর : (১) তাহারাত (২) আহকাম (৩) তাদরীব (৪) তাকদীর; **অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম : তাহরীক।**

গত সংখ্যার বিজয়ীদের নাম : (১) মেহেদী হাসান (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী) (২) শরীফুল ইসলাম (ভাটপাড়া, সাতক্ষীরা) (৩) জাহীদুল ইসলাম (মুচড়া, সাতক্ষীরা)।

শব্দজট ৩/৪:

এবারের শব্দজটটি তৈরী করেছেন মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান, দাখিল পরীক্ষার্থী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।]

■	১		■	২	৩	■
৪		■	৫	■	৬	৭
	■	৮		৯	■	
■	১০		■	১১		■
১২	■		■		■	১৩
১৪	১৫	■	■	■	১৬	
■	১৭		■	১৮		■

পাশাপাশি : ১. হস্ত ২. বাংলাদেশের রাজধানী ৪. বিবাহাদি রেজিস্ট্রি করেন যিনি ৬. কর্ণ ৮. রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ১০. মৃতদেহ ১১. অতি মূল্যবান রত্ন, ডাইমন্ড ১৪. কপালের নিচের অঙ্গ ১৬. যা রান্না করলে ভাত হয় ১৭. রক্তের রং ১৮. কবিতা-লেখক।

উপর-নীচ : ১. হজ্জ করে এসেছেন যিনি ৩. চাচা ৪. কর্ম ৫. নদ শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ ৭. আল্লাহ্‌র বাণী বাহক ৮. শেষ বিচারের ময়দান ৯. বিশুদ্ধ, খাঁটি ১২. স্বর্ণ, গোল্ড ১৩. স্ত্রী লোকের কানের গহনা ১৫. সর্বদা পাওয়া যায় এমন একটি ফল ১৬. তালা খুলবার যন্ত্র বিশেষ।

গত সংখ্যার শব্দজটের উত্তর : পাশাপাশি : ১. ঈমান ৩. দাদা ৫. বীর ৭. ভদ্র ৮. জাম ৯. রব ১২. জল ১১. লরি ১৩. কবর। **উপর-নীচ :** ১. ঈদ ২. নবী ৪. দারিদ্র ৬. দাম ৭. ভক্ত ৯. জাহাজ ১০. বক ১১. বর।

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : (১) ছালেহ সাজ্জাদ (নওদাপাড়া, রাজশাহী (২) নাবীল মাহমুদ (নওদাপাড়া, রাজশাহী) (৩) আরীফুল ইসলাম (মোল্লাপাড়া, যশোর)।

সংখ্যা প্রতিযোগ ৪/৪:

নির্দেশনা :

খোপের নিচে দেওয়া চারটি সংখ্যা প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম খোপে বসবে। এবার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ খোপে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলো এমনভাবে বসান, যাতে উত্তরটি অবশ্যই সমান চিহ্নের ডান পাশে দেওয়া সংখ্যাটির সমান হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলোর মধ্যে কোনটি একাধিকবারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

গত সংখ্যার সংখ্যা প্রতিযোগের উত্তর : ১. ১০÷৫ + ৯−৪ =৭; ২. ২×৪−৩×২ = ২; ৩. ৮+৫−৫−৩ = ৫

[উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, আই কিউ, তাওহীদের ডাক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২]